



গৃহ ও গৃহ  
পরিচালনা

৫  
-৪



# গৃহ ও গৃহ পরিচালনা



অধ্যাপিকা তাহমিনা জামান



বাংলা একাডেমী ঢাকা

কালি-৪

৬০০  
৬০০  
৬০০  
৬০০

৬০০

BANSDOG LIBRARY  
Acquired by  
10.6.84  
Date

বাব ৩৩২৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪ | দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৯৩/১৯৮৬ | তৃতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৯৬/  
জুন ১৯৮৯। পাণ্ডুলিপি : জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ। প্রকাশক :  
পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক, বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০২/ জানুয়ারি ১৯৯৬।  
প্রকাশক : মুহাম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, [ পুনর্মুদ্রণ  
প্রকল্প ] বাংলা একাডেমী ঢাকা। মুদ্রক : আশফাক-উল-আলম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস,  
ঢাকা। প্রচ্ছদ : রেজাউন নবী। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ৭৫.০০ টাকা।

GRIHO O GRIHO PARICHALANA (Housing & Home Management)  
written by Prof. Tahmina Zaman. Published by Bangla Academy, Dhaka,  
Bangladesh. First Reprint January 1996. Price Tk 75.00 Only.

ISBN 984-07-3338-9

উৎসর্গ

স্বাধীন ও সামিনাকো

আম্মু

## পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বিশ্বাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণায় নিয়োজিত বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও বটে। ১৯৫৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমী গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একাডেমী এ-যাবৎ প্রায় সাড়ে তিন হাজার গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই বিপুল গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। পাঠকনন্দিত এইসব বই বাংলা একাডেমী সর্বকল্পিতভাবে পুনর্মুদ্রণ করে চলেছে। ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার ব্যবস্থার কাজ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প'-এর অধীনে নিষ্পন্ন হয়ে আসছে।

স্বল্পকাল আগে জামান প্রণীত 'গৃহ ও গৃহপরিচালনা' গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুত হয় আষাঢ় ১৩৯৬/জুন ১৯৮৯ সালে। গ্রন্থটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত। গৃহ ও গৃহপরিচালনা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, তত্ত্ব ও তথ্য এই গ্রন্থে সম্বোধিত হয়েছে। গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রীদের শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

মনসুর মুসা  
মহাপরিচালক  
বাংলা একাডেমী

18222

## মুখবন্ধ

মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ দ্বিমত নই। মাতৃভাষাতে যত সুন্দর, সহজ ও প্রাণবন্ত করিয়া ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্য ভাষাতে তত সম্ভব নহে।

মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীতে — বিশেষ করিয়া উপাধিক ও উপাধি পরবর্তী শ্রেণীতে উচ্চশিক্ষাদান উপযুক্ত মানের পাঠ্যপুস্তকের অভাবে বহুদিন ধরিয়া বিঘ্নিত হইতে আসিতেছে। অধ্যাপিকা তাহমিনা জামান রচিত 'গৃহ ও গৃহ পরিচালনা' বইটি গার্হস্থ্য অর্থনীতির প্রথম পাঠ্যপুস্তক।

'গৃহ ও গৃহ পরিচালনা' (Housing and Home Management) গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গৃহ ও গৃহ পরিচালনা সম্পর্কে উপাধিক বা উপাধি পরবর্তী শ্রেণীর কোন বাংলা পাঠ্যপুস্তক না থাকায় বর্তমান পুস্তকটি নিঃসন্দেহে আমাদের ছাত্রীদের শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করিবে।

পুস্তকটিতে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে গৃহ ও গৃহ-পরিচালনা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, তত্ত্ব ও তথ্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূলত বিদেশী পুস্তকের অনুসরণে লিখিত হইলেও পুস্তকটিকে আমাদের দেশের পরিবেশে খাপ খাওয়ানো হইয়াছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রদত্ত বিবরণগুলি উপাধিক শ্রেণীর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ই শিক্ষার মান এবং প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী লেখা হইয়াছে।

পুস্তকটিতে প্রথম অধ্যায়ের দরুন পুস্তকটিতে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষার শব্দকেই ব্যবহার করা হইয়াছে। বিশ্লেষণ ও আলোচনার সুবিধার জন্য পুস্তকটিতে যে শব্দ হইবে, সেগুলি ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে সেইগুলি এবং পুস্তকের শেষে প্রদত্ত ইংরেজি-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি পরিভাষার তালিকা দুইটি নিঃসন্দেহে ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত সহায় হইবে। বাংলা একাডেমী উপাধিক ও উপাধি-পরবর্তী মানের উপযোগী গৃহ ও গৃহ পরিচালনা গৃহণ করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে, তাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি এই পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

হামিদা খানম

অধ্যাপিকা

গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়

## তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গৃহ ও পুঁজু-পরিচালনা পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। পুস্তকটি গার্হস্থ্য অর্থনীতির অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের সমাদর লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত।

সময়ের অভাবে তৃতীয় সংস্করণে পুস্তকটির ব্যাপক রদ-বদল ও সংশোধন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিমার্জন অবশ্যই করা হবে। বর্তমান সংস্করণে কেবল অতি প্রয়োজনীয় কিছু রদবদল করা হল।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের মতো পুস্তকটির এই সংস্করণও অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি।

ঢাকা

তাহমিনা জামান

২৭শে মার্চ, ১৯৮৯ ইং

১৩ই চৈত্র, ১৩৯৫ বাং

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এইক্ষেত্রে গার্হস্থ্য অর্থনীতির কোন পাঠ্যপুস্তকই উচ্চতর শ্রেণীর জন্য এই পর্যন্ত রচিত হয় নাই। গৃহ ও গৃহ-পরিচালনা (Housing and Home Management) গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানের একটি অন্যতম পাঠ্য বিষয়। বাংলায় এমন একটি বই প্রকাশিত হইলে ইহা নিঃসন্দেহে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীদের পাঠে সহায়ক হইবে বিবেচনায় বি. এস-সি, শ্রেণীর পাঠ্যসূচির আলোকে এই বইটি লেখা হইয়াছে।

এই বই রচনায় আমি মূলত গৃহ-পরিচালনা সম্পর্কীয় বিদেশী বইগুলির উপর নির্ভর করিয়াছি। আমাদের দেশে এখনোও বিদেশী ইংরেজি বই-এর সাহায্যে বিষয়টি পড়ানো হইতেছে। বিদেশে গৃহ ও গৃহ-পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেক গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এমনকিছু না হওয়ায় কোন অনুমান বা 'হাইপোথেসিস' যাচাই করিতে দেশে বিদেশী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহাছাড়া গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানের পরিভাষা এখনো পুরাপুরি গড়িয়া উঠে নাই। বিনাধ্বিধায় বলিব, ইংরেজি বিদেশী বই হইতে আমি অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

আলোচনার সুবিধার জন্য পুস্তকটিকে দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে গৃহ ও পরিবার, গৃহ পরিকল্পনা, গৃহ নির্মাণের উপকরণ, আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার অন্যান্য সমস্যা এবং গৃহ প্রাপ্তদের ব্যবহার সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে গৃহপরিচালনা, গৃহ পরিচালনায় অর্থ সময় এবং শক্তির সদ্ব্যবহার, কাজ সহজ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বুঝাইবার সুবিধার জন্য অনেকক্ষেত্রে ছবি, স্ক্রিন এবং নকশার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। অর্থ-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনায় ব্যাংকের বিভিন্ন সেক্টরের প্রত্যক্ষ নমুনা দেওয়া হইয়াছে।

এই বই রচনায় আমাকে অনেকে অনেকভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাহাদের সন্তানের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার আকা ও আশ্রয় পুস্তকটি রচনায় আমাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়াছেন। গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞান কলেজের গৃহপরিচালনা মিসেস শওকত আরা আমাকে অনেক সময় অনেক বই দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ড. হুমায়ুন সিদ্দিকী সাহেবের অনুপ্রেরণা না হইলে পুস্তকটি হয়ত প্রকাশিত হইত না।



[বারো]

আমার স্বামী তাঁহার মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়া পুস্তকটির রচনাকালে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আমার পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পড়িয়া প্রয়োজনবোধে সংশোধন করিয়াছেন।

বি. এস-সি, ছাত্রীদের জন্য লেখা পুস্তক তাহাদের এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতির অধ্যাপিকাদের সমাদর লাভ করিলে নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

তাহমিনা জামান

৬৪৬  
৬/১/১৯  
১৯/১/১৯

সূচিপত্র  
প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায় : গৃহ ও পরিবার (House & the family)	১
স্থান নির্বাচন, পরিবারের প্রয়োজনীয়তা, উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা, অর্থনৈতিক কারণ।	
দ্বিতীয় অধ্যায় : গৃহ-পরিকল্পনা (House planning)	৮
বাড়ির নকশা, গৃহ পরিকল্পনার মূল্য নির্ধারণ : স্বচ্ছন্দ বসবাসের জন্য স্থান-পরিকল্পনা, ব্যবহারিক ও পর্যাপ্ত সংস্থান ; আলোর ব্যবস্থা এবং বায়ু চলাচল ; গৃহের রঙ এবং সাজ-সজ্জা	
তৃতীয় অধ্যায় : গৃহ নির্মাণের উপকরণ (Building materials)	৪১
বাংলাদেশে গৃহ নির্মাণের পক্ষে সহজলভ্য এবং উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ ; আবহাওয়া ও স্থানভেদে গৃহ নির্মাণ উপকরণের উপযোগিতা।	
চতুর্থ অধ্যায় : আসবাবপত্র এবং গৃহসজ্জার অন্যান্য সামগ্রী (Furniture and furnishing equipments)	৫৩
আর্থিক বিবেচনা ; আসবাব নির্বাচনের মান ; আসবাবের যত্ন এবং রক্ষণ, আসবাবের উপযোগিতা এবং সৌন্দর্য ; আসবাব বিন্যাস, গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণ।	
পঞ্চম অধ্যায় : গৃহ প্রাঙ্গণের ব্যবহার (Use of outdoor space)	৭৬

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায় : গৃহ-পরিচালনা (Home management)	৮৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : অর্থ সম্পদ পরিকল্পনা (Money management)	৯২
বাজেটের উপকারিতা, বাজেট প্রণয়নের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পরিবারের বাজেটের তুলনা ; পরিবারের ব্যয়, পরিবারের আয়, পরিবারের লোকসংখ্যা,	

জীবিকার মান, বাসস্থান, ব্যক্তিগত অভ্যাস, চিন্তাবিনোদন, সঞ্চয় ও পুঁজি  
বিনিয়োগ, বীমা, বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা।

তৃতীয় অধ্যায় : গৃহ-পরিচালনায় সময় এবং শক্তির ব্যবহার ১২৬  
(Management of time and energy)  
সময়ের ব্যবহার, শক্তির ব্যবহার, ক্লাস্টি।

চতুর্থ অধ্যায় : কাজ সহজ করিবার পদ্ধতি (Work simplification) ১৪৬  
প্রোসেস চার্ট, অপারেশন চার্ট, পাথওয়ে চার্ট, মাইক্রোমোশন ফিল্ম বিশ্লেষণ,  
কাজ সহজ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায়।

পঞ্চম অধ্যায় : সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making) ১৬১  
সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়, কি কি বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে  
প্রভাবান্বিত করে, ব্যক্তিগত বনাম দলীয় সিদ্ধান্ত, পারিবারিক সিদ্ধান্ত।  
গ্রহুপঞ্জি ১৭৩

প্রথম ভাগ

## প্রথম অধ্যায়

# গৃহ ও পরিবার

(HOUSE AND THE FAMILY)

অনিম মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াই প্রথমে যে কয়টি বস্তুর অভাব অনুভব করিল তাহাব মধ্যে একটি হইল আশ্রয়। আশ্রয় মানুষের জীবনের একটি প্রধান প্রয়োজন। অসংখ্য পরিবার মাথা গুঁজিবার সামান্য ঠাই খোজে এবং যেখানে পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিজের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করিবার সুযোগ পায় উহাই আশ্রয় বা গৃহ। শুধু ভাড়া, কন—খাদ্য, পোশাক ও বাঁচিয়া থাকিবার অন্যান্য চাহিদাও মানুষ গৃহের চারি দিকের মধ্যে থাকিয়াই পূর্ণ করে।

গৃহই মানুষ সংসার রচনা করে। গৃহস্থামী ও গৃহিণীর অকুষ্ঠ সহযোগিতার ফলে গৃহই পরিবারের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুর প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রও এই গৃহ। শুধু তাই নহে। সমস্ত দিনের কর্ম ব্যস্ততার পরে গৃহস্থামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ গৃহে ফিরিয়া আসেন বিশ্রাম এবং শান্তির আশ্রয়। তাই গৃহকে সুন্দর ও মনোরম করিয়া ফুলিবার দায়িত্ব পরিবারের প্রতিটি সদস্যের। পরিবারের প্রত্যেকের স্নেহ-ভালবাসা, সৎ-ব্যবহার, কর্তব্য-সচেতনতা, সহযোগিতা এবং ধৈর্যের উপরই একটি গৃহের সুখ-শান্তি নির্ভর করে।

গৃহের আকর্ষণ মানব-জীবনের একটি বিশেষত্ব। মানুষ জন্মের পর হইতেই মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় মূলত গৃহেই অতিবাহিত করে। পরিবারের সকলের শারীরিক উন্নতি ও মানসিক বিকাশ নির্ভর করে গৃহের পরিবেশের উপর। শুধু শারীরিক ও মানসিক দিকই নহে, বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক উন্নতির বিকাশও ঘটে গৃহের সুখ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র করিয়া। স্বাস্থ্য মানুষের জীবনের একটি প্রধান সম্পদ। সুতরাং গৃহের পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুকূল ও স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শরীর এবং মনের সুস্থতা বৃদ্ধিগুণিও সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় গৃহে। সময়, শক্তি ও অর্থের সদ্ব্যবহার এবং বৃদ্ধি নিপুণতায় গৃহের পরিবেশ হয় শান্তিপূর্ণ। তাই গৃহের অবস্থান, গৃহ-পরিচালনা, বস্তু-সংগ্রহ, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি পরিবারের সদস্য এবং সদস্যদের লক্ষ্য রাখা উচিত। উল্লিখিত বিষয়গুলি গৃহে অনুকূল সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে।

গৃহ নির্মাণের পূর্বেই তাই প্রস্তাবিত গৃহের একটি পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এই পরিকল্পনায় বাসস্থানের এলাকা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, জমির পরিমাণ ও আকার, গৃহ-নক্সা, গৃহ তৈয়ারির উপকরণ ইত্যাদির উপর পরিমিত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের পূর্বে পরিবারের আয় এবং সদস্য সংখ্যার প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

কোন এলাকায় একখণ্ড জমির উপরই গৃহ নির্মিত হয়। নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানে ইহা মেয়াদ অনুসারে বহু বছর স্থায়ী বা অক্ষত থাকে। বিভিন্ন দেশে বাসস্থানের প্রকারভেদ হয়, যেমন ইট-সুরকী নির্মিত গৃহ, ইট ও টিন নির্মিত গৃহ, বাঁশের বা ছনের ঘর এবং মাটির তৈয়ারি ঘর। আমাদের দেশে আর্থিক কারণেই মাটি এবং ছনের ঘর অধিক। তবে শহরে সাধারণত ইটসুরকী দ্বারা নির্মিত গৃহই সচরাচর চোখে পড়ে। ইহাদের কোনটা একতলা, কোনটা বা দোতলা। এমনকি তিন বা ততোধিক স্তর বিশিষ্ট গৃহও দেখা যায়। কাচনির্মিত গৃহ শহরে দেখা যায় তবে এই জাতীয় গৃহ আমাদের দেশের আবহাওয়ার উপযোগী নহে।

শহরে বাসোপযোগী কোনো কোনো গৃহ এমনভাবে নির্মিত হয়, যাহাতে একই দালানে দুই বা ততোধিক পৃথক ফ্ল্যাটে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার বাস করিতে পারে। ইহার ফলে স্থান সংকুলান যেমন সম্ভব হয়, তেমনি আর্থিক সচ্ছলতারও পথ যথেষ্ট সুগম হয়।

গৃহ সামাজিক শ্রেণিভেদের সাম্য বহন করে। ইট-সুরকী দ্বারা নির্মিত দালান কোঠায় যে শ্রেণির পরিবার বাস করে, তাহারা মাটি বা ছনের গৃহে বাস করিতে পারে না, কারণ তাহাদের পেশা, আর্থিক সচ্ছলতা, সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি মাটির ঘরে বাসোপযোগী পরিবার অপেক্ষা সমাজের চোখে উর্ধ্বতর।

পরিবেশ অনুযায়ী গৃহের বিভিন্ন গঠন লক্ষণীয়। গ্রাম এবং শহরের বাড়ির কাঠামো ও গঠন ভিন্ন ধরনের।

### স্থান নির্বাচন (Selection of site)

আমাদের আশ্রয়, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, আরাম, ইচ্ছিত-আব্রু প্রভৃতি উপযুক্ত গৃহের উপর নির্ভর করে। একটি পরিবারের রুচি এবং পছন্দের সাম্য বহন করে গৃহ। সুতরাং গৃহ নির্মাণের পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে স্থান নির্বাচন অন্যতম।

যে অঞ্চল বা এলাকায় গৃহের স্থান নির্বাচন করা হইবে, তাহা নির্ধারণের সময় সেই অঞ্চলের ভূমির প্রতিও মনযোগী হইতে হইবে। বাসস্থানের জন্য উঁচু জমি বা ভূমি উত্তম। নিচু জমিতে পানি জমিয়া থাকে বলিয়া মশা, মাছি বা পোকা-মাকড়ের উপদ্রব যথেষ্ট থাকে। ফলে অনেক রোগ অনায়াসে সংক্রমিত হইতে পারে। সুতরাং নিচু জমি বাসস্থান নির্মাণের উপযুক্ত নহে।

নিচু জমিতে পানি জমিয়া থাকার ফলে শুধু রোগজীবাণুই যে বিস্তার লাভ করে বহু নহে, ইহার ফলে জমি স্যাতেসেতে হইয়া থাকে। এই কারণে বসতবাটীর ভিটাও বহু স্যাতেসেতে থাকিবে। এইরূপ স্যাতেসেতে স্থান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইব নড়াই।

বর্ষাকালে নিচু জমিতে পানি জমে। জমিতে পানি জমিয়া থাকিলে বা ভূপৃষ্ঠের নিচে পানি বহু হইয়া থাকিলে সেই স্থান কর্দমাক্ত থাকে। জমিতে যাহাতে পানি জমিতে না পাবে তাহার জন্য বাড়ির ভিটাকে মাটি ফেলিয়া ভরাট ও উচু করিতে হয়। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে নিচু জমির পরিবর্তে উচু জমি বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

শুধু উচু জমিই নহে শুষ্ক জমিও বসতবাটীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যে জমিতে বালির পরিমাণ অধিক সেই স্থান শুষ্ক। ইট, পাথর, কাঁকরযুক্ত ভূমিও শুষ্ক কিন্তু এইরূপ স্থানে পানি জমিবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেই স্থান মাটি দিয়া ভরাট করিয়া লওয়া উচিত। চারিদিক খোলা, শুষ্ক ও উচু স্থান বাসের জন্য নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

অনেক সময় অনেক নিচু স্থান যেমন পুকুর, খাল, বিল, নালা, ডোবা ইত্যাদি আবর্জনা দ্বারা ভরাট করিয়া তাহার উপর গৃহ নির্মাণ করা হইয়া থাকে। এমন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত নহে, কারণ আবর্জনা পচিয়া এক প্রকার গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং এইরূপ স্থান বহু স্যাতেসেতে থাকে। তাহা ছাড়া আবর্জনাপূর্ণ ভরাট জমি নিচের দিকে বসিয়া যাওয়ার জন্য বাসগৃহেরও অনেক ক্ষতি হয়। একই কারণে পাহাড়ের পাদদেশ, নদীর নতুন চর বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত নহে। ধানখেতের কাছে ঘর-বাড়ি করিলে মশার উপদ্রবে বাসস্থান রোগ হইতে পারে। সুতরাং গৃহ নির্মাণে এমন স্থান বর্জন করাই বুদ্ধিমানের ব্যবস্থা। ব্যবসাকেন্দ্র, বাণিজ্যের হাট-বাজার এবং এই প্রকার কোলাহলপূর্ণ স্থান বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করা উচিত নহে। অনুরূপভাবে, বাসস্থান রাজপথ বা রাস্তার খুব নিচে না হওয়াই শ্রেয়। কলকারখানার নিকটবর্তী স্থানও বাসস্থানের জন্য অনুপযোগী ও স্বাস্থ্যক্ষত, কারণ এই পরিবেশের ধোঁয়া, ধূলাবালি এবং কোলাহল শরীর ও মনের অনেক ক্ষতির কারণ হইতে পারে।

শালা, শ্মশান ও গোরস্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে ঘর-বাড়ি তৈয়ার করা অনুচিত, কারণ এই সমস্ত স্থান নোংরা ও দুর্গন্ধময় থাকায় স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতির আশংকা থাকে।

বাসগৃহের জন্য ভূমি নির্বাচনে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে। আদর্শ বাসগৃহ নির্মাণে ঈপ্সিত স্থানের পরিবেশের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। তাহা হইলেই কেবল উপযুক্ত বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

### পরিবারের প্রয়োজনীয়তা (Needs of the family)

বাসস্থান নির্বাচনের সময় পরিবারে প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বাসস্থান এমন জায়গায় হওয়া দরকার যাহাতে উহা পরিবারের সদস্য-সদস্যদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক হয়।

বাসস্থান নির্বাচন প্রথমে পরিবারের আয়ের উপর নির্ভর করে। পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা, বয়স, কর্ম তৎপরতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা স্মরণ রাখিয়া বাসস্থান নির্বাচন করা উচিত। বাসগৃহের আকার বড় কিংবা ছোট যাহাই হউক পারিবারিক আয় ও সামর্থ অনুযায়ী উহার কিছুটা বাহ্যিক সৌন্দর্য থাকা প্রয়োজন। ইহাতে অন্য কিছু না হইলেও মানসিক তৃপ্তি লাভ করা যায়। সুন্দর ও পরিপাটি গৃহ পরিবারের রুচির পরিচয় বহন করে।

প্রাকৃতিক শোভাও গৃহের সৌন্দর্য বর্ধন করে। অনতিদূরে পাহাড়, নদী বা লেক থাকিলে সেখানকার পরিবেশ বাসগৃহকে মনোরম করিয়া তোলে। বৃক্ষাদি গৃহের সম্পদ। সুতরাং বাসস্থানের আশেপাশে সুপরিষ্কৃত উপায়ে বৃক্ষাদি রোপণ করিলে ইহাতেও গৃহের শোভা বৃদ্ধি পায়।

বাসস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর গুরুত্বও কম নহে। যে এলাকায় গৃহস্থামীর সমগোত্রীয় বা সমশ্রেণির প্রতিবেশীরা বাস করে সেই এলাকায়ই বাসস্থান নির্বাচন করা উচিত। ইহাতে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং মানসিক পরিতৃপ্তিও লাভ করা যায়। বিপদ-আপদে, সুখে-দুঃখে এমন প্রতিবেশীদের সাহায্য-সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

গৃহের অবস্থান এমন হওয়া উচিত যেন গৃহের অভ্যন্তরের পর্দা রক্ষা করা সম্ভব হয়। শুধু অভ্যন্তরেই নহে, প্রতিবেশীদের পক্ষ হইতেও যাহাতে পর্দা রক্ষা করা হয়, সেই দিকেও খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

বাসগৃহের স্থান নির্বাচনে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ঈর্ষিপিত এলাকায় যানবাহনের সহজলভ্যতা। সব সময় অনায়াসে এবং অল্প মূল্যে যে সব স্থানে যানবাহন পাওয়া যায় সেইসব স্থানেই বাসস্থান নির্বাচন করা উচিত। স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, মসজিদ যেন বাসস্থান হইতে খুব দূরে না থাকে। নিজের বাসস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খোলা জায়গার অভাবে শিশুদের খেলাধুলার সংস্থান না হইলে বাড়ির আশেপাশেই যেন খেলাধুলার জন্য মাঠ থাকে, বাসভবন নির্মাণে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জনবহুল ও যাত্রীবহুল এলাকা, যেমন রেল লাইন, রাজপথ, হাট-বাজার এইসব এলাকা হইতে দূরে বাসস্থান হওয়া উচিত। বাড়ি যেইস্থানে অবস্থিত হইবে উহার নিকটস্থ রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাসস্থানে আলো এবং পানির ব্যবস্থা না থাকিলে সুবিধা অনুযায়ী রাস্তা হইতে যাহাতে



বহু হালের ব্যবস্থা করা যায়, পানির অভাব পূরণ করা যায়, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এককথা, পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাসস্থান নির্বাচন করিলে তাহা নিঃসন্দেহে পরিবারের অর্থ, সময় ও শক্তির সদ্যবহারে সহায়তা করে।

### ইংসহ ও কর্মতৎপরতা (Interest and activities)

বাসস্থান নির্বাচনের পূর্বে পরিবারের সকলে একত্রে বসিয়া পরিবারের প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। যেস্থান বসবাসের জন্য নির্বাচিত হইবে তাই স্থানের কোন দিকে থাকার ঘর ও কোন দিকে রান্না ঘর হইবে ইহার প্রতি আমাদের ইচ্ছাই দৃষ্টি দিতে হইবে। ইহা ছাড়া ঝাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা, অতিথিদের থাকা, ছাত্রদের খেলাধুলা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মতৎপরতার জন্য বিভিন্ন কক্ষের দরকার। কক্ষের কোন দিকে কোন কক্ষের অবস্থান উপযুক্ত হইবে, ইহা প্রথমেই স্থির করিয়া লইতে হইবে।

বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন ধরনের শখ বা উৎসাহ থাকে। অবসর সময় কেহ ফুল বা সব্জিকারির বাগান করিয়া সময় অতিবাহিত করেন; কেহ বা হাঁস মুরগি পালন ও পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ভালবাসেন। এই সকল শখ পূরণ করিবার জন্যও ঘরের আশেপাশে নিজেদের এলাকার মধ্যেই একটি দিক বাছিয়া লইতে হইবে।

হাঁস-মুরগি পালন করিতে হইলে বাড়ির চৌ-সীমানার মধ্যেই মূল ঘর হইতে কিছু দূর পর্যাপ্ত পরিমাণ স্থান লইয়া হাঁস-মুরগির ঘর বা তারের খাঁচা নির্মাণ করিতে হইবে। হাঁস-মুরগি স্বাস্থ্যসম্মত রাখার জন্য খাঁচার বা ঘরের নিচ প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া ছাই বা অনুরূপ কোনো পদার্থ ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।

একই প্রকারে, গো-শালা নির্মাণেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। গবাদি পশুর মলমূত্র যাহাতে একস্থানে জমিয়া দুর্গন্ধের কারণ না হয় তাহার জন্য গো-শালায় যথেষ্ট স্থানে নালা তৈয়ারি করিলে ভাল হয়। প্রতিদিন ভোরে গো-শালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করা উচিত।

নিম্নমিত খেলাধুলা যে কেবল একটি শখ তাহাই নহে। ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্মও প্রয়োজনীয়। সুতরাং প্রয়োজনবোধে বাড়ির এলাকার মধ্যেই টেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যায়। ইহা জন্য বাড়ির এলাকা যথেষ্ট বড় হওয়া উচিত। খেলাধুলার ব্যবস্থা করিতে গিয়া ফুলের বাগান বা লনের যাহাতে ক্ষতি না হয় তাহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে পরিবারের নিজস্ব কতটুকু জায়গা রহিয়াছে। পরিবারের সকল কর্মতৎপরতাই নির্ভর করে

জমির পরিমাণ ও আকারের উপর। বস্তুত, যে অল্প পরিমাণ জায়গা একটি ছোট পরিবারেরই অনুপযুক্ত তাহা একটি বড় পরিবারের জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নহে। গৃহের প্রত্যেকটি কক্ষেরই নির্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। তবে অনেক পরিবার বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন কক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে একটি মাত্র কক্ষই দুই বা ততোধিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। আধুনিক কায়দার অনেক বাড়িতেই লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বসিবার ঘর বা বৈঠকখানার একপাশে খাওয়ার বন্দোবস্তও থাকে। ইহাতে অনেক জায়গা বাঁচানো সম্ভব।

মোট কথা, পারিবারিক কর্মতৎপরতা বাসস্থান নির্বাচন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। বাসস্থানের জায়গার পরিমাণ ও বাসস্থানের আকার নির্ভর করে বিভিন্ন কর্মতৎপরতার উপর।

### অর্থনৈতিক কারণ (Economic factor)

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজিতে একটি কথা আছে : "Cut your coat according to your cloth"। স্থান নির্বাচন কালে ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পরিবারের আয় অনুযায়ী বাসস্থানের এলাকা ও জায়গার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। জমির প্রকারভেদে জমির মূল্য ধার্য করা যায়। উঁচু জমির মূল্য নিচু জমির মূল্য হইতে বেশি। উঁচু জমি অধিক মূল্যে ক্রয় করিলেও কোনো কারণবশতঃ বিক্রয় করিতে হইলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও উঁচু জমি স্বাস্থ্যকর। তাই নিচু জমি অপেক্ষা উঁচু জমিই বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

বাসভূমি বস্তি এলাকায় কিংবা নোংরা ভোবা বা নালার কাছে হইলে সেখানে অনায়াসে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে, এমন জায়গা বাসস্থানরূপে নির্বাচিত করিলে ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইতে পারে। সুতরাং এই দিক বিবেচনা করিয়া ভূমি নির্বাচনের সময় পরিচ্ছন্ন এলাকা নির্বাচন করা উচিত।

হাট-বাজার হইতে দূরে নিরিবিলা এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণ করিলে অযথা হৈ-ছল্লাড় ও কোলাহলের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায় সত্য কিন্তু এই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক হইতেও বাসস্থানের এলাকা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। খুব নিরিবিলা এলাকার আশেপাশে হাট-বাজার না থাকায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সহজলভ্য হইবার সম্ভাবনা অনেক কম। যে এলাকার আশেপাশে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ভাল সরবরাহ থাকে সেই এলাকায় জিনিসপত্রের মূল্য কম হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বেশি লোকসমাগমের ফলে উর্ধ্বমুখী চাহিদায় (Increasing demand) জিনিসপত্রের মূল্য যেন চড়া না হইয়া থাকে।

স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত ইত্যাদি হইতে খুব বেশি দূরে বাসস্থান নির্বাচন করা উচিত নহে। বিশেষত যে পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং যে পরিবারের স্বামীর অফিস গমন দৈনন্দিন কর্মের অন্তর্ভুক্ত সেই পরিবারের জন্য স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত স্বভাবতঃই বাড়ির যত কাছে হইবে ততই মঙ্গলজনক। ইহাতে যাতায়াত খরচ অনেক কম হয়। একই কারণে দোকানপাট বাসস্থানের অনতিদূরে থাকিলে খুব সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা যায়। ফলে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া দূরে যাইতে হয় না। ইহাতে অনেক অহেতুক খরচ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

বাসস্থানের এলাকা নির্বাচনের সময় আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, গৃহ নির্মাণের পর সেই এলাকায় সাধারণ বাড়ি-ভাড়া হার কীরূপ হইতে পারে। যে স্থানের চাহিদা বেশি সেইস্থানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করিলে স্থানের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভাড়াও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্থান নির্বাচনের সময় প্রয়োজনসাপেক্ষে ভবিষ্যৎ আর্থিক আয়ের পথও সুগম করিয়া রাখা কর্তব্য।

কেবল স্থান নির্বাচনেই যে এই আয়ের প্রসঙ্গ আসে তাহা নহে, গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও আর্থিক দিকটার কথা ভাবিয়া রাখা উচিত। অনেক সময় অর্থভাবের দরুন পরিবারকে বাড়ি-ভাড়া দিয়া আয়ের পথ দেখিতে হয়। অনেকে আবার গৃহ-নির্মাণ-ঋণদান সংস্থা বা ব্যাংক হইতে ঋণ করিয়া বাড়ি নির্মাণের কাজে হাত দেন। বাড়ি-ভাড়া হইতেই প্রতিমাসে কিছু কিছু করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলে পরিবারের আর্থিক ভাবনা অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, গৃহকে পরিবার ও ব্যক্তির সত্তাকে পূর্ণ বিকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। গৃহের মাধ্যমেই মানুষ সুখ-শান্তি গড়িয়া তুলিবে, বাহিরের জগতের সঙ্গে ব্যক্তির যোগসূত্র স্থাপিত হইবে গৃহের মধ্য দিয়াই। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ Tessie Agan বহুদিন পূর্বে গৃহ সম্পর্কে বলিতে গিয়া সুন্দরভাবে বলিয়াছেন :<sup>১</sup>

“Housing should provide for rest and quiet, relaxation and a sense of peace, opportunity for self-expression and freedom of action, the routine activities of the home, and companionship in the home. It should provide for satisfying social contact between members of the family and the world outside. The house should remain important as background, it should not become a fetish that hampers rather than contributes to the life of the group”.

<sup>১</sup> Tessie Agan, *The House : Its Plan and Use* (New York, J. B. Lippincott Company, 1956), p. 12.

দ্বিতীয় অধ্যায়  
গৃহ-পরিকল্পনা  
(HOUSE-PLANNING)

"When we mean to build  
We first survey the plot then draw the model.  
And when we see the figure of the house  
Then must we note the cost of the erection  
Which if we find out weigh's to ability  
What do we then but draw a new the model  
In fewer offices, or at least desist to build at all."

—Henry IV<sup>২</sup>

হেনরী ফোর এর উপরের কবিতাটিতে গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে বিবেচ্য প্রধান বিষয়গুলির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে গৃহ ও গৃহ-পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা গৃহ-পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় ও দিকসমূহ আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে বাড়ির নক্সা, গৃহ-পরিকল্পনার মূল্য নির্ধারণ, গৃহের বিভিন্ন কক্ষের সংস্থান, গৃহের সাজ-সজ্জা, আসবাব সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইবে।

### বাড়ির নক্সা (Reading of Blueprints)

ভূমি নির্বাচনের পর গৃহ-পরিকল্পনার জন্য প্রথম প্রয়োজন হইল বাড়ির নক্সা। বাড়ির নক্সা প্রকৃতির তিনটি স্তর আমরা লক্ষ্য করিতে পারি :

---

<sup>২</sup> Quoted in Greta Gray, *House and Home*, third Edition (Chicago, J. B. Lippincott Co. 1935), Chapter IV, p. 25.

- ক. খসড়া নক্সা প্রস্তুতিকরণ ;
- খ. প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ধন ;
- গ. চূড়ান্ত নক্সা ও তাহার অনুমোদন।

গৃহ-পরিকল্পনার প্রথম স্তরেই সুদক্ষ স্থপতি বা বাস্তুকারের সাহায্যে পরিকল্পিত শহর একটি খসড়া নক্সা প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত। গৃহস্বামী এবং প্রয়োজনবোধে পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যারা এই খসড়া নক্সা ভালভাবে পর্যালোচনা করিয়া খসড়া নক্সার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ধন করিতে পারেন। সংশোধন ও পরিবর্ধনের পরই চূড়ান্ত নক্সা প্রস্তুত করা উচিত। আজকাল বড় বড় শহরে বিভিন্ন নগর-পরিকল্পনা সংস্থা দৃষ্টিতে চূড়ান্ত নক্সা প্রস্তুত হইয়া যাওয়ার পর গৃহ নির্মাণের পূর্বে এই সকল সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। অনুমোদনের পরেই মূল গৃহ-নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা যায়।

এইবার আমরা নক্সা প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারি। নক্সা প্রস্তুতকারী স্থপতি বা বাস্তুকার প্রথমে নীল কাগজে বাড়ির নক্সা চিত্রায়িত করিয়া লন। ইংরেজিতে এমন নক্সাকে 'Blue print' বলা হয়।

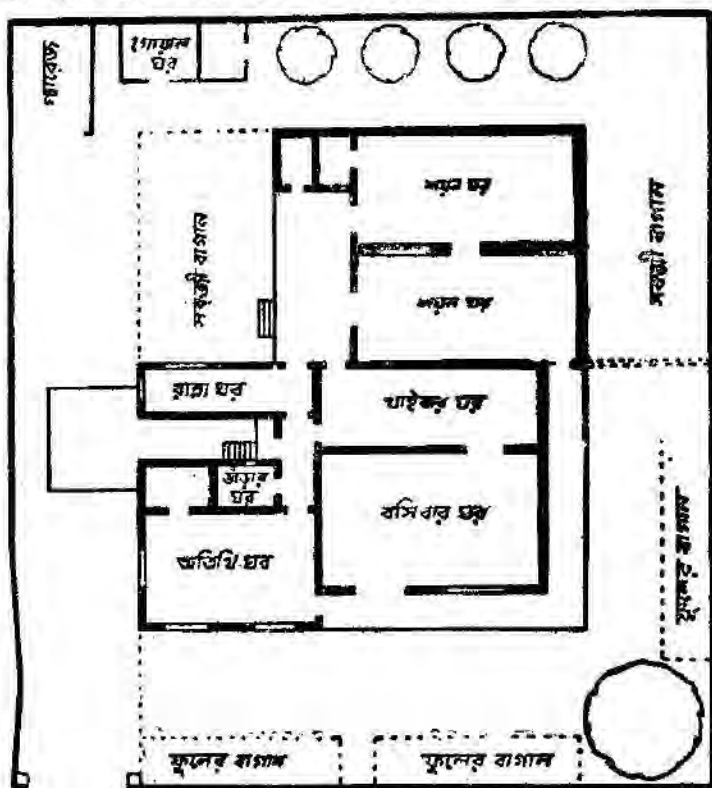
প্রত্যেক বাড়িতে শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, খাইবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, পড়ার ঘর, গোসলখানা, পায়খানা ইত্যাদি থাকে। শহরে কোনো কোনো বাড়িতে কয়েকের লোকদের জন্য ভিন্ন থাকার ঘর ও পায়খানার ব্যবস্থা থাকে। এতদ্ব্যতীত গাড়ি রাখার গ্যারেজেরও বন্দোবস্ত অনেক বাড়িতে থাকে। বাড়ির নক্সা প্রস্তুত করার সময় প্রকৃতিক অনেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমত, বাড়ির কোন দিকে কোন দরজার অবস্থান হইবে এবং প্রতিটি কামরায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পরিবে কিনা, এইদিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। এইজন্য গৃহের দরজা জানালার অবস্থান, দিক, আয়তন ইত্যাদি বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে যে, শীতকালে উত্তর দিক হইতে বাতাস বহে বলিয়া ঐ সময় উত্তরমুখী ঘরগুলি ঠাণ্ডা থাকে। শীতকালে উত্তর দিকের ঘরগুলিতে রৌদ্র প্রবেশ করে না কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যকিরণে উত্তর দিকের কামরাগুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া এই ঋতুতে পড়ন্ত সূর্যের রৌদ্র পশ্চিম দিকের ঘরগুলিকেও তপ্ত করিয়া রাখে। সুতরাং উত্তর বা পশ্চিম দিকের পরিবর্তে সর্বদা দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে ঘরের সন্মুখ রাখা উচিত। এমন অবস্থায় গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত মৃদু সূর্যকিরণ এবং শীতকালে সকালের মিষ্টি রৌদ্রের মৃদুমন্দ উত্তাপ অনায়াসে উপভোগ করা যায়। পরিকল্পিত গৃহের নক্সা একবার হইলে গেলে, তাহাতে রদবদল কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া নক্সা তৈয়ারির সময়ই স্থপতি বা বাস্তুকারকে এই বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ প্রদান করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, নক্সা তৈয়ারির সময় প্রতিটি কক্ষের আয়তন বা ক্ষেত্রফল এবং উচ্চতা, নক্সার প্রস্থ, পরিবারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কক্ষসংখ্যা ইত্যাদির ব্যাপারে

বাস্তুরক্ষারকে সব বলিয়া দিতে হইবে। পরিকল্পিত গৃহে স্থানের অপব্যবহার যাহাতে না হয় — ইহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

তৃতীয়ত, নক্সা নির্মাণের সময় স্থানের সদ্যব্যবহার সম্পর্কেও সজাগ থাকিতে হইবে। শয়নকক্ষের চৌকি বা খাট, আলমারি এবং অন্যান্য আসবাবপত্র, বসিবার ঘরের টেবিল-চেয়ার, সোফা, শো-কেস ইত্যাদি, খাইবার ঘরের টেবিল, চেয়ার, রান্নাঘরের উনুন, মিট-সেফ ইত্যাদির সংস্থান কোন্ জায়গায় উপযুক্ত হইবে এবং এইসব দ্রব্যসামগ্রী সম্ভবত কতটুকু স্থান দখল করিতে পারে ইহার একটি খসড়া-হিসাব ও পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়া কামরার নক্সা অঙ্কনে হাত দেওয়া উচিত।

চতুর্থত, নক্সা নির্মাণে বিভিন্ন কক্ষের অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটির প্রতিও মনোযোগী হইতে হইবে। কামরার জানালা-দরজা, বায়ু চলাচলের পথ কত বড় হইবে, বারান্দার রেলিং-এর উচ্চতা কত ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা



বাড়ির নক্সা

নব্বার। প্রতিবেশীদের পাঁচিলের পাশে জানালা রাখা ঠিক নহে : ইহার ফলে বাতাস ও বৈত প্রবেশ করিতে পারে না। পাশাপাশি দুইটি বাড়ির মধ্যবর্তী কিছুটা ছমি উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন। বাড়ির নক্সা অংকনকালে বাড়ির সামনে ফুলের বাগান ও খেলার মাঠ এবং পিছনের দিকে সবজির বাগানের জন্য কিছুটা স্থান রাখার কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। হস্ততপক্ষে জমির এক-তৃতীয়াংশ স্থান ফাঁকা রাখা দরকার। ইহার ফলে আলো-বাতাস চলচলের পথ সুগম হয়।

পঞ্চমত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের পর্দা রক্ষার্থে বস্তবাড়ির চতুর্দিকে পরিমিত উচ্চতা-বিশিষ্ট পাঁচিল দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে পাঁচিলের উচ্চতা খুব বেশি বা খুব অল্প হওয়া উচিত নহে।

ষষ্ঠত, বাড়ির নক্সায় বাহ্যিক সৌন্দর্যবোধ থাকা প্রয়োজন। রান্নাঘর এবং দেওয়ালের পিছনের পানির পাইপ ইত্যাদি এমনভাবে লাগান উচিত যাহাতে বাড়ির প্রবেশপথে সেইগুলি গোচরীভূত না হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও বাড়ির গঠন যেন মনোরম হয় বস্তুকারকে সেইদিকে মনযোগী হইতে হইবে।

সপ্তমত, প্রস্তাবিত গৃহের নক্সায় বাড়ির পারিপার্শ্বিকের উপরও যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। বাড়ির সীমানার মধ্যে অথচ সীমানার প্রান্তদেশে সুন্দরভাবে বিভিন্ন বৃক্ষ রোপণ করিলে বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ঋতু বিশেষে এমন বৃক্ষের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়াও বৃক্ষ রোপণ করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাসভূমির পশ্চিম দিকে উচ্চ বৃক্ষ রোপণ করিলে অপরাহ্নে প্রখর আলো বৃক্ষাদিতে বাধা পায়। ফলে পশ্চিম দিকের ঘরগুলি অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে না।

বাড়ির নক্সা সম্বন্ধে উপরে আমরা যে বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছি তাহা মূলত শহর বা নগরের বাড়ির ক্ষেত্রে বেশিভাবে খাটে। শহরতলী বা পল্লী অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনায় উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছু রদবদল করিয়া নক্সা তৈয়ারি করা উচিত।

শহরতলী বা পল্লীতে জমির প্রাচুর্য থাকায় পরিকল্পিত নক্সায় যথেষ্ট স্থান অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিরিক্ত এই স্থানসমূহে পুকুর, গো-শালা ও বহু রাখার ব্যবস্থা করা যায়। বাড়ির সম্মুখে পুষ্প-উদ্যানের সঙ্গে কিংবা তাহার পরিবর্তে উর্বরতরকারি ও বিভিন্ন সবজি চাষের বন্দোবস্ত করিলে অর্থনৈতিক দিক হইতে অতিরিক্ত স্থানের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। এমন পরিকল্পিত নক্সায় আবর্জনা ফেলার জন্য এবং ময়লা

নিষ্কাশনের জন্য নালানদর্মার সংস্থানও থাকিতে পারে। ইহা ছাড়া পরিকল্পিত গৃহে প্রয়োজন অনুযায়ী ধান, চাল, পেয়াজ, মরিচ ইত্যাদি রাখার গুদামঘর ও হাঁস মুগির ঘরেরও আমরা বন্দোবস্ত করিতে পারি।

### গৃহ-পরিকল্পনার মূল্য নির্ধারণ (Evaluating House Plans)

প্রকৃতি মানুষকে তাহার সমস্ত প্রয়োজন যোগাইয়া দেয় নাই। নিজস্ব বুদ্ধি ও চিন্তার সমন্বয়ে মানুষ প্রকৃতি-প্রদত্ত দানের অভাব পূরণ করিয়া লয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই কথা যেমন খাটে, গৃহ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও বুদ্ধি ও চিন্তার এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গৃহ-পরিকল্পনার মূল্য-নির্ধারণ পরিকল্পনার একটি বিশিষ্ট অংশ। মূল্য-নির্ধারণের জন্য আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে :

- ক. আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, পরিবার যত বড় হইবে সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য গড়ে তত অল্প আয়তন প্রয়োজন।
- খ. প্রতিটি সদস্যের জন্য গৃহে কমপক্ষে সাধারণত ২০০ বর্গফুট (sq. ft.) আয়তন প্রয়োজন। ২৫০ বর্গফুট উত্তম, তবে ৩০০ বর্গফুট অথবা তাহার অধিক আয়তন আরামদায়ক।
- গ. বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের বয়স, কর্মতৎপরতা, উৎসাহ ও শখ এক প্রকার নহে। যে সকল পরিবার তুলনামূলকভাবে শান্ত ও অন্তর্মুখী তাহাদের অপেক্ষা বয়স এবং শখে ভিন্নধর্মী এবং বহির্মুখী (Extrovert) পরিবারের জন্য অধিক স্থানের প্রয়োজন।
- ঘ. সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পাশাপাশি ঘরের ব্যবস্থায়, বাগান ও খেলার মাঠের এলাকা নির্ধারণে ও আসবাবপত্রের যথার্থ সংস্থানে ব্যবহারযোগ্য স্থান ও আয়তন বাড়িয়া যায়।
- ঙ. বড় জানালা, দুই ঘরের মধ্যবর্তী প্রবেশ পথ এবং গৃহের অভ্যন্তরীণ আয়তন ও ব্যবস্থার সহিত বহিরাংশের একটি সমন্বয় থাকিলে দৃশ্যত সম্পূর্ণ গৃহের স্থান ও আয়তন বৃদ্ধি পায়।
- চ. গৃহস্থামী ও পরিবারের সদস্য-সদস্যার মোট আয় ও সঞ্চয়ের উপরও গৃহের আয়তন নির্ভর করে।





### গ. গৃহের বিভিন্ন কক্ষের আয়তন

১. অনেক পরিবার বাড়ির আকার ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে অধিক সংখ্যক ঘর পছন্দ করেন, কিন্তু অনেকে আবার বড় আয়তনবিশিষ্ট অল্প সংখ্যক ঘর ভালো মনে করেন। পরিবারের লোকসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঘরের সংখ্যা ও আয়তন ঠিক করা উচিত।
২. একটি নির্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট কক্ষে, মেঝে এবং দেওয়ালের রং বা কারুকর্ম, ছাদের উচ্চতা, দরজার আকার এবং অবস্থানের তারতম্যে আপাতদৃষ্টিতে কক্ষের আকার ও আয়তনের পার্থক্য অনুভূত হয়।

### ঘ. সৌন্দর্য বিকাশে ঘরের আকার

১. ইংরেজি 'এল' (L) আকর—এর মত বাড়ি সব চাইতে উত্তম।
২. গোলাকার, লম্বাটে এবং বিভিন্ন আকারের ঘর বৈচিত্র্য এবং উত্তেজনা আনে।
৩. চারিকোণা ঘরে আসবাব স্থাপন কষ্টসাপেক্ষ।
৪. আয়তক্ষেত্রের আকারের ঘর উত্তম। এইরূপ ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১ : ১.২ হইতে ১ : ১.৭ হইলে ভালো হয়। আয়তক্ষেত্রের আকার ৫×৮ ফুট, ১০×১২ ফুট বা ১২×১৮ ফুট হইতে পারে।
৫. বিভিন্ন কক্ষের বিভিন্ন আকার নিজস্ব কর্ম সম্পাদন করিতে যেন সক্ষম হয়, ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

### ঙ. আসবাব সংস্থাপন

১. চলাফেরা এবং আসবাব সংস্থাপনের জন্য মেঝের আয়তন পর্যাপ্ত হইতে হইবে।
২. ঘরের দেওয়াল বড় হওয়া উচিত। ইহাতে দেওয়াল ঘেষিয়া বড় আসবাব, যেমন খাট, সোফা, আলমারি ইত্যাদি স্থাপন করিলে সুন্দর দেখায়।
৩. চলাচলের পথ বন্ধ না করিয়া ঘরে বিভিন্ন আসবাব বিভিন্ন স্থানে মানানসইভাবে স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

### চ. প্রয়োজনবোধে গৃহের পরিবর্তন

১. প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যতে গৃহের আয়তন ও পরিধি বৃদ্ধি করিবার জন্য পূর্ব হইতে কিছু স্থান নির্ধারণ করিয়া রাখা বুদ্ধিসম্মত।
২. গৃহের অভ্যন্তরে বড় কক্ষে হার্ড-বোর্ডের পাটিশন বা পর্দা থাকিলে ইচ্ছানুযায়ী ঘরের আয়তন কম-বেশি করা যায়। ইহা ছাড়া স্লাইডিং অথবা ফোল্ডিং দরজা থাকিলেও ঘরের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে পারে।

### ৬. গৃহ-পরিবেশের সৌন্দর্য

গৃহ-নির্মাণে ভারসাম্য, ছন্দ, বর্ণ, আকর্ষণ ইত্যাদির বিভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণ করিলে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ভারসাম্য, ছন্দ, বর্ণ, আকর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শেষভাগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

### ৭. পরিবেশের সঙ্গে গৃহের সমন্বয় (Orientation)

পরিবেশের সহিত গৃহের একটি বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। পরিবেশের সঙ্গে গৃহের এই সম্পর্কে ইংরেজিতে 'Orientation' বলা হইয়াছে। পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য সামগ্রিকভাবে গৃহের আকার, আয়তন, অভ্যন্তরীণ পথ, রাস্তার দূরত্ব, পানি, আলো ইত্যাদির প্রাচুর্য ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জানালা, দরজার অবস্থান, বায়ু সঞ্চালন পথ (Cross ventilation) ও আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কেও সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে উচিত।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাদের স্মরণ রাখা দরকার :

১. দক্ষিণ-পূর্বমুখী গৃহ উত্তম।
২. রান্নাঘরে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশ করা উচিত।
৩. শয়নকক্ষ দক্ষিণ দিকে এবং নির্জনস্থানে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৪. গোসলখানার পর্দা রক্ষার জন্য উচ্চ জানালা হইলে ভাল হয়।
৫. রাস্তা এবং বাড়ির প্রবেশপথের নিকট গ্যারেজ থাকিতে হইবে।

### ৮. পরিবেশভেদে গৃহের অবস্থান

জমির আয়তন এবং আকারের উপর গৃহের অবস্থান নির্ভর করে। রাস্তার দূরত্ব এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপসর্গও গৃহের অবস্থান নির্ণয়কালে বিবেচনা করা উচিত।

১. রাস্তার নিকটে জমি ক্রয় করিলে গৃহের অবস্থান জমির শেষ প্রান্তে অর্থাৎ রাস্তা হইতে দূরে করিতে হইবে।
২. জমির পরিমাণ বেশি হইলে জমির একপাশে বাড়ি নির্মাণ করিয়া অপর পাশে ভিন্ন বাড়ি করিবার পরিকল্পনা পরে গ্রহণ করা যাইতে পারে।
৩. গৃহের অবস্থান যে দক্ষিণমুখী হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আশেপাশে নদী বা লেক থাকিলে সেই দিকে গৃহের সম্মুখ রাখা বাঞ্ছনীয়।

### ৯. যুগধর্মী গৃহ-পরিবেশ

গৃহ-পরিবেশ পরিবর্তনশীল। যুগের সহিত আমাদের খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে। অতীতের রুচি ও চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-কাঠামোতেও অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।



১. পূর্বের ছোট ও সরু বারান্দার পরিবর্তে বর্তমানে প্রশস্ত বারান্দার ব্যবহার দেখা যায়।
২. বর্তমানকালের গৃহে বসিবার ঘরে প্রবেশের জন্য ভিন্ন প্রবেশপথ থাকে।
৩. বাড়ি দোতলা বা তেতলা হইলে দোতলায় এবং তেতলায় উঠিবার প্রবেশপথ বর্তমানে ভিন্ন রাখা হয়। ইহাতে নিচের তালার লোকদের কোনো অসুবিধা পোহাইতে হয় না।
৪. আধুনিক গৃহে প্রতিটি কক্ষের প্রবেশপথ ভিন্ন।
৫. বর্তমানে শহরের অনেক বাড়িতেই গাড়ি থাকে। সেইজন্য গ্যারেজ ও গাড়ি-বারান্দার বন্দোবস্ত করিতে হয়।
৬. কাজের লোকদের জন্য ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থাও বর্তমানে আধুনিক বাড়ির পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত, যাহা আগে ছিল না।

**স্বচ্ছন্দ বসবাসের জন্য স্থান-পরিকল্পনা (Planning space for comfortable living)**

স্বচ্ছন্দে বসবাসের জন্য গৃহের ব্যবহারোপযোগী স্থান-পরিকল্পনার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। সব বাড়িতেই শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, রান্না ঘর, খাইবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, গোসলখানা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। ইহা ছাড়া কাজের লোকদের জন্য ভিন্ন কামরা, গ্যারেজ এবং গাড়ি-বারান্দার বন্দোবস্তও অনেক বাড়িতে আছে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কক্ষ যেন নজরায় সুষ্ঠুভাবে স্থান পায়, সেইদিকে খেয়াল রাখা দরকার।

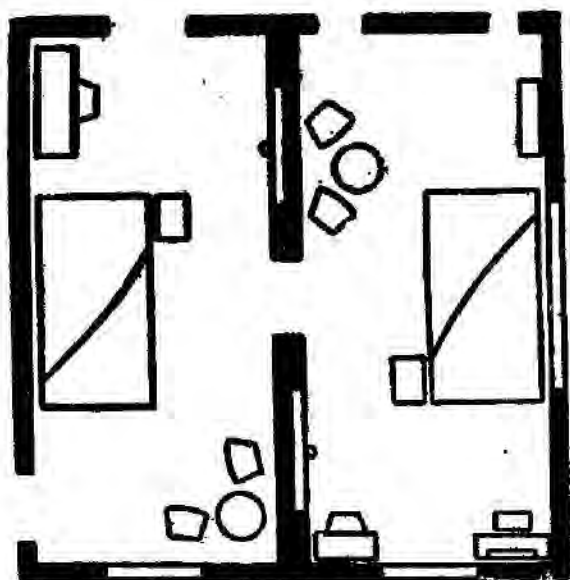
গৃহের প্রতিটি কক্ষই প্রয়োজনীয় এবং বিভিন্ন কক্ষের প্রয়োজনীয়তাও ভিন্ন। তাই প্রতিটি কক্ষ যাহাতে ব্যবহারোপযোগী হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ পরিকল্পনা করা উচিত। শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, খাইবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি সব রকমের ঘর-পরিকল্পনায়ই প্রাসঙ্গিক সব বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিত।

### শয়নকক্ষ

শয়নকক্ষের অবস্থান দক্ষিণ দিকে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস বহে এবং শীতকালে সূর্যের আলো পূর্ব দিক হইতে আসিয়া শয়নকক্ষকে উত্তপ্ত করে। শয়নকক্ষের জানালাগুলি আকারে বড় হওয়া উচিত এবং শয়নকক্ষে যথেষ্ট বায়ু চলাচল পথ রাখা প্রয়োজন। শয়নকক্ষে যাহাতে প্রচুর আলোবাতাস প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

শয়নকক্ষ গৃহের এক কোনায় করিতে হইবে। যাহাতে কোলাহলময় স্থান হইতে কক্ষটি দূরে থাকে। বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে চলাচলের সময় শয়নকক্ষ ভেদ করিয়া যাহাতে অন্যান্য ঘরে না যাইতে হয় সেইদিকে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার, কেননা শয়নকক্ষের নিজস্বতা এবং নির্জনতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ সাধারণত ৬০ বা ৬৫ বর্গফুট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। শয়নকক্ষের আয়তন নির্ধারণে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তাহা ছাড়া শয়নকক্ষের দেওয়াল পুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে কক্ষের বাহিরে অন্য কোনো প্রাচীর বা দেওয়াল না থাকিলেও রৌদ্রের উত্তাপ অনেক কম লাগে। একইভাবে শয়নকক্ষের ছাদও যত উঁচু হইবে ঘর তত ঠাণ্ডা থাকিবে।

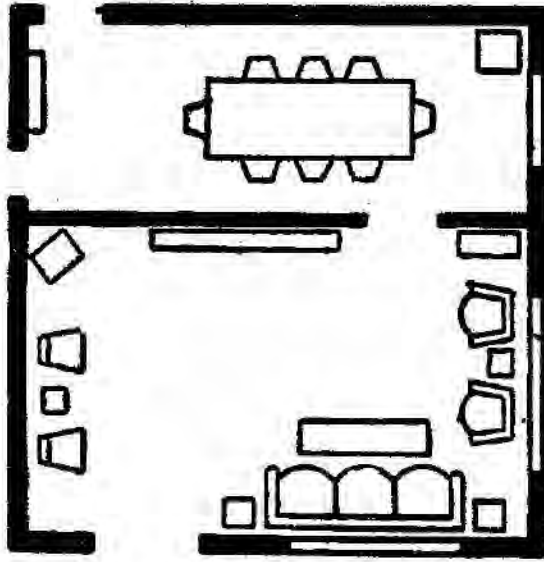


শয়নকক্ষ

স্থান সঙ্কুলানের জন্য শয়নকক্ষে কাঠের বা স্টীলের আলমারি না রাখিয়া গৃহ-পরিকল্পনার সময়ই দেওয়াল-আলমারির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাহ্যিক সৌন্দর্য রক্ষার্থে আলমারির কাঠ যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়া থাকে সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

### বৈঠকখানা এবং ভোজনকক্ষ

বৈঠকখানা এবং ভোজনকক্ষ প্রত্যেক বাড়িতেই থাকে। এই ঘরগুলির জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা করা যায়। কোনো কোন বাড়িতে বসা ও খাওয়ার জন্য দুইটি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা থাকে। আবার কোনো বাড়িতে একই ঘর বসা ও খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। আজকাল শহরের বাড়িতে সাধারণত বৈঠকখানার নিকট খাওয়ার ঘর থাকে। একই ঘরে বসা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে স্থান সঙ্কুলান হয়। অতিথিদের জন্য এইরূপ ঘরই শ্রেয়। একই ঘর বিভিন্ন প্রকারে বসা ও খাওয়া দুই কাজের জন্যই ব্যবহার করা যাইতে পারে।



বৈঠকখানা এবং ভোজনকক্ষ

একই ঘরে পার্টিশন দিয়া বসার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। অন্যভাবে পার্টিশনের পরিবর্তে কামরায় মধ্যবর্তী স্থানের একপাশে এক-তৃতীয়াংশ স্থান দেওয়াল তুলিয়া ঢাকিয়া দিলে সেই স্থানে বই রাখার তাক কিম্বা ঘর সাজাইবার তাকের ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে একদিকে ঘরের শোভা যেমন বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে বসিবার এবং খাইবার ঘরও আপনা-আপনি পৃথক হইয়া পড়ে।

এই ঘরের উভয় অংশের জানালা আকারে বড় হইতে হইবে। কারণ প্রচুর আলো-বাতাস এই ঘরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। বৈঠকখানার প্রবেশপথ স্বতন্ত্র হইলে অতিথি বা

অন্যতম গৃহের অন্য সদস্য-সদস্যের বিরক্তি সৃষ্টি না করিয়াই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে পারে।

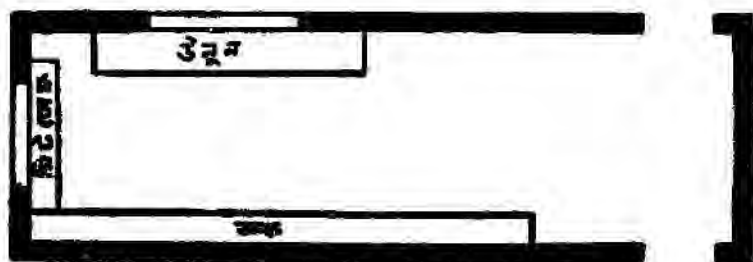
বৈঠকখানার কোন্ দিকে সোফা, চেয়ার, টেলিভিশন, রেডিও এবং অন্য আসবাবপত্র রাখা যায় এবং খাওয়ার ঘরের কোন্ দিকে টেবিল, চেয়ার, রেফ্রিজারেটর এবং পার্শ্ব-ছলমারি রাখিতে হইবে, এইসব পরিকল্পনা গৃহ-পরিকল্পনাকালেই করিয়া রাখা উচিত।

### রান্নাঘর

আমাদের দেশে সাধারণ গৃহিণীদের বেশিরভাগ সময়ই রান্নাঘরে কাটে। ইহা ছাড়া বনান্নাঘরে পরিবারের খাদ্য প্রস্তুত করা হয় বলিয়া রান্নাঘরের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে শয়নকক্ষের পরেই সেইজন্য বনান্নাঘরের স্থান। রান্নাঘরের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আজকাল আধুনিক বাড়িতে বিভিন্ন ডিজাইনের রান্নাঘরের বন্দোবস্ত করা হয়।

রান্নাঘর এমন দিকে করিতে হইবে যেইদিক হইতে বাতাস অল্প বহে। দক্ষিণ দিকে নর্থবর্ত বৈশি বাতাস বহে বলিয়া সেই দিকে রান্নাঘর না করাই ভাল।

ধোয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য রান্নাঘরের ছাদে চিমনির ব্যবস্থা রাখা দরকার— ইহর ফলে গৃহিণী বা বাবুচির অযথা অসুবিধা পোহাইতে হয় না এবং ঘরের দেওয়ালও ঝড়োতে কালো হইয়া উঠিতে পারে না।



রান্নাঘর

রান্নাঘরে আলো, বাতাস ও সূর্যরশ্মি প্রবেশের জন্য জানালা রাখিতে হইবে। তবে মাছি, পোকা-মাকড় যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে সেইজন্য রান্নাঘরের দরজা জানালায় মিহি জালের আবরণ ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। অনেক আধুনিক বাড়িতে রান্নাঘরে তাই জালের দরজাসহ দুইটি দরজা এবং প্রতিটি জানালায় জালের আবরণ থাকে। তবে দরজা-জানালার সংখ্যা অধিক না হওয়া ভাল, কারণ ইহাতে দেওয়ালের স্থানগুলি কাজে লাগান যায়।

মশলা, বাসন, হাঁড়ি ইত্যাদি সমস্ত তুলিয়া রাখিবার জন্য রান্নাঘরে একটি দেওয়াল-আলামারি কিংবা “মিটসেফের” ব্যবস্থা করিতে হইবে।

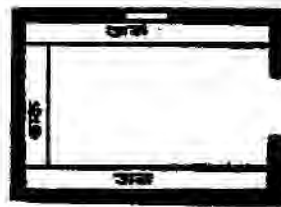
— রান্নাঘরে পানির প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। সেইজন্য পানি সংরক্ষণের পাত্র, কল এবং পানি নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

উনুন রাখার স্থানও পূর্ব হইতে পরিকল্পনা করিয়া রাখা উচিত।

ছান পঙ্কুণানের জন্য রান্নাঘরের এক কোণায় খাবারের ব্যবস্থাও করা যায়। তবে আলো-বাতাসের জন্য যতটা সম্ভব জানালার কাছে যাহাতে খাবারের স্থানটি ঠিক করা হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ‘ইউ’ (U) ‘এল’ (L) আকারের আয়তন বিশিষ্ট রান্নাঘরই শ্রেয়।

### ভাঁড়ার ঘর

রান্নাঘরের সন্নিকটে ভাঁড়ার ঘর থাকিলে নিঃসন্দেহে কাজেব সুবিধা হয়। ভাঁড়ার ঘরে তাকের ব্যবস্থা থাকিলে ঐ স্থানে টিন, হাঁড়ি, বোতল ইত্যাদি তুলিয়া রাখা যায়।



ভাঁড়ার ঘর



ভাঁড়ার ঘরে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা রাখা দরকার। তবে জানালা-দরজার আকার বড় না হইলেও কোনো ক্ষতি নাই; বরং জানালা দরজা বেশি বড় হইলে ভাঁড়ার ঘরের ব্যবহারোপযোগী স্থান সঙ্কুচিত হইয়া পাবে।

### গোসলখানা এবং পায়খানা

শহরের বাড়িতে গোসলখানা এবং পায়খানার ব্যবস্থা সাধারণত একই কামরায় থাকে। ইহাতে স্থান সঞ্চুলান সম্ভব হয়। বাড়িতে শয়নঘর-সংলগ্ন গোসলখানা এবং পায়খানার ব্যবস্থা থাকা ভাল। একটি বাসগৃহে একের অধিক গোসলখানার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। হাতমুখ ধুইবার জন্য গোসলখানায় জলাধার বা বেসিন (Basin) থাকিলে ভাল হয়। বেসিনের অল্প উপরে তাকের বন্দোবস্ত করিয়া গোসলখানার জন্য নিত্যব্যবহার্য সাবান, টুথপেস্ট, ব্রাশ, তেল ইত্যাদি রাখা যায়। বেসিন ছাড়াও শহরের অনেক বাড়ির গোসলখানায় বাথটার, শাওয়ার ও কমোডের বন্দোবস্ত থাকে।

গোসলখানায় যাহাতে পানি জমিয়া না থাকে তাহার জন্য সুস্থ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গোসলখানার মেঝে যাহাতে পরিমিত আকারে হয় উহাও লক্ষণীয় বিষয়। গোসলখানায় আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা রাখা দরকার। গোসলখানার আকার অন্য ঘরের অনুপাতে ছোট বলিয়া জানালার আকার ছোট হইলেও চলিবে। গোসলখানার জানালার অবস্থান এমনভাবে উপরে হওয়া উচিত যাহাতে জানালার পর্দা লাগাইবার পর গোসলখানার ভিতর বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়।

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত অনেক পরিবার আধুনিক কায়দায় একই কামরায় গোসলখানা ও পায়খানার বন্দোবস্ত করিতে পারে না। এই সমস্ত পরিবারের বাড়িতে পায়খানা স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এমন স্বতন্ত্র পায়খানা মূল গৃহের চতুর্দিকার মধ্যে মূল গৃহ হইতে, বিশেষ করিয়া রান্নাঘর এবং খাইবার ঘর হইতে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। যেহেতু এমন পায়খানায় আধুনিক কমোড ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে না। সেইজন্য এমন পায়খানা নির্মাণ করিলে প্রত্যহ সেইগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মেথরের ব্যবস্থা করা উচিত।

### কাজের লোকদের থাকার ব্যবস্থা

বাড়ির এক কোণায় জমির খালি অংশে কাজের লোকদের থাকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যদি স্থানের অভাব না হয় এবং বাড়িটি একতলা হয় তাহা হইলে একতলার কোণায় একটি ঘরেও চাকরদের থাকার ব্যবস্থা করা যায়। ইহা ছাড়া বাড়িতে গ্যারেজ বন্ধিলে উহার উপরের তালয় স্থান অনুপাতে লোকদের থাকার ও পায়খানার ব্যবস্থা করা যায়।

### অতিথিদের থাকার কামরা

আমাদের দেশে পারিবারিক আকর্ষণ পাশ্চাত্য দেশ হইতে অধিক হওয়ায় প্রায়ই প্রত্যেক বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের আগমন ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ও অতিথিদের জন্য গৃহে পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করিতে হয়।

অতিথিদের থাকার কামরা অন্যান্য শয়নকক্ষের মতই হইবে। ইহার সংলগ্ন একটি গোসলখানা এবং পায়খানা রাখিতেই হইবে। তাহা হইলে অতিথিকে কোনো ঝামেলা পোহাইতে হয় না।

অতিথি-ঘরের একটি বিশিষ্টতা, বাহিরের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ। অতিথির যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারেন তাহার জন্য অতিথি-ঘর বৈঠকখানার পাশে হইতে হইবে এবং তাহার প্রবেশপথ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত।

### উদ্যান

উদ্যানের মাধ্যমে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। গৃহের সম্মুখভাগে ফুলের বাগান এবং খেলাধুলা ও চলাফেরার জন্য সবুজ উদ্যান থাকিলে বাড়িটি মনোরম দেখায়। গৃহের পিছনের অংশের তরিতরকারির জন্য কিছু জমি থাকিলে সংসারে আর্থিক আয় হয়।



বাড়ির সম্মুখভাগে উদ্যান

বাড়িতে বাগানের বন্দোবস্ত রাখিলে গৃহে আলো-বাতাস অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। উদ্যানের পশ্চিম দিকে বড় বড় বৃক্ষ রোপণ করিলে সূর্যের তাপ হইতেও কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়।

গৃহ-পরিকল্পনাকালে উদ্যানের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে গৃহিণী এবং গৃহস্বামীর মার্জিত কচিবও পরিচয় পাওয়া যায়।

### ব্যবহারিক ও পর্যাপ্ত সংস্থান (Functional and adequate storage)

উপযুক্ত সংস্থানের উপর গৃহের সৌন্দর্য অনেকাংশে নির্ভর করে। আসবাব এবং অন্যান্য সামগ্রীর সংস্থান গৃহ-পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান প্রয়োজনীয়তা। আসবাবের বাস্তব্য বৃদ্ধি করিয়া ঘরের আয়তন সংকোচন না করাই শ্রেয়, বিশেষ করিয়া ছোট ঘরে। একান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবের সংস্থানই প্রথমে বলা উচিত। উহার পর অন্যান্য আসবাবপত্র সজাইয়া রাখা যায়। এই ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, আসবাবের সংখ্যা কমাইয়া ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করিলে ঘরের অভ্যন্তরে চলাফেরা করা সহজ হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত দেওয়ালের অভ্যন্তরে যদি আলমারি, দেবাজ ও জিনিসপত্র রাখিবার জন্য ডাক এবং সিঁদুকের (chest) ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে মেঝের আয়তন অনায়াসেই অনেক বৃদ্ধি পায়।

আসবাব বা বিভিন্ন সামগ্রী সংস্থানের সময় নিচের তিনটি মূল প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

প্রথমত, কি কি জিনিস মেঝের সীমিত আয়তনে সংস্থান করা হইবে। এই প্রসঙ্গে আসবাবপত্রের সংখ্যা ও প্রকারভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, আসবাবপত্র মেঝের কোন কোন স্থানে রাখা হইবে।

তৃতীয়ত, আসবাবপত্র কি পদ্ধতিতে সাজানো হইলে কক্ষের আয়তন অথবা হ্রাস পাইয়া চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটিবে না, অথচ কক্ষের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইবে।

আসবাব সংস্থানকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

- ক. বিভিন্ন কক্ষের জন্য পছন্দ করা আসবাব সহজলভ্য কিনা ;
- খ. আসবাব সংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘরের মেঝের সদব্যবহার হইতেছে কিনা ;
- গ. আসবাবগুলি আয়সাপেক্ষ কিনা ; এবং
- ঘ. আসবাবগুলি একাধিক কাজে ব্যবহারোপযোগী কিনা।

কুচি ও প্রয়োজনীয়তার তারতম্যের জন্য বিভিন্ন পরিবারের আসবাবপত্র বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গঠনের হইবে ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত নুইটি পরিবারের মধ্যে জিনিসপত্র সংস্থানের ব্যাপারেও মতভেদ থাকিতে পারে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কুচি, পছন্দ ও প্রয়োজনীয়তারও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে এবং নওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে একযুগ আগে একটি পরিবারে যে আসবাবপত্রের সংস্থান হইত, একযুগ পরে একই পরিবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ও গঠনের আসবাবপত্র ব্যবহৃত হইতে পারে। ভাল আসবাবপত্রের একটি বিশেষ গুণ, সেইগুলি সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন

পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের অনেকটা খাপ খাওয়ানিতে পারে। কাজের সুবিধার্থে এবং ব্যয়-সঙ্কোচনের জন্য ব্যবহারিক জিনিসপত্র এমনভাবে নির্মাণ করা উচিত যাহাতে সময়, অর্থ, পছন্দ এবং ব্যবহারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি অচল ও বাতুল্য না হইয়া পড়ে। এমন আসবাবপত্র একটি একক পরিবারে (Individual family) যত সহজে পছন্দ ও ব্যবহার করা যায়, যুক্ত পরিবারে (Joint family) তত সহজে পছন্দ ও ব্যবহার করা যায় না। আসবাবপত্র বিচারে ও সংস্থানে এই কথাটি মনে রাখা উচিত।

সংস্থানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথমে একান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বাছিয়া সেইগুলির সংস্থানের আয়োজন করিতে হইবে। স্থানের অপচয় দূরীকরণার্থে গৃহিণীকে দুইটি বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকা উচিত — প্রথমত, আসবাবটি কোন কাজে ব্যবহৃত হইতেছে এবং দ্বিতীয়ত, ঘরের কোন স্থানে আসবাবটির সংস্থান করিলে আসবাবটি সহজে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

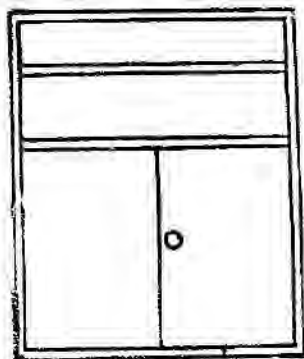
### সংস্থানের একক (Storage units)

জিনিসপত্র রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তাক, ড্রয়ার, শেলফ ইত্যাদির আয়তন এবং আকার এমন হইতে হইবে যাহাতে তাহাদের সংস্থানের পরও বিভিন্ন স্থান ও মেঝে যথাসম্ভব প্রশস্ত ও খোলা মনে হয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, "Easy to see, easy to reach and easy to grasp" এই প্রসঙ্গে কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। সংরক্ষিত জিনিস যাহাতে সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, উহার নাগাল যেন সহজে পাওয়া যায় এবং উহা যেন সহজলভ্য হয়, সেইদিকে গৃহিণীর সজাগ দৃষ্টি থাকিতে হইবে।

জিনিসপত্র রাখার তাক, ড্রয়ার, শেলফ ইত্যাদি সুবিধানুযায়ী অগভীর হইলে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি সহজেই হাতের নাগালে পাওয়া যায়। জিনিসপত্র রাখার পরেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সেইগুলি যে স্থানে রাখা হইল সেইস্থানের সম্মুখের কিংবা উপরের দিকে কিঞ্চিৎ স্থান মুক্ত আছে কি না। ইহার ফলে জিনিসপত্র হাতের কাছে পাইতে সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া রাখিবার বা বাহির করিবার জন্য জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিতে অযথা কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয় না।

## শাক (Shelves)

পরিবারবিশেষে আসবাব এবং জিনিসপত্রের প্রভেদ হইলেও এমন অনেক দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যেক পরিবারেই থাকে যেইগুলি ঘন ঘন নানা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত জিনিসপত্র সংস্থানের জন্য তাকের ব্যবহার করা যাইতে পারে।



দুই পাল্লা বিশিষ্ট দরজাসহ তাকের ছবি

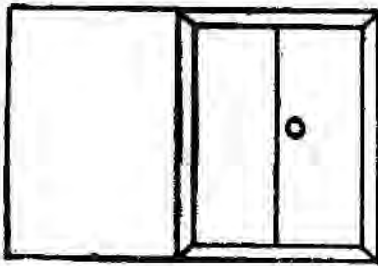
বিভিন্ন আকারের, যেমন ছোট, লম্বা, মাঝারি ধরনের দ্রব্যাদি তাকের উপরে রাখা যায়। উপরের এবং নিচের এই দুইটি তাকের উচ্চতার প্রতি খেয়াল রাখিতে হইবে কারণ যে জিনিস তাকে রাখা হইবে উহার উচ্চতা তাকের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। উচ্চতার মত, রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রবেশের দিকেও লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত প্রস্থবিশিষ্ট তাকের উপরে ঐ সকল দ্রব্যাদি রাখিতে হইবে।

সহজে দ্রব্যাদি হাতের নাগালে পাইতে হইলে তাকের সম্মুখভাগে দরজা রাখিতে হইবে। ইহার জন্য এক বা দুইপাল্লা বিশিষ্ট দরজা রাখা বাঞ্ছনীয়।

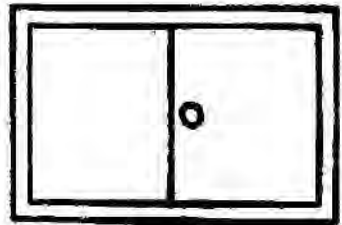
## দেওয়ালে সংস্থানের ব্যবস্থা

গৃহের পরিকল্পনাকালে আজকাল বিভিন্ন বাড়িতে নানাজাতের ক্লজেটে (closet) বা অভ্যন্তরীণ স্থান পরিকল্পনা করিয়া দেওয়ালের অভ্যন্তরেও জিনিসপত্র ও পোশাক-আশাক রাখা হয়।

একই দেওয়ালে পাশাপাশি দুইটি আলমারির ব্যবস্থা করা যায়। দুই কামরার মধ্যবর্তী দেওয়ালের অংশটি এইরূপ দেওয়াল-আলমারির কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে।



মধ্যবর্তী দেয়ালের সম্মুখের ঘরে ডান দিকে দেওয়াল-আলমারি এবং পিছনের ঘরে বাম দিকে দেওয়াল-আলমারি



মধ্যবর্তী দেওয়ালের সম্মুখের ঘরের দেওয়াল আলমারি এবং পিছনের ঘরে এ দেওয়ালেই এইরূপ আলমারি রাখাচ্ছে

মধ্যবর্তী দেওয়ালের উভয় দিকেই দেওয়াল-আলমারি হইবে, যাহাতে দেওয়ালের উভয় দিকের ঘরেই একটি করিয়া দেওয়াল-আলমারি থাকে। দেওয়াল সংলগ্ন এমন আলমারি দুইটির গভীরতা সমান হওয়া উচিত। ইহাদের একটির মুখ ডানদিকে ও অপরাটি বাম দিকে হইবে।

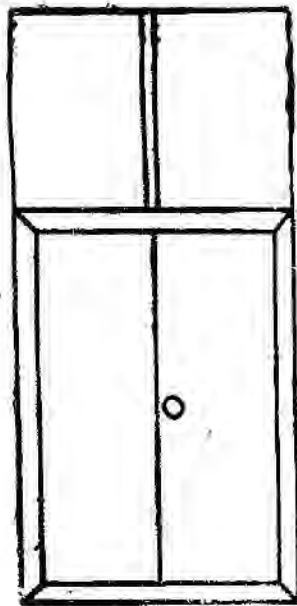
ইহা ছাড়া মধ্যবর্তী দেওয়ালের উভয় দিকেও দুইটি আলমারি করা যায়। তবে এমন আলমারির গভীরতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম হইবে।

দেওয়ালের একই অংশ দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুই প্রকার কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে নিচের অংশ আলমারিরূপে এবং উপরের অংশ ছোট কোটরের মত ব্যবহার করা যায়। নিচের আলমারিতে দৈনন্দিন কাজের ব্যবহারিক জিনিসপত্র রাখা যায়। যে দ্রব্যসামগ্রী সর্বদা দৈনন্দিন প্রয়োজনে আসে না, সেইগুলি আমরা আলমারির উপর কোটরে রাখিতে পারি। যেমন ঐ ছোট কোটরে শীতের শেষে গরমের সময় লেপ-তোষক উঠাইয়া রাখা যায় অথবা অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত বৃহদাকার ডেক্টি-খালা আলমারির উপরের কোটরে সযত্নে রাখা করা যায়।

উপরোক্ত বিভিন্ন উপায়ে দেওয়ালে জিনিসপত্রের সংস্থান করিলে প্রথমত স্থান-সঙ্কুলান সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয়ত আসবাবপত্র ক্রয়ের অর্থ ব্যয় হইতে কিছুটা অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

### পুস্তকাদির সংস্থান

বই পুস্তক রাখার জন্য আমরা সাধারণত শেল্ফ, দেওয়াল-আলমারি, কাঠের আলমারি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি।



একই দেওয়ালের উপরের অংশে কোটর এবং নিচের অংশে আলমারি

বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা নানা আকারের হইতে পারে। শেলফের আকার এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহার মধ্যে বিভিন্ন সাইজের বইয়ের সংস্থান হয়। বৃহত্তম আকারের



পুস্তক রাখার শেলফ

পুস্তকও যাহাতে শেলফে রাখা যায় তাহার জন্য শেলফের গভীরতা বারো ইঞ্চি (১২") হওয়া উচিত। অন্য শেলফে কিংবা শেলফের এক অংশে সাপ্তাহিক, মাসিক ও অন্য নানা

প্রকারের ম্যাগাজিনও রাখা যাইতে পারে। এইক্ষেত্রে অন্য শেলফের বা শেলফের ব্যবহৃত অংশের গভীরতা কমপক্ষে চব্বিশ ইঞ্চি (২৪") হওয়া প্রয়োজন। শেলফে রাখা বইপত্র যাহাতে সহজেই নাড়াচাড়া করা যায় তাহার জন্য শেলফের প্রত্যেক তাকের উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যাহাতে বই রাখিবার পরেও উপরের প্রান্তে  $\frac{9}{8}$  ইঞ্চি অথবা ১ ইঞ্চি জায়গা থাকে।

### বাসনপত্রের সংস্থান

পরিবারের নিত্য ব্যবহার্য বাসন-কোসন, ঘটি-বাটি, চামচ-পেয়ালা ইত্যাদি রাখার জন্য সংস্থানের প্রয়োজন। এইসব জিনিসপত্রের প্রয়োজন ঘন ঘন দেখা দেয় বলিয়া ইহাদের এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজন মত ব্যবহারের জন্য বাহির করিতে ও পরে উঠাইয়া রাখিতে বিশেষ অসুবিধা না হয়। রান্নাঘর, খাইবার ঘর বা ভাঁড়ার ঘরে তাক বা জালির ছোট আলমারি (Meat safe) এমন সংস্থানের কাজ করিতে পারে। পারিবারিক বা অন্য বিভিন্ন উপলক্ষেই যে সমস্ত বাসনপত্র কেবল ব্যবহৃত হয়, সেইগুলি তাক বা মিটশেফে না রাখিয়া অন্য কোনো সংস্থানে, যেমন, কাচের বা কাঠের আলমারিতে তুলিয়া রাখা যায়। খাবার ঘরে সব রকমের বাসন-কোসন রাখা রুচিসম্মত নহে। সেইজন্য অধিকাংশ বাসনপত্র ভাঁড়ার বা রান্নাঘরের তাকে বা মিটশেফে রাখা ভাল।

## আলোর ব্যবস্থা এবং বায়ু চলাচল (Lighting and Ventilation)

### গৃহে আলো চলাচলের প্রয়োজনীয়তা এবং উপায়

গৃহের প্রতিটি কামরায় যাহাতে যথাযথ আলো প্রবেশ করিতে পারে, সেইদিকে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে ঘরের আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

আমরা প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম এই দুইভাবে আলো পাইয়া থাকি। প্রাকৃতিক উপায়ে একমাত্র সূর্যের আলোই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার অভাবে পোকামাকড় ও মশা-মাছির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায় এবং ঘর স্ন্যাতসৈতে থাকে। ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে :

সূর্যকিরণ প্রতিটি কামরায় যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইহাতে ঘরগুলি আলোকিত হয়। সূর্যের আলো স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ; কারণ, ইহার আলোতে এক প্রকার রশ্মি আছে, যাহাতে রঙ্গোত্তর রশ্মি বা Ultraviolet Ray বলে। এই রঙ্গোত্তর রশ্মি মানুষের হাড়ের বৃদ্ধি সাধন করে, এবং হাড়কে শক্ত



করিতে সাহায্য করে। সূর্যের আলোতে খাদ্য-প্রাণ 'ডি' বর্তমান। খাদ্য-প্রাণ 'ডি' অস্থি গঠনে সহায়তা করে।

সূর্যের আলো ভূমির সঁগাতসেঁতেভাব দূরীভূত করিয়া ইহাকে শুষ্ক রাখে। ফলে বহুতে দুর্গন্ধ উৎপত্তি ও প্রসারণাভ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, শুষ্ক স্থানে রোগ-জীবাণু সহজে বিস্তারলাভ করিতে পারে না।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সূর্যের আলো বিশেষ প্রয়োজন। সূর্যের আলো সকল কার্যক্ষমতার উৎস। ইহা দেহকে সুঠাম, কর্মঠ এবং মনকে প্রফুল্ল রাখে। সূর্যের আলো নানা রকম ব্যাধি ও রোগজীবাণুর হাত হইতেও আমাদিগকে রক্ষা করে।

প্রাকৃতিক উপায়ে সূর্যের আলোর সাহায্যে কেবল দিনেই বাড়িতে আলোর ব্যবস্থা করিল যায়। রাত্রিতে ঘরকে আলোকিত করিতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে আলোর ব্যবস্থা করিতে হয়। মোমবাতি, হ্যারিকেন ও বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে বাড়িকে আলোকিত করিয়া তোলা যায়। প্রত্যেক শহরেই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। বৈদ্যুতিক বাতি হ্যারিকেন হইতে ভাল। বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকিলে বাড়িতে হ্যারিকেনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক বাতিই ব্যবহার করা উচিত। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন বাতি অত্যধিক কিংবা অতি অল্প পাওয়ারের না হয়। এই উভয় প্রকারের বাতিই চোখের জন্য ভাল নহে। বৈদ্যুতিক আলোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বা সুইচের সংস্থান দরজার নিকট করিলে বাতি সহজে জ্বালানো বা নিভানো যায়। কোন কক্ষে কত পাওয়ারের কয়টি বাতির প্রয়োজন তাহা ঘরের আয়তন ও আকারের উপর নির্ভর করে। অনেকে সাবধানতার কারণে কিংবা অভ্যাসবশত অন্ধকার ঘরে ঘুমাইতে পারেন না। শয়নকক্ষে অল্প পাওয়ারের সাধারণত ৫ বা ২ ওয়াটের নীল অথবা সবুজ রঙের বাতি ব্যবহার করিলে নিশ্চিন্ত অন্ধকার এড়ানো যায়। অল্প পাওয়ারের নীল বা সবুজ বাতি স্বচ্ছন্দ নিত্রার পথে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

শহরতলী কিংবা পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণত এমন স্থানে কেরোসিনের হ্যারিকেনই ব্যবহার করিতে হয়। হ্যারিকেন জ্বালাইয়া পড়াশুনা বা কোনো কাজ করিলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে হ্যারিকেনটির অবস্থান যেন যথাযথ দূরত্বে হয়। পরিমিত আলোর অভাবে বা আধিক্যে চোখের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা দূরীভূত করার জন্যই এমন সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাহা ছাড়া হ্যারিকেন হইতে যাহাতে অযথা ধোঁয়া বাহির হইয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ না হইয়া দাঁড়ায় তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রাত্রে শুইবার সময় হ্যারিকেন নিভাইয়া রাখাই শ্রেয়। কারণ, বন্ধ ঘরে হ্যারিকেন জ্বালাইয়া রাখিলে ঘরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উৎপত্তি হয়। বায়ুতে বর্তমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে।

বৈদ্যুতিক বাতি ঘরে লাগাইবার পর ইহা স্থানান্তর করা যায় না। বৈদ্যুতিক টেবিল-ল্যাম্প অবশ্য কিছুটা নাড়াচাড়া করা যায়। বাতি নাড়াচাড়ার প্রয়োজন থাকিলে ঘরে হ্যারিকেন রাখাই উত্তম। হ্যারিকেনের সুবিধা এই যে, ইহা বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। আজকাল শহরে নানা কারণে প্রায়ই বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটে। বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুই-তিনটি হ্যারিকেন হাতের কাছে প্রস্তুত রাখিলে এমন দুর্ঘটনা বিস্তর কাজে আসে।

### বায়ু চলাচল

কোন স্থানে বায়ু যদি বন্ধ হইয়া থাকে তবে তাহা উষ্ণ, আর্দ্র ও দূষিত হইয়া পড়ে। এমন বন্ধ স্থির বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। স্থির ও দূষিত বায়ুর পরিবর্তনের জন্য ঘরে বিশুদ্ধ, শুষ্ক ও শীতল বায়ুর চলাচল অবশ্যক।

### গৃহে বায়ু চলাচলের প্রয়োজনীয়তা

গৃহে বায়ু চলাচলের প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মানুষ কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে কিন্তু বায়ুর অভাবে তাহার পক্ষে কয়েক সেকেন্ডের অধিক বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। বস্তুত বায়ুকে আমাদের প্রাণ বলিলে অযৌক্তিক হইবে না।

বায়ুতে চারিটি প্রধান উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে যথা, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ও পানি। নিঃশ্বাসের সময় আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি, যাহা দেহের জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়। আমরা প্রশ্বাসের সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের শ্বাসকার্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

জীবনরক্ষা ও দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। অক্সিজেন দেহের রক্তকে পরিষ্কার করিতে সাহায্য করে। ইহার ফলে কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য সহজে হজম হয়। ব্যায়ামের সময় মুক্ত বায়ু হইতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে মাংসপেশী সৰল এবং কর্মক্ষম হয়। মুক্তবায়ুতে অক্সিজেন সেবন করিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিলে ক্ষুধামন্দ্য রোগ হইতে পারে না। অক্সিজেন গ্রহণের ফলে দেহের তাপ রক্ষা করা যায়। পর্যাপ্ত অক্সিজেনে শ্বাস-প্রশ্বাস মনকে সতেজ ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখে।

একই গৃহে বা কক্ষে অধিক লোক বসবাস করিলে তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ফলে গরমবেশ, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি, বমনেচ্ছা, হাই উঠা, মাথা ধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, হৃদ-দৌর্বল্য, জ্ঞান হারান ইত্যাদি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইতে পারে। এমন গৃহে বা কক্ষে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট অক্সিজেনের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হইলে অনেক রোগ

হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। বন্ধ ঘরের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ যদি শতকরা ১২ ভাগ (১২%) কমিয়া আসে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যদি বাড়িয়া শতকরা ত্রিশভাগে (৩০%) উঠিয়া যায়, তাহা হইলে একজন মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিত পারে।

জীবন ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গৃহের স্থান নির্বাচনকালে এবং গৃহ নির্মাণকালে বায়ু চলাচলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে যথাসম্ভব উন্মুক্ত স্থানে গৃহের পরিকল্পনা করিলে তাহা স্বাস্থ্যসম্মত হয়। পাহাড়ীয়া অঞ্চলে এবং সমুদ্র তীরে অধিক আলো এবং বাতাস চলাচল করে বলিয়া ঐ সকল স্থান স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শহরের জনবহুল পরিবেশ হইতে অনেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য ঐ সকল এলাকায় যায়।

বায়ুর সহিত মিশিয়া রোগজীবাণু সংক্রামিত হয়। বন্ধ স্থানে এই জীবাণু যত সহজে ঝাঁপিয়া থাকিতে ও বৃদ্ধি পাইতে পারে, খোলা স্থানে তত সহজে পারে না। তাই ঘরের অবস্থান যাহাতে বন্ধ স্থানে না হয় এবং ঘরের জানালা, দরজা যাহাতে খোলা থাকে ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার। ইহার ফলে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে। বহিরাগত বায়ু গৃহের উষ্ণতা দূরীভূত করে এবং শরীর শুষ্ক রাখিতে সাহায্য করে।

গৃহের নিকটে পুকুর, ডোবা, নালা ইত্যাদি অপরিষ্কার থাকিলে রোগজীবাণু বায়ু দ্বারা সহজেই বিস্তার লাভ করে ও সংক্রামিত হয়। তাই এই সকল স্থান যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

### গৃহে বায়ু চলাচলের উপায়

গৃহে বায়ু চলাচল দুই উপায়ে হইতে পারে : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়।

প্রাকৃতিক উপায় : বাসগৃহের প্রতিটি কামরায় জানালা, দরজা উভয়মুখী হইলে সহজেই বন্ধ বায়ু বাহির হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

তাহা ছাড়া কামরার উপরিভাগে ঘুলঘুলি (ventilation) থাকিলে সাধারণ আবহাওয়ায়ই কামরার উষ্ণ ও দূষিত বায়ু হাঙ্কা হইয়া উপরে উঠিয়া ঐ পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং ঠাণ্ডা বায়ু বাহির হইতে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টি বা ঝড়ের সময় বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু বেগে ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘরের বন্ধ বায়ু বাহিরে নিষ্কাশিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। অক্সিজেন মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গৃহের এলাকার আশে পাশে বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ রোপণ করিলে গৃহে সর্বদা বিশুদ্ধ বায়ু বিরাজ করিতে পারে।

কৃত্রিম উপায় : কৃত্রিম উপায়েও গৃহে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়। বৈদ্যুতিক পথার সাহায্যে ঘরের স্থির বায়ুকে আন্দোলিত করিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের পথ

সুগম করা যায়। জনসমাবেশপূর্ণ ঘরে বায়ু নিষ্কাশনকারী (extraction) পাখার দ্বারা ঘর হইতে বদ্ধ বায়ু নিষ্কাশন করা যায়।

ঋতুভেদে ঘরের বায়ুকে শীতল এবং উষ্ণ করিবার জন্য কক্ষে 'এয়ার কন্ডিশনার' (air conditioner) যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্র কক্ষের বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কক্ষের বায়ু সঞ্চালিত করিয়া 'এয়ার কন্ডিশনার' বায়ু চলাচলও নিয়ন্ত্রিত করে। গ্রীষ্মকালে হাতপাখা এবং টানা পাখার সাহায্যেও ঘরের উষ্ণ বায়ুকে ঠাণ্ডা করা হইতে পারে।

গ্রীষ্মকালে গৃহের বায়ুকে শীতল রাখিতে হইলে ঘরের ঘুলঘুলি খোলা রাখিয়া জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য বাহির হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে দরজা-জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

## গৃহের রঙ এবং সাজ-সজ্জা (Colour and Decoration)

### গৃহের রঙ নির্বাচন

গৃহের রঙ নির্বাচন পরিবারের সদস্য-সদস্যদের রুচির উপর নির্ভর করে। ঘরের আকার ও গঠনভেদেও রঙ ভিন্ন হইতে পারে। বিভিন্ন গৃহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকায় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাড়ির বিভিন্ন ধরনের রঙ নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

শয়নকক্ষের জন্য সাধারণত যেমন হালকা রঙ উপযুক্ত হইবে তেমনি বসিবার ঘরের জন্য উজ্জ্বল রঙ মানানসই। নীল ও সবুজ রঙ স্নিগ্ধ ও হালকা। এই দুই রঙ কিংবা ইহাদের কোন মিশ্রণ শয়নকক্ষ, অতিথিদের ঘর, পড়িবার ঘর এবং রোগীদের ঘরের জন্য নির্বাচন করিলে ভাল হয়। স্নিগ্ধ হওয়ায় নীল বা সবুজ রঙ চোখের জন্য উত্তম। তদুপরি হালকা হওয়ায় এই রঙ-এর ব্যবহারে আপাতদৃষ্টিতে ঘরের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। বসিবার ঘরের মত খাওয়ার ঘরে এবং শিশুদের খেলার ঘরে উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা বুদ্ধিমত্তা ও রুচির পরিচায়ক। হলুদ রঙ এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযুক্ত। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে ঘরের আয়তন কম মনে হয় বলিয়া ঘরবিশেষে এমন রঙ ব্যবহারে ব্যবহারিক বুদ্ধি প্রয়োগ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপরের বিষয় ছাড়াও ঘরের অবস্থান অনুযায়ী রঙ নির্বাচন করা দরকার। শীতকালে উত্তর দিকের কক্ষসমূহ তুলনামূলকভাবে সাধারণত শীতল থাকে বলিয়া ঐ সকল ঘরের জন্য উজ্জ্বল রঙ বাছিয়া লইলেই ভাল হয়।

ঘরের রঙ নির্বাচনে ঘরের আলোর ব্যবস্থাও বিবেচনা করা উচিত। সাধারণত যে ঘরে অধিক আলো প্রবেশ করে উহার জন্য হালকা রঙ এবং তুলনামূলকভাবে অন্ধকার ঘরের জন্য উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারোপযোগী। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল যে, কম

আলোবিশিষ্ট ঘরের দেওয়ালে সাদা রঙ ব্যবহার করিলে ঘরের উজ্জ্বলতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

এক ঘরে একটাই রঙ হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। প্রয়োজন ও রুচিভেদে একই কামরায় একাধিক রঙ ব্যবহার করা যায়।

দেওয়াল ও ছাদের রঙের সহিত মেঝের রঙের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। ঘরের মেঝে এবং মেঝে হইতে কিছু উপর পর্যন্ত এক রঙ, উহার উপরের অংশ হইতে ছাদের নিচ পর্যন্ত অন্য রঙ এবং ছাদে ভিন্ন আর এক রঙ ব্যবহার করা যাইতে পারে। মেঝে এবং মেঝে হইতে কিছু উপরের সিমেন্টের রঙ, দেওয়ালে হালকা হলুদ এবং ছাদে সাদা রঙ এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

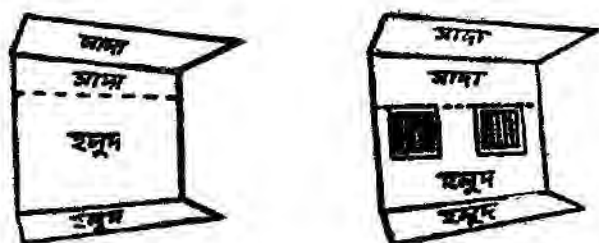


ইহা ছাড়া মেঝে এবং দেওয়ালের নিচ হইতে ছাদ পর্যন্ত এক রঙ এবং ছাদ অন্য বর্ণে সাজান যায়। উদাহরণস্বরূপ মেঝে ও দেওয়ালের রঙ হলুদ রাখিলে ছাদের রঙ সাদা রাখা যাইতে পারে।

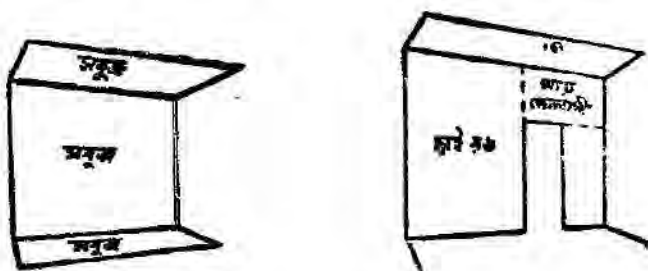
অন্য এক অবস্থায় মেঝে এবং দেওয়ালের নিম্ন অংশে এক রঙ এবং দেওয়ালে ও ছাদে অন্য প্রকার রঙ ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ মেঝে ও দেওয়ালের নিম্ন অংশে লাল এবং দেওয়ালে ও ছাদে সাদা রঙ প্রয়োগ করা চলে।

ছাদের নিচে দেওয়ালের কিছুটা অংশে অর্থাৎ দেওয়ালের উপরিভাগে এবং ছাদে এক রঙ এবং দেওয়ালের অন্যান্য স্থানে এবং মেঝেতে অন্য এক রঙ ব্যবহার করা যায়। যেমন ছাদে এবং দেওয়ালের উপরিভাগে সাদা রঙ এবং মেঝে ও দেওয়ালে হলুদ রঙ দেওয়া চলে।

ঘরের ছাদে ও জানালার উপরিভাগ পর্যন্ত দেওয়ালে এক রঙ এবং উহার নিচ হইতে মেঝে পর্যন্ত এবং মেঝেতে অন্য রঙের ব্যবহারও অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ছাদ ও দেওয়ালে জানালার উপরিভাগ পর্যন্ত অংশ সাদা এবং দেওয়ালের বাকি অংশে ও মেঝেতে হলুদ রঙ দেওয়া যায়।

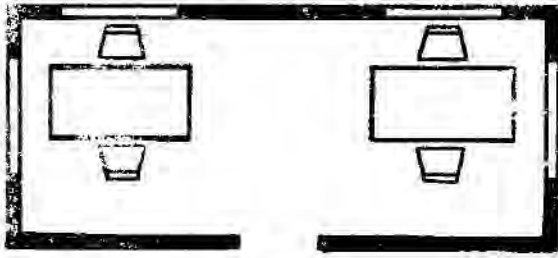


দেওয়ালে দুই রঙ ব্যবহার করিলে রুচিভেদে ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দেওয়ালের যে অংশে দুইটি রঙ-এর মিলন হয় সেই স্থানে কোনো নক্সা অঙ্কনও করা যাইতে পারে। তবে আধুনিক গৃহে নক্সার প্রচলন খুব কম। কক্ষে এক বা একাধিক রঙের ব্যবহারই বেশি চোখে পড়ে।



অনেক বাড়ির কামরায় দেওয়াল, ছাদ এবং মেঝেতে এক রঙের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, দেওয়ালের রঙ হালকা সবুজ হইলে ছাদ এবং মেঝের রঙও সবুজ হইতে পারে।

বিভিন্ন রঙের ব্যবহারে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। যেমন ঠাণ্ডা রঙের সহিত গরম রঙ এবং গাঢ় রঙের সহিত হালকা বর্ণ এবং স্নিগ্ধ রঙের সহিত উজ্জ্বল রঙ মানানসই। রঙের ব্যবহারে এমন সামঞ্জস্যের বৈচিত্র্য ও বিন্যাস মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে।



চাক্ষুস সামঞ্জস্য

দরজা-জানালায় রঙেরও দেওয়ালের রঙের সহিত সামঞ্জস্য থাকা উচিত। ঘরে রঙ প্রয়োগ করার সময় ঘরের আকার ও গঠনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। আপাতদৃষ্টিতে ঘরের আয়তন বিস্তারের জন্য স্নিগ্ধ রঙ ব্যবহার করা যায়। বিপরীতভাবে, বড় ঘরে গাঢ় রঙ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া বড় ঘরের কোনো ক্ষুদ্র অংশবিশেষ থাকিলে যেমন, তাহাতে গাঢ় রঙ প্রয়োগ করা যায়। বসিবার এবং খাওয়ার ঘরের রঙ হালকা ছাই রঙ হইলে উহাদের মধ্যবর্তী দেওয়ালের ছোট অংশটিতে গাঢ় গোলাপী রঙ দেওয়া যায়।

### গৃহের সাজ-সজ্জা

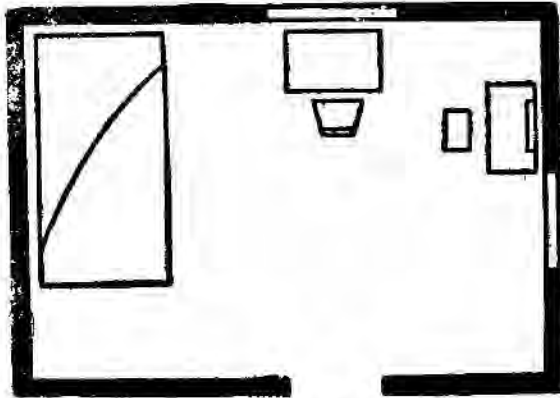
পরিবেশ ও অবস্থানের উপর গৃহের সৌন্দর্য যেমন নির্ভর করে তেমনি গৃহের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জাও বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

শব্দচয়নের কুশলতায়, বিশেষণের ব্যবহার বা ভাষার আঙ্গিক ও ভাববিন্যাসে কাব্যকে যেমন অলংকৃত করা যায় তেমনি একটি সাধারণ গৃহকেও প্রসাধন ও সাজ-সজ্জার সাহায্যে মনোরম করিয়া তোলা যায়। মাটির পাত্র তুলির স্পর্শে বর্ণাঢ্য আনা যেমন সহজ, সাজ-সজ্জার উপকরণের ব্যবহারে একটি গৃহকে সাজাইয়া তোলাও তেমনি সহজ। ইহার জন্য যে বস্তুটির প্রয়োজন তাহা হইল রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান। গৃহের সহিত গৃহসজ্জার সম্পর্ক নিবিড়। বাড়িকে সুন্দর ও দৃষ্টিমধুর করিয়া তুলিতে হইলে গৃহসজ্জার প্রতি আমাদের আগ্রহী ও যত্নবান হইতে হইবে। গৃহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমরা নানাবকম প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারে নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন স্থানেও গৃহের অন্ততঃ অভ্যন্তরীণ পরিবেশটি মনোরম ও তৃপ্তিদায়ক করিয়া তুলিতে পারি।

শিল্প দুই প্রকারের হইতে পারে যথা, কারুশিল্প (Fine arts) ও ব্যবহারিক শিল্প (Applied arts)। এই শ্রেণিভেদে গৃহসজ্জা কারুশিল্প নহে, ব্যবহারিক শিল্প। লক্ষণীয় যে, কারুশিল্প ও ব্যবহারিক শিল্পের মূল নীতিগুলি একই। তাই কারুশিল্পের মত গৃহসজ্জারও মূল নীতি (principle) হইল : সামঞ্জস্য (balance), সঙ্গতি (proportion), ছন্দ (rhythm), সমন্বয় (harmony), বর্ণ (colour) ও আকর্ষণ (emphasis)।

ক. সামঞ্জস্য (Balance) : বিভিন্ন আসবাবসামগ্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা গৃহসজ্জার একটি প্রধান নীতি। সামঞ্জস্য বলিতে সহজ কথায় আমরা সমতা বুঝি। গৃহের একটি কক্ষের এক অংশে বা কোণায় যদি সমস্ত আসবাবপত্র জড় করিয়া সাজানো হয়, তাহা হইলে কক্ষের যথাযথ সৌন্দর্য একটি মূল একত্ব (unity) লইয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এমন সাজ-সজ্জায় মন ও চোখ ঐ একই দিকে আকৃষ্ট হইয়া একঘেঁয়েমি ও অবসাদ বোধ করে। ইহার পরিবর্তে ঘরের অন্য অংশেও আসবাব স্থাপন করিলে কক্ষের বা সাজ-সজ্জার সমতা রক্ষা করা যায়। ইহাতে কক্ষের উভয় দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

সমতা রক্ষার জন্য ঘরের উভয় পার্শ্বে একই ধরনের বা একই ওজনের জিনিস স্থাপন করিতে হইবে এমন কোনো বাঁধাধরা নীতি নাই। সাধারণভাবে ঘরের উভয় দিকে যদি একই মূল্যের বা একই ওজনের আসবাব স্থাপন করা হয় তবে আমরা এমন সমতা বা সামঞ্জস্যকে চাক্ষুষ সামঞ্জস্য (formal balance) বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘরের দুই দিকে প্রায় একই আকারের দুইটি টেবিল এবং উহাদের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চেয়ার সাজাইলে চাক্ষুষ সামঞ্জস্য লাভ করা যায়। সাধারণত পড়ার ঘরে এমন চাক্ষুষ সামঞ্জস্যের ব্যবহার দেখা যায়।

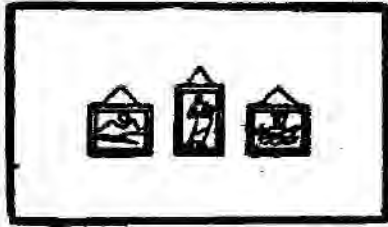


অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য

সামঞ্জস্যের অন্য এক রূপ বা প্রকার অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামঞ্জস্য। আসবাব বিন্যাসে কক্ষের আসবাব সংস্থাপন কালে উভয় দিকে যদি একই গঠন বা ওজনের আসবাব না থাকে, তবে তাহাকে অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য (informal balance) বলে। যেমন, ঘরের একদিকে খাট এবং অন্যদিকে প্রসাধনের টেবিল থাকিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা অসামঞ্জস্য মনে হইলেও এমন ব্যবস্থায়ও সামঞ্জস্য বা সমতার নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। গৃহের সব কক্ষে চাক্ষুষ সামঞ্জস্যের নীতি সব সময় মানিয়া চলিলে সাজ-সজ্জা বা আসবাব সংস্থাপন দৃষ্টিমধুর না হইয়া একঘেঁয়ে ও বিরক্তি-উদ্দীপক হইয়া উঠিত পারে।



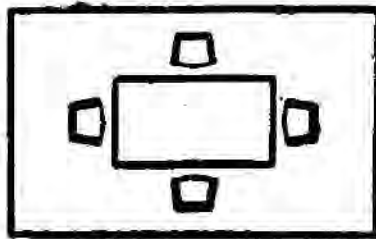
বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের তাগিদে চাক্ষুষ সামঞ্জস্যের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ সামঞ্জস্যের নীতি ব্যবহারিক বুদ্ধির সহিত প্রয়োগ করিলে, গৃহের সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।



ছন্দের নীতি অনুসরণে সাজানো ছবি



বেসুরো ছন্দ



সমন্বয়

খ. সঙ্গতি (Proportion) : গৃহ নির্মাণে কিংবা গৃহ-প্রসাধনে সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সঙ্গতি বলিতে দুইটি বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে মিলন বা মিত্রতাকেই বোঝায়। একটি বৃহৎ কক্ষে যদি মাত্র কয়েকটি আসবাব এবং ক্ষুদ্র কক্ষে যদি স্থান অনুপাতে অধিক আসবাব সংরক্ষণ করা হয় তাহা হইলে আমরা বলিব এই ক্ষেত্রে সঙ্গতির নীতি মানিয়া চলা হয় নাই। ঘরের আয়তনের অনুপাতে আসবাবের সংস্থান করা প্রয়োজন যাহাতে ঘরের আয়তনের সঙ্গে আসবাবের একটি মিত্রতা বা সঙ্গতি থাকে। একইভাবে একটি বড় বাড়িতে যদি একটি মাত্র শয়নকক্ষ থাকে কিংবা গৃহের আকার অনুপাতে শয়নকক্ষগুলি আকারে ছোট হয় তাহা হইলে সঙ্গতির মূলনীতি ক্ষুণ্ণ করা হয়।

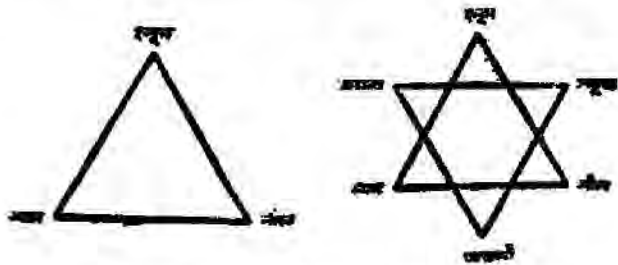
গ. ছন্দ (Rhythm) : গৃহ-প্রসাধনে ছন্দের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ছন্দের ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কবিতার ছন্দ থাকে। উত্থান পতন এবং গতি ও বিরামের অপরূপ সমন্বয়ে ছন্দ গড়িয়া উঠে। কবিতার মত অন্যান্য শিল্পকলায়ও যদি গতি ও যতির উত্থান ও পতনের একটি সমন্বয় আমরা দেখি, তাহা হইলে আমরা তাহাতে ছন্দের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারি।

গৃহের বিভিন্ন কক্ষে আসবাবের অবস্থান এইরূপে হওয়া উচিত যাহাতে দৃষ্টি হঠাৎ থামিয়া গিয়া দৃষ্টির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। ছন্দের নীতি অনুসরণ করিলে ঘরের

একদিক হইতে অপর দিকে দৃষ্টি সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করিতে পারে। একটি আসবাব দেখিবার পরমুহূর্তেই যদি দৃষ্টির গতি হঠাৎ খামিয়া যায় তাহা হইলেই ছন্দপতন ঘটে। সুতরাং আসবাব এমনভাবে সাজান উচিত যাহাতে একটি আসবাব দেখা মাত্রই যেন দৃষ্টির গতি সেই আসবাবে আবদ্ধ না থাকিয়া সাবলীল গতিতে অন্য আসবাবে গিয়া পৌঁছিতে পারে কিংবা একটি আসবাব দেখার পরেই যেন শূন্যতার জন্য দৃষ্টি হঠাৎ রুদ্ধ না হইয়া পড়ে।

দেওয়ালে ছবি স্থাপন করার সময়ও এই নীতি অবলম্বন করা উচিত। দেওয়ালের কোন অংশে বা প্রান্তে ছবি সাজাইলে ছন্দসম্মত হইবে ইহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেওয়ালের এক অংশ বা প্রান্তে তিনটি ছবি অনেক ভাবেই টাঙ্গানো যায়। ছবিগুলি সোজাভাবে একই লাইনে সাজাইলে ছন্দ রক্ষা অত্যন্ত সহজ। পক্ষান্তরে এখানে সেখানে ছবি টাঙ্গাইলে ছন্দ-পতন ঘটিতে পারে। অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে এমন বেসুরো ছন্দও অনেক সময় উন্নত মানের অমিত্রাক্ষর কবিতার মত অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এমন ছন্দ সৃষ্টি সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া, গৃহসজ্জায় ছন্দের নীতিই অনুসরণ করিয়া চলা উচিত।

ঘ. সমন্বয় (Harmony) : গৃহে দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য এককভাবে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। ইহার জন্য গৃহের প্রতিটি কামরায় এমনভাবে দ্রব্যসামগ্রী সংস্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে গৃহের সৌন্দর্য বিকশিত হয়। গৃহের ব্যবহারিক আসবাবের প্রত্যেকটিরই এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কিন্তু গৃহসজ্জার সময় এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করিয়া এক আসবাবের সঙ্গে অন্য আসবাবের সহজ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, বসিবার ঘরে চেয়ারের বা সোফার বন্দোবস্ত থাকিতে পারে কিন্তু চেয়ারের সহিত যদি টেবিল না থাকে, তাহা হইলে আসবাবের মধ্যে সমন্বয় ঘটিবে না। সমন্বয়ের জন্য এই ক্ষেত্রে চেয়ারের সঙ্গে টেবিল থাকিতে হইবে।



(তিনটি শুদ্ধ রঙ)

(তিনটি শুদ্ধ ও তিনটি গৌণ রঙ)

রঙের চাকা (Colour wheel)

সমন্বয় ও সঙ্গতি একই প্রত্যয়ের দুই নাম নহে। যদিও তাহারা একে অপরের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক তথাপি সঙ্গতি ও সমন্বয় এক জিনিস নহে। সমন্বয়ের প্রত্যয় সঙ্গতির প্রত্যয় হইতে অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর। সঙ্গতিতে দুইটি বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটি মিত্রতা স্থাপন করা হয়। এই মিত্রতা অংশের সঙ্গে অংশের কিংবা অংশের সঙ্গে পূর্ণের হইতে পারে। সমন্বয়ে একটি কক্ষের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্কের মিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩. রঙ (Colour) : রঙের বৈচিত্র্য মানুষের মনে রেখাপাত করে। গৃহ প্রসাধনে রঙের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণ বিচার ও দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করিলে রঙ ঘরের দেওয়াল, মেঝে, পর্দা, বাতি ইত্যাদির সাজ-সজ্জায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে। রঙের যথার্থ ব্যবহারে গৃহের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়া যায়। নির্বাচিত রঙ পরিবারের মার্জিত রুচির সাক্ষ্য দেয়।

রঙ নির্বাচনের সময় প্রথমে আমাদের রঙের প্রকারভেদ এবং উহাদের ধর্ম সম্পর্কে জানিতে হইবে। রঙকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, মূল রঙ বা শুদ্ধ রঙ (primary colour), গৌণ রঙ (secondary colour) এবং মিশ্র রঙ (intermediate colour)।

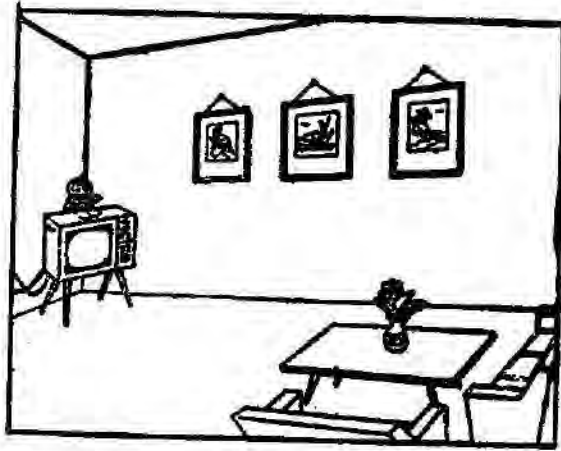
লাল, নীল ও হলুদকে 'শুদ্ধ রঙ' বলে। দুইটি শুদ্ধ রঙের সংমিশ্রণে যে রঙ পাওয়া যায় উহাকে 'গৌণ রঙ' বলে। যেমন, লাল ও নীলের মিশ্রণে বেগুনী, লাল ও হলুদের মিশ্রণে কমলা এবং নীল ও হলুদের মিশ্রণে সবুজ রঙ উৎপন্ন হয়।

একটি শুদ্ধ এবং একটি গৌণ রঙের মিশ্রণে আবার 'মিশ্র রঙ'-এর উদ্ভব ঘটে। যেমন, লাল ও বেগুনীর মিশ্রণে লাল-বেগুনী মিশ্রিত রঙ পাওয়া যায়। এমনি একইভাবে লাল-কমলা, কমলা-হলুদ, হলুদ-সবুজ ও নীল-বেগুনীতে মিশ্র রঙ পাওয়া যাইতে পারে।

উপরোক্ত রঙগুলির মধ্যে শুদ্ধ রঙগুলি তুলনামূলকভাবে গরম ও উজ্জ্বল এবং গৌণ রঙগুলি শীতল ও স্নিগ্ধ। সকল বর্ণ একত্রে মিশাইলে সাদা এবং রঙের অভাবে কাল রঙ পাওয়া যায়।

গৃহে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ঢ. আকর্ষণ (Imphasis) : গৃহসজ্জায় শুধু আসবাবের সংস্থান করিলেই চলিবে না, আসবাবের সঙ্গে অন্যান্য এমন আকর্ষণীয় বস্তুও সমাবেশ করিতে হইবে যাহা দৃষ্টিকে সহজে আকর্ষণ করে। বসিবার ঘরে টেবিলের উপরে মৌসুমী ফুলের সমারোহ, দেওয়ালে চিত্রখিন্যাস, টেলিভিশন-সেটের উপর রক্ষিত খেলনা, পুতুল ইত্যাদি কোনো আকর্ষণীয় জিনিস আমাদের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে।



আকর্ষণ

সবশেষে ইহা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, গৃহ-পরিকল্পনায় পরিবারের সদস্য-সদস্যদের প্রয়োজন অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। সমগ্র পরিকল্পনা তৈরিতে পারিবারিক প্রয়োজন সর্বাগ্রে এবং সবশেষে নজরে রাখিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়  
গৃহ নির্মাণের উপকরণ  
(BUILDING MATERIALS)

বাংলাদেশে গৃহ নির্মাণের পক্ষে সহজলভ্য এবং উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ

গৃহ-পরিকল্পনার পরপরই প্রকৃতপক্ষে গৃহ নির্মাণের প্রশ্ন আসে। গৃহ নির্মাণের উপকরণগুলির সম্যক জ্ঞান থাকা তাই বাঞ্ছনীয়। গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণ হিসাবে ইট, পাথর, সিমেন্ট, বালি, টালি, লোহা, টিন, কাঠ, কাচ, বাঁশ, মাটি ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। গৃহ নির্মাণে ইহাদের উপযোগিতা ও ভূমিকা বিভিন্ন। অনেক ক্ষেত্রে একই গৃহে প্রায় সমস্ত উপকরণই ব্যবহার করা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুই একটি উপকরণ ব্যবহার করিয়া গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং গৃহ নির্মাণের উপকরণের উপযোগিতা পরিকল্পিত গৃহের প্রকার, শ্রেণি ও তদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

পরিকল্পিত গৃহটি নির্মাণের পূর্বেই আমাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে একটি খসড়া-তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। গৃহের জন্য কতখানি সিমেন্ট, ইট, লোহা, বালি ইত্যাদির প্রয়োজন তাহা বাড়ি নির্মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রথমেই স্থির করিয়া ফেলা উচিত। কেননা গৃহ নির্মাণকালে কোনো উপকরণের অভাব পরিলক্ষিত হইলে গৃহ নির্মাণ কাজ বন্ধ অথবা বিলম্বিত হইতে পারে।

গৃহ নির্মাণের পক্ষে সহজলভ্য এবং উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে সাধারণভাবে যে আলোচনা করা হইল, তাহা অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উপরোল্লিখিত গৃহ নির্মাণের উপকরণগুলি বাংলাদেশেও কম-বেশি পাওয়া যায়।

আবহাওয়া ও স্থানভেদে গৃহ নির্মাণ উপকরণের উপযোগিতা

(Suitability to climate and location)

আবহাওয়া ও স্থানভেদে গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণের উপযোগিতা বিভিন্ন হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ শীতপ্রধান এলাকায় কাচের গৃহ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেও বাংলাদেশের মত নাতিশীতোষ্ণ দেশে এই ধরনের গৃহ উপযুক্ত নহে। বিশেষ করিয়া

বাংলাদেশে ঝড়-বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ভোগের জন্য পরিকল্পিত গৃহে কাচের ব্যবহার যতই কম করা যায় ততই ভাল, কারণ গরমের দিনে কাচ ভেদ করিয়া যেমন সূর্যরশ্মি ঘরে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে, তেমনি ঝড়-বৃষ্টির দিনে কাচ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। একইভাবে স্থানভেদেও গৃহ নির্মাণের উপকরণগুলি বিভিন্ন হইতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় স্বল্পমূল্যে নির্মিত ইটের গাঁথুনি সহ মাটির ঘর দেখা গেলেও শহরে এমন ঘর সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও পরিবেশের জন্য তাই এইরূপ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের জন্য ঘর অনেকটা সমতল (সাগরজল) হইতে উপরে নির্মাণ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ অঞ্চলে গৃহ নির্মাণে কাঠের উপর যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়। শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টির আধিক্য না থাকায় অনেক সময় কেবল পাথর এবং মাটির ব্যবহারেই বাসস্থান নির্মিত হইয়া থাকে।

বাংলাদেশে গৃহ নির্মাণের পক্ষে সহজলভ্য উপকরণসমূহ, আবহাওয়া ও স্থানভেদে তাহাদের উপযোগিতা এবং এই সমস্ত উপকরণগুলিকে টেকসই রাখার যত্ন সম্পর্কে নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

### ইট (Brick)

মাটি পোড়াইয়া ইট প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই ইট প্রস্তুতের এমন প্রক্রিয়া আমাদের চোখে পড়ে। ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি (Brick Industry) বা ইট-শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করায় গৃহ নির্মাণের অন্যতম প্রধান উপকরণ ইট বাংলাদেশে অত্যন্ত সহজলভ্য।

ইট বানাইবার জন্য যে মাটি ব্যবহৃত হয় তাহাতে এলুমিনা (এলুমিনিয়াম অক্সাইড) এবং সিলিকা (সিলিকন অক্সাইড) থাকে। এমন মাটিতে চূনাপাথর, ম্যাগনেশিয়াম এবং লৌহও কিছু পরিমাণে থাকে। ইটের জন্য ভালো মাটিতে শতকরা ২০ হইতে ৩৫ ভাগ এলুমিনা এবং শতকরা ৫০ হইতে ৭০ ভাগ সিলিকা থাকা উচিত।<sup>১</sup>

ভালো ইটের অনেকগুলি বিশেষত্ব থাকে। ইট ভালো না খরাপ হইবে তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

১. মাটির রাসায়নিক সংগঠন (Chemical composition of the earth)
২. মাটি পোড়াইবার এবং ইট প্রস্তুত করিবার প্রণালী (Method of preparing and moulding)।

<sup>১</sup> Z. H. Syed, *Materials of Construction* (London, Oxford University Press Second Edition, 1967)



পঞ্চমত, ভালো ইটের গঠন এবং গাঁথুনি খুব মজবুত থাকে এবং সব ইটে একই প্রকার গাঁথুনি (texture) লক্ষ্য করা যায়।

ষষ্ঠত, ভালো ইট ১২ ঘন্টায় নিষ্কের ওজনের শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ পানি শোষণ করে।

সবশেষে, ভালো ইট অগ্নি প্রতিরোধ করিতে পারে। এমন ইটে সিলিকার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি থাকিলে ভালো।

অন্যভাবে দেখিতে গেলে তিন প্রকারের ইট হইল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ইট। ইটের আকারেও তারতম্য দেখা যায়। সাধারণত দশ ইঞ্চি ও আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ইট গৃহ নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঘরের দেওয়াল যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে শক্ত হয় তাহার জন্য দেওয়ালের গাঁথুনিতে প্রথম শ্রেণির ইট ব্যবহার করাই শ্রেয়। গৃহের বাহিরের পাঁচিলের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির ইট এবং সুরকী প্রস্তুত করার জন্য তৃতীয় শ্রেণির ইট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গৃহের বহির্ভাগের দেওয়ালে দুইটি ইট পাশাপাশি ব্যবহার করিলে দেওয়ালের প্রস্থ দশ ইঞ্চি হওয়ায় বাহিরের উত্তাপ সহজে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। দেওয়ালের গাঁথুনি মজবুত হওয়ায় এমন দেওয়াল ঝড়-বৃষ্টির সময়ও যথেষ্ট নিরাপদ। বারান্দার রেলিং এবং দুই ঘরের মধ্যবর্তী দেওয়ালের জন্য একটি ইট অর্থাৎ পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ হইলেই চলে কারণ এইরূপ দেওয়াল খুব বেশি মজবুত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

ইটের রঙ অনেক রকম হইতে পারে। উঁচু দরের এক প্রকার ইট ব্যবহারে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের ইটের উপরে সিমেন্টের কোনো প্রলেপ বা আস্তর দিতে হয় না। কিন্তু পোড়ামাটি রঙের সাধারণ ইট গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করিলে ইটের উপরে সিমেন্টের আস্তর দেওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এমন ইট লাল রঙের ইটের মত ততখানি আকর্ষণীয় নহে। অনেক সৌখিন এবং অবস্থাপন্ন পরিবার লাল ইট ব্যবহার করিয়া গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন। এইরূপ ইট ব্যবহারে সিমেন্টের প্রলেপের প্রয়োজন না হইলেও তুলনামূলকভাবে ইহাতে সাধারণ ইটের চেয়ে অধিক খরচ পড়ে।

গৃহ নির্মাণে ইটের চাহিদা নানা কারণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইট উত্তাপ এবং ঠাণ্ডা হইতে কক্ষের অভ্যন্তরকে রক্ষা করে। তাহা ছাড়া ইটে সহজে আগুন ধরে না। গৃহের গাঁথুনিতে উপযুক্ত পরিমাণ ইট, লোহা ও সুরকির সঙ্গে ব্যবহার করিলে গৃহের বুনিন্দাদ অত্যন্ত দৃঢ় হয়। বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া উপকূলবর্তী এলাকায় এমন মজবুত গৃহের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি, কারণ ইহা গৃহের অধিবাসীকে ঝড়-বৃষ্টি এবং জলোচ্ছ্বাসের হাত হইতে রক্ষা করে।

ইটের গায়ে আস্তর দেওয়া হউক বা না হউক বৃষ্টির ফলে তাহাতে শ্যাওলা জন্মিতে পারে। এমন শ্যাওলা ইট বা আস্তরের ক্ষতি এবং সৌন্দর্যহানি করে বলিয়া শ্যাওলার উৎপত্তি হইলেই ইহা উঠাইয়া ফেলা উচিত। ইহা ছাড়া ইটের কর্মক্ষমতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির



জন্য দেওয়ালের গায়ে চুনকাম করা উচিত। এমন চুনকাম শীতকালে হইলেই ভাল হয়, কারণ তখন আবহাওয়া শুষ্ক থাকে বলিয়া রঙ তাড়াতাড়ি শুকাইতে পারে।

### পাথর (Stone)

গৃহ নির্মাণে পাথরের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা অপরিসীম। “Stone is the wing of building materials and where permanency of structure is required. It continues to enjoy superiority over bricks and all other rival materials. It has satisfactorily stood the test of time”<sup>১</sup>

গৃহ নির্মাণের কাজে নিম্নলিখিত ধরনের পাথর সচরাচর ব্যবহৃত হয় :

১. গ্রানাইট (Granite)
২. গ্নেস (Gneiss)
৩. ট্রাপ (Trap)
৪. চুনাপাথর (Limestone)
৫. মার্বেলপাথর (Marble)
৬. বালিমিশ্রিত পাথর (sandstone)
৭. কোয়ার্টজাইট (Quartzite)
৮. স্লেট পাথর (Slate)

গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করিবার সময় পাথরের কয়েকটি বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এই বিশেষত্বগুলি নিম্নরূপ :

১. যুক্তিসঙ্গত মূল্যে পরিমিত আকারে পাথরের লভ্যতা ;
২. পাথরের স্থায়িত্ব ;
৩. চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা ;
৪. বর্ণ এবং সৌন্দর্য ;
৫. গাঁথুনি এবং শক্তভাব ;
৬. পানি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ;
৭. কাজ করিবার সুবিধা ;
৮. ওজন ;
৯. পাথর কতদূর কম দাহ্য ;
১০. সিজনিং-এর বিভিন্ন গুণ (Seasoning qualities) ;
১১. প্রাকৃতিক bed (natural bed)।

<sup>১</sup> Z. H. Syed, op. cit., page 1.

পাথর যদি নরম না হয় তাহা হইলে প্রথম দুইটি গুণ থাকিলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলিয়া যায়।

নিম্নে গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পাথর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইল।

### বালিমিশ্রিত পাথর (Sandstone)

গৃহ নির্মাণের সাধারণ কাজে কর্কশ বড় বড় দানায়ুক্ত বালিপাথর ব্যবহার করা যাইতে পারে। এমন পাথরের স্থায়িত্ব সংযোজক পদার্থের (Cementing materials) গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। সংযোজক পদার্থ বালি হইলেই সবচাইতে ভালো। বিরাট অট্টালিকা নির্মাণে সংযোজক পদার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

বালিমিশ্রিত পাথর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এবং কক্সবাজারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

### চূনাপাথর (Limestone)

চূনাপাথর কয়েকটি বিশেষ প্রকারের হয় যেমন, আঠালো চূনাপাথর বা কাঁকর বালিমিশ্রিত চূনাপাথর, এবং ম্যাগনেশিয়াম মিশ্রিত চূনাপাথর বা ডলোমাইট (Dolomite)।

চূনাপাথর বাংলাদেশে কেবল সিলেট এবং চট্টগ্রাম জেলায় এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয়।

### মার্বেলপাথর (Marbles)

প্রাকৃতিক তাপ এবং চাপের প্রভাবে চূনাপাথর দানা বাঁধিয়া মার্বেলপাথরে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ মার্বেলপাথরে তাই চূনাপাথরের রাসায়নিক গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায় এবং ইহা দেখিতে সাদা হয়। অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির মিশ্রণে মার্বেলপাথর অন্য বর্ণও ধারণ করিতে পারে। মার্বেলপাথর সাধারণত সাজ-সজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয়। মার্বেল পাথর বাংলাদেশে পাওয়া যায় না।

### গ্রানাইট (Granite)

অট্টালিকা নির্মাণে থামে এবং অন্যান্য শক্ত অংশে গ্রানাইট ব্যবহৃত হয়। গ্রানাইট খুব ভারী এবং শক্ত।

কপাস্তরের ফলে গ্রানাইট নেস-এ (Gneis) পরিবর্তিত হয়। ইহা বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায় না।

### স্লেটপাথর (Slate)

গৃহ নির্মাণে ছাদ এবং মেঝের কাজেই সাধারণত স্লেটপাথর ব্যবহৃত হয়। এক ঘনফুট স্লেটের ওজন প্রায় ১৬০ পাউণ্ড।

প্রাকৃতিক পাথর অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে না পাওয়া যাওয়ায় এবং তাহাদের মূল্য অত্যধিক হওয়ায়, আজকাল গৃহ নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম পাথরের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। এইসব কৃত্রিম পাথরের মধ্যে রেনসোম পাথর (Ransome stone), ভিক্টোরিয়া পাথর (Victoria stone), চান্স পাথর (Chance's stone) এবং গারলিক পাথর (Garlick stone) উল্লেখযোগ্য।

### সিমেন্ট (Cement)

গৃহ নির্মাণের উপকরণের মধ্যে অন্যতম প্রধান উপকরণ হইল সিমেন্ট। সাধারণ কথায় ইহাকে অনেক সময় বিলাতী মাটিও বলা হয়। পাকা বাড়ি নির্মাণে সিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাড়ির মেঝে ও দেওয়ালের ইটের গাঁথুণীতে এবং আস্তরের কাজে সিমেন্ট ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মাত্র ১টি সিমেন্টের কারখানা আছে। ইহা ছাতকের "আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট" কারখানা নামে পরিচিত।

সিমেন্টের সহিত বিভিন্ন অনুপাতে বালি মিশাইয়া ইহাকে গাঁথুণী বা আস্তরের কাজে ব্যবহার করা হয়। গাঁথুণী শক্ত করিতে হইলে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত ১ : ৪ হইতে কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অধিক পরিমাণে বালি ব্যবহৃত হইলে সিমেন্টের আস্তরে খুব শীঘ্রই ফাটল ধরিতে পারে।

সিমেন্ট কাগাজের ব্যাগে অথবা চটের ব্যাগে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। সিমেন্ট বেশি দিন উন্মুক্ত স্থানে রোদ-বৃষ্টিতে রাখিয়া দিলে তাহা পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। ইহাতে সিমেন্টের গুণাগুণও অনেক নষ্ট হয়। সেইজন্য গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করিবার সময় সিমেন্ট সর্বদা আচ্ছাদিত স্থানে যত্নের সহিত সংরক্ষণ করা উচিত।

দেওয়ালে সিমেন্টের আস্তরের উপর বাহিরের দিকে চুনকাম করিলে সুন্দর দেখায়। ইহাতে আস্তর প্রত্যক্ষ রোদ-বৃষ্টির হাত হইতে অনেকটা রেহাই পায়। কঙ্কের ভিতরে দেওয়ালে সিমেন্টের আস্তরের উপর চুনকাম করা যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা আস্তরের উপর আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন বর্ণের ডিস্টেম্পার (distemper) লক্ষ্য করিয়া থাকি।

গৃহ নির্মাণের কাজে এবং অন্যান্য কাজে সাধারণত পোর্টল্যান্ড সিমেন্টই (Portland cement) ব্যবহৃত হয়। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ছাড়া আরও অনেক প্রকারের সিমেন্ট আছে। ইহাদের মধ্যে পুয়োলান সিমেন্ট (Puzzolan cement), রোমান সিমেন্ট (Roman cement), বর্ণময় সিমেন্ট (Coloured cement), কম তাপের সিমেন্ট (Low heat cement), সালফেট প্রতিরোধক সিমেন্ট (Sulphate resisting cement) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

সাধারণ পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে চুনের (ক্যালিসিয়াম অক্সাইড — Calcium oxide) পরিমাণই সব চাইতে বেশি থাকে (৬০% হইতে ৭০%)। অন্য যেসকল রাসায়নিক দ্রব্য এমন সিমেন্টে থাকে সেইগুলি হইল সিলিকা [Silicon oxide (SiO<sub>2</sub>)] এলুমিনা [Alumina — Aluminium oxide (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)], লৌহ অক্সাইড (Iron oxide), ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (Magnesium oxide), সোডা পটাশ (Soda potash) এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইড (Sulphur trioxide)।

### টালি

টালি মেঝে এবং ছাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেকে আবার দেওয়ালেও টালি ব্যবহার করিয়া থাকেন। টালি ঘরকে ঠাণ্ডা রাখিতে সাহায্য করে। ঠাণ্ডা-গরমে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

টালি বিভিন্ন গঠন ও আকারের হইতে পারে। জমিন (Texture) এবং বণ্ডভেদেও টালি বিভিন্ন প্রকারের হয়। টালিতে নানারকমের নক্সাও অংকন করা যায়।

টালি বেশ মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী, মসৃণ ও শীতল। টালির যত্ন লওয়া মোটেই কঠিন নহে। মধ্যে মধ্যে ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়া লইলে টালির ধূলাবালি দূরীভূত হয় এবং তাহাদের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

### লৌহ

গৃহ নির্মাণের অন্যতম উপকরণ হইল লৌহ। বাংলাদেশে লৌহের কোনো খনি না থাকায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ আমদানী করিতে হইবে। লৌহ পাত বা শিট (sheet), রড (rod), পেরেক ইত্যাদি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ভিত্তি বা ফাউন্ডেশনে, ছাদে, দরজা-জানালায়, বারান্দায়, রেলিং-এ এবং জানালার শিকের জন্য লৌহ ব্যবহার করা হয়।

লৌহ অত্যন্ত শক্ত এবং মজবুত বলিয়া ইহার ব্যবহারে ঘরের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। একইভাবে ইহা ছাদের ভার রক্ষা করে। বারান্দায় লৌহের রড বা ফ্রেম রেলিং হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জানালার শক্ত ফ্রেম বা শিক লৌহনির্মিত হইলে জানালা দিয়া অনাহুত প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া দরজা-জানালায় কড়া, পেরেক, নাট-বল্টু ইত্যাদি নানা আকারের লৌহের হাজার রকমের ব্যবহার গৃহ নির্মাণে নিত্য আমাদের চোখে পড়ে।

জানালায় শিকে মরিচা পড়িলে উহা ঝামা দিয়া ঘষিয়া উঠাইয়া ফেলা উচিত। শিক পরিষ্কার রাখিতে হইলে গরম পানিতে সোডা মিশাইয়া ধুইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং ইহার পরে ছাই দিয়া শিক ঘষিয়া গরম পানি দিয়া ধুইয়া ন্যাকড়ার সাহায্যে মুছিয়া ফেলিতে

হইবে যাহাতে শিক শীঘ্রই শুকাইয়া যাইতে পারে। শিকের উপরে এক প্রকার তৈল প্রয়োগ করিলে ইহা অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়। লৌহের শিক বা ফ্রেমে ভাল রঙ লাগাইয়া লইলে সাধারণত ইহাতে মরিচা পড়ে না।

## টিন

টিন গৃহ নির্মাণের একটি প্রধান উপকরণ। লৌহের ন্যায় টিন বাংলাদেশে অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয় না। বাংলাদেশের চাহিদার জন্য অনেক টিন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। বাংলাদেশের একমাত্র চট্টগ্রামে অবস্থিত স্টীল মিলে অবশ্য কিছু টিন প্রস্তুত হয়।

সাধারণত ঘরের উপরে বাড়ির চারিদিকে পাঁচিল হিসাবে এবং কক্ষের চতুর্দিকের আচ্ছাদন বা দেওয়াল হিসাবে টিন ব্যবহৃত হয়।

টিন ওজনে যথেষ্ট ভারি ও মজবুত। সাধারণত ব্যবহৃত টিনকে করোগেটেড আয়রন শিট (corrugated iron sheet) বলা হয়। এমন টিন সমান বা প্লেন না হইয়া অনেকটা ঢেউতোলা হইয়া থাকে। সাধারণত ইহা ঘরের উপরে বা দেওয়াল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের টিন সমান বা প্লেন টিন হইতে উৎকৃষ্টতর।

টিন রৌদ্রে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সুতরাং ইহাকে ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল হিসাবে ব্যবহার না করাই শ্রেয়। অবশ্য পাঁচিল হিসাবে টিন সর্বদা ব্যবহৃত হইতে পারে। ঘরের উপরে টিন ব্যবহার করিলে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য টিনের নিচে বাঁশ, বেত বা কাঠের ছাদ প্রস্তুত করা ভাল।

কোন রঙ প্রয়োগ না করিয়াও টিন ব্যবহার করা যায়। অবশ্য টিনের উপর রঙ প্রয়োগ করিলে ইহা মজবুত থাকে এবং দেখিতেও সুন্দর দেখায়। এইরূপ রঙ ব্যবহার টিনের আয়ু বৃদ্ধি করে। টিনের উপরে ঝড়-বাদলের দিনে শিল পড়িলে বা কোনো কারণে উহা ছিন্ন হইয়া গেলে পুডিং-এর সাহায্যে এমন ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলা উচিত।

## কাঠ

গৃহ নির্মাণের অন্যতম উপকরণ কাঠ। গৃহের বিভিন্ন অংশে কাঠ ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য কাঠ গৃহ নির্মাণের উত্তম উপকরণরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

প্রথমত, কাঠ আয়তন ও আকারের অনুপাতে যথেষ্ট শক্ত।

দ্বিতীয়ত, চাপ প্রয়োগ করিলেও কাঠ নিজস্ব আকার বজায় রাখিতে পারে।

তৃতীয়ত, পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলেই কাঠ একটি সহজলভ্য বস্তু। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আয়তন ও আকারের কাঠ সহজেই পাওয়া যায়।

চতুর্থত, কাঠের ভিতর দিয়া তাপ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া গরমে ও শীতে কাঠ গৃহের বহির্ভাগের ভাল আচ্ছাদন হিসাবে কাজ করে।

পঞ্চমত, কাঠ দেখিতে সুন্দর।

কাঠের শুধু গুণই রহিয়াছে এই কথা মনে করিলে ভুল হইবে। কাঠের কিছু সংখ্যক দোষের মধ্যে একটি হইল ইহা দাহ্য পদার্থ। তাহা ছাড়া কাঠ সহজেই নষ্ট হইয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহা স্ফীত বা সংকুচিত হইয়া নানা সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে। কাঠে ঘুন ধরিতে পারে কিংবা কাঠপোকাকার দ্বারাও আক্রান্ত হইতে পারে।

গৃহ নির্মাণের সহিত কাঠের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কাঠ দিয়া শুধু ঘরের দরজা-জানালাই প্রস্তুত করা হয় না — বাড়ি তৈয়ারির অন্যান্য অনেক কাজেও কাঠের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, টিনের বাড়িতে অনেক ক্ষেত্রে আমরা কাঠের ছাদ দেখিতে পাই। অনেক দেশে কেবল কাঠের সাহায্যে বাড়িও তৈয়ার করা হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় কেবল কাঠের বাড়ি যদিও উপযুক্ত নহে তথাপি কিছু কিছু সৌখিন পরিবার ব্যতিক্রম সৃষ্টির জন্য কাঠের বাড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

কাঠ নানা প্রকারের হইতে পারে ; যেমন, মেহগনি, সেগুন, লোহা, শিমুল, চন্দন, কাঁঠাল কাঠ ইত্যাদি। বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা বিভিন্ন উৎকৃষ্ট কাঠ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। দরজা-জানালা তৈয়ার করিবার জন্য সকল প্রকার কাঠ সমপরিমাণে উপযুক্ত নহে। সেগুন কাঠই দরজা-জানালায় জন্য সর্বোত্তম। সেগুন কাঠের ওজন খুব বেশি নহে, ইহা বার্নিশ করিলে সুন্দর দেখায় এবং ইহা খুব মজবুত। বিভিন্ন মৌসুমে এইরূপ কাঠের আয়তন সঠিক থাকে। মেহগনি কাঠ অত্যন্ত দামী বলিয়া সেগুন কাঠই সাধারণত ব্যবহার করা উচিত। অন্যান্য কাঠের মধ্যে কাঁঠাল কাঠ যথেষ্ট মজবুত নহে এবং লোহা কাঠ ওজনে অনেক ভারী। এই সকল কাঠের দরজা-জানালা নির্মাণ বর্জন করাই শ্রেয়।

আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ নির্মাণের জন্য কাঠ ব্যবহার করা উচিত। আমাদের দেশের আবহাওয়া নান্দিশীতোষ্ণ। এই ধরনের আবহাওয়াতে এমন কাঠ ব্যবহার করা উচিত যাহার আয়তন বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়া বৃদ্ধি পায় না এবং বৌদ্রের তাপে ফাটিয়া যায় না।

কাঠে বিভিন্ন নঙ্গা ষোদাই এবং অংকন করিয়া কাঠের সৌন্দর্য বর্ধন করা যায়। শুধু নঙ্গাই নহে, বিভিন্ন আন্তরণ বা প্রলেপ প্রয়োগ করিয়াও কাঠকে অধিক সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করিয়া তোলা সম্ভব। বার্নিশ, পেইন্ট, পালিশ, তৈল ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কাঠে বার্নিশ প্রয়োগ : কাঠে বার্নিশ প্রয়োগ করিলে উহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং মজবুতও হয়। ব্রাশের সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে বার্নিশ টানিয়া কাঠে লাগাইতে হয়।

**কাঠে পেইন্ট প্রয়োগ :** কাঠে পেইন্ট করিবার জন্য তৈলরঙ ব্যবহার করা হয়। এমন তৈলরঙের সহিত কিছুটা তর্পিন তৈল মিশাইলে ভাল হয়। পেইন্ট প্রয়োগের সময় ব্রাশ ব্যবহার করা উচিত।

**কাঠে পালিশ প্রয়োগ :** কাঠে পালিশ ব্যবহারের সময় তর্পিন তৈল ও মসিনা বীজের তৈল একত্রে মিশাইয়া লইতে হয়।

**কাঠে তৈল প্রয়োগ :** কাঠে বিভিন্ন তৈলও ব্যবহাব করা যায়। যেমন, কেরোসিন তৈল, নারিকেল তৈল, মসিনা বীজের তৈল ইত্যাদি। কাঠে এই সকল তৈল প্রয়োগের সময় মোটা এবং নরম কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে।

গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে কাঠের চাহিদা খুবই বেশি। কাঠ পৃথিবীর সর্বত্রই কম-বেশি পাওয়া যায়। কাঠ ওজনে হালকা ও টেকসই। বিভিন্ন বর্ণের সমারোহ কাঠের সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়তা করে। আর্থিক দিক হইতেও কাঠ খুব ব্যয়সাপেক্ষ নহে। কাঠ ভাস্কিয়া গেলে জোড়া লাগান সহজ। তাহা ছাড়া কাঠের রঙ চাটীয়া গেলে পুনরায় রঙ প্রয়োগ করিয়া উহার পূর্বের চাকচিক্য ফিরাইয়া আনা যায়। দরজা-জানালা ও গৃহের অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত কাঠকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিলে ধূলাবালি উহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না।

## কাচ

গৃহ নির্মাণের উপকরণের মধ্যে কাচ অন্যতম। দরজা-জানালার ফ্রেমে আচ্ছাদন হিসাবে কাচ ব্যবহৃত হয়। আধুনিক অনেক বাড়িতে কাচের দেওয়াল দেখা যায়।

দরজা-জানালায় শক্ত লোহার বা কাঠের ফ্রেমে কাচ ব্যবহার করিলে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না, বরং ইহাতে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। শীতকালে কাচ ভেদ করিয়া মৃদু সূর্যরশ্মি গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। তবে আমাদের দেশের আবহাওয়া বিবেচনা করিলে দেওয়ালে কাচ ব্যবহার না করাই শ্রেয়। ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া ঝড়-বৃষ্টিতে কাচ সহজেই ভাস্কিয়া যায়। এমন ঝড়-বৃষ্টি আমাদের দেশে সচরাচর পরিলক্ষিত হওয়ায় আমাদের দেশে গৃহ নির্মাণে কাচের ব্যবহার যত কম করা যায় ততই ভাল। কাচ ভেদ করিয়া সূর্যরশ্মি সহজেই প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া গ্রীষ্মকালে কক্ষ অত্যন্ত তপ্ত হইয়া উঠে। পারিবারিক গোপনীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য ট্রান্সলুসেন্ট (translucent) বা ওপেক (opaque) কাচ বিভিন্ন কক্ষে এবং গোসলখানায় ব্যবহার করা উচিত।

কাচ ওজনে হালকা এবং অত্যন্ত মসৃণ। বিভিন্ন রঙ প্রয়োগ করিয়া এবং নক্সা অঙ্কন করিয়া কাচের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।

কাচে প্রায়ই ধূলাবালি জমিয়া ঝাপসা দেখায়। অতিরিক্ত নোংরা হইয়া গেলে কাচ ঠাণ্ডা পানি দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ঝাড়িয়া মুছিয়া কাচকে পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কাচে কোনো দাগ লাগিলে মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit) ব্যবহার করিয়া উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত।

## বাঁশ

গৃহ নির্মাণে বাঁশের ব্যবহার সাধারণত বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলেই বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। শহর এলাকায় বাঁশের চাহিদা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

অনেক স্থানে বাঁশ সরু করিয়া কাটিয়া বেড়া তৈয়ারি করা হয়। এই জাতীয় বাঁশের বেড়া পল্লী অঞ্চলে দেওয়ালের কাজ করে। এমনকি এই বেড়াকে ইটের পাঁচিলের কাজের মত কাজেও লাগান হয়। শক্ত করিয়া খাড়া করার জন্য ইহাকে কিছু দূরে দূরে তার বা দড়ির সাহায্যে উপযুক্ত বাঁশের খুঁটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া দিতে হয়।

বাঁশ সস্তা বলিয়া গ্রামাঞ্চলে কৃষক এবং শহরের নিম্ন আয়ের লোকদের পক্ষে ইহা দ্বারা গৃহ নির্মাণ সহজসাধ্য।

বাঁশ সহজে তপ্ত হয় না। ইহা মোটামুটি অনেকটা টেকসই হইলেও, ঘুণে ধরিলে খুব তাড়াতাড়ি ইহার অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে ঘুণে না ধরে সেই জন্য ঝাড়ন দিয়া ইহা ঝাড়া উচিত। বেড়ার রঙ প্রয়োগ করিলে ইহা বেশি দিন টেকে। বাঁশের খুঁটিতে তৈল মাখিলে উহার চাকচিক্য বৃদ্ধি পায়।

## মাটি

আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে মাটির ঘর দেখা যায়। মাটি দিয়া ঘর প্রস্তুত করিতে খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না বলিয়া নিম্ন আয়ের পরিবার মাটি দিয়া ঘর নির্মাণ করিয়া থাকে।

আর্থিক দিক হইতে উপযোগী হইলেও মাটির ঘর আমাদের দেশের আবহাওয়ার জন্য মোটেই উপযুক্ত নহে। মাটির ঘর গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু ঝড়-বাদলের দিনে কিংবা বন্যার সময় মাটি ভিজিয়া উহা ধসিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাটির ঘর সর্বদা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখা উচিত। গোবর ও মাটি মিশাইয়া এমন ঘর মধ্যে মধ্যে লেপিয়া দিলে ঘর সহজে ফাটিয়া যায় না।

গৃহ নির্মাণের প্রধান উপকরণগুলি সম্পর্কে আমরা উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এইসব উপকরণ ছাড়া আরও অনেক উপকরণ গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে টেরাকটা (teracota), সুরকী (surki), মর্টার (mortars), কংক্রীট (concrete), প্লাস্টিক (plastics), এসবেস্টোস (asbestos) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৌশলবিজ্ঞানের কিছুটা জ্ঞান না থাকিলে ইহাদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা কঠিন বলিয়া আলোচ্য অধ্যায়ে এইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল না।



## চতুর্থ অধ্যায়

### আসবাবপত্র এবং গৃহসজ্জার অন্যান্য সামগ্রী

#### (FURNITURE AND FURNISHING EQUIPMENTS)

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা গৃহ নির্মাণের উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আসবাবপত্র এবং গৃহসজ্জার অন্যান্য সামগ্রীর উপর আলোকপাত করা হইবে।

গৃহ নির্মাণের পর গৃহকে বিভিন্ন আসবাবপত্রে সাজাইয়া তুলিতে হয়। আশ্রয়ের জন্য গৃহ যেমন প্রয়োজনীয়, স্বচ্ছন্দ বসবাসের জন্য গৃহে পরিমিত এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংস্থানও তেমনি জরুরি। আসবাবহীন বাসস্থান অনেকটা শাখা-পত্রহীন বৃক্ষের মত। আসবাবপত্র কেবল যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করে তাহা নহে। আসবাবপত্র বাসস্থানকে দৃষ্টিমধুর ও মনোরম করিয়া তোলে। পরিকল্পিত উপায়ে উপযুক্ত আসবাবপত্র গৃহকে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করিয়া তুলিলে গৃহের অনেকখানি শ্রীবৃদ্ধি হয়।

খাট, চৌকি, চেয়ার, সোফা, আলনা ইত্যাদিকে এক কথায় আসবাব বা ফার্নিচার (furniture) বলা হয়। ইহা ছাড়া দরজা-জানালায় পর্দা, কাপেট, পুষ্পাধার, চিত্রাদি এমন অনেক বস্তু আছে যেইগুলির সাহায্যে গৃহকে সজ্জিত করা যায়। এইগুলিকে ইংরেজিতে ফার্নিশিং (furnishing) বলা হইয়া থাকে। বস্তুত, আসবাবও একপ্রকার গৃহসজ্জার সামগ্রী। সেইজন্য গৃহসজ্জার সামগ্রী বা ফার্নিশিং বলিতে আসবাব ও অন্য সকল প্রকার সামগ্রীকেই বোঝায়। আসবাব বা ফার্নিচার তাই গৃহসজ্জার সামগ্রী বা (furnishing), এর একটি বিশেষ অংশ।

আলোচ্য অধ্যায়ে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সম্পর্কে প্রধানত আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিব :

- ক. আর্থিক বিবেচনা
- খ. আসবাব নির্বাচনের মান
- গ. আসবাবের যত্ন এবং রক্ষণ
- ঘ. আসবাবের উপযোগিতা এবং সৌন্দর্য

৬. বিভিন্ন কক্ষে আসবাব সংস্থান
৮. গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণ (furnishings)
৯. অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী (equipments)

### আর্থিক বিবেচনা (Economic Considerations)

আসবাব নির্বাচনে যে প্রধান বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হয় তাহাদের মধ্যে আর্থিক বিবেচনা একটি। আমাদের দেশে সম্পদ ও আয় অনুযায়ী সাধারণত তিন শ্রেণির পরিবার দেখা যায়, যেমন, উচ্চ, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণি। শ্রেণিভেদে আর্থিক কারণের জন্য আসবাব এক প্রকার হয় না। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ শ্রেণির পরিবারে যে সমস্ত আসবাব আমরা দেখিতে পাই নিম্নশ্রেণির পরিবারের পক্ষে সেইগুলির অধিকাংশই ক্রয় করা সম্ভব নহে। পরিবার যে শ্রেণিরই হউক না কেন আসবাব ক্রয়ের সময়ে পরিবারকে পারিবারিক আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের একটি সমতা রাখা উচিত। পরিবারের মাসিক আয় যত উহা হইতে কিছু অর্থ বাঁচাইয়া আসবাব ক্রয় ও মেরামতের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আসবাব নির্বাচনের বাজেটের প্রসঙ্গ আসে। যেহেতু সকল পরিবারেরই আয় মূলত সীমাবদ্ধ, সেইহেতু সকল পরিবারেরই আসবাব ক্রয়ের পূর্বে একটি সুপরিকল্পিত ঝড়ো বা বাজেট তৈয়ারি করা উচিত। এই বাজেটে কেবল যে খরচের পরিমাণ ধার্য করা হইবে তাহা নহে, বিভিন্ন সময়ের ধার্যকৃত খরচের একটি সময়-তালিকাও থাকিতে হইবে। একসঙ্গে সকল প্রয়োজনীয় আসবাব ক্রয়ের ক্ষমতা আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারেরই নাই। এমতাবস্থায় বিভিন্ন সময়ের আংশিকভাবে আসবাব ক্রয় করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েক মাসের সময়-তালিকায় প্রথম মাসে একটি পরিবার নিতান্ত প্রয়োজনীয় আসবাব ক্রয় করিতে পারে। পরে সময়-তালিকা অনুযায়ী একটি বা কয়েকটি করিয়া আসবাব ক্রয় করিয়া একসঙ্গে অর্থ ব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

অনেক ক্ষেত্রে আসবাবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পরিবারের পক্ষে বাঁচান সম্ভব হয় না। এমন অবস্থায় কয়েক কিস্তিতে আসবাব ক্রয় করিতে পারে। আসবাবের মূল্য একই সঙ্গে পরিশোধ না করিয়া বিক্রেতাকে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করা যায়। কিস্তিতে এমন আসবাব ক্রয় অর্থাভাব বা অর্থের টানটানি হইতে পরিবারকে রক্ষা করে। বৃহৎ অর্থব্যয়ের ভয়ে যে-ক্ষেত্রে পরিবারের কোনো আসবাব সংগ্রহের সম্ভাবনা না থাকিত, কিস্তিতে ক্রয়ের ফলে সেই পরিবারেরই প্রয়োজনীয় আসবাবসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি লাভ করে।

শুধু যে কিস্তিতে আসবাব ক্রয় করা যায় তাহা নহে। প্রয়োজনবোধে অনেক ক্ষেত্রে আসবাব ভাড়াও পাওয়া যায়। আসবাবের প্রয়োজন সাময়িক হইলে অথবা অর্থ ব্যয়

করিয়া আসবাব একেবারে ক্রয় করার চাইতে ভাড়ায় আসবাব লওয়া অধিকতর যুক্তিসংগত।

আর্থিক বিবেচনায়ই অনেকে আবার পুরাতন আসবাব (second hand furniture) ক্রয় করিয়া থাকেন। এই ধরনের পুরাতন আসবাব নতুন আসবাবের চাইতে অনেক কম মূল্যে পাওয়া যায়। কম অর্থ ব্যয় হয় বলিয়াই যে পুরাতন আসবাব ক্রয় করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। এই প্রসঙ্গে পুরাতন আসবাবের অসুবিধাগুলিও তলাইয়া দেখা উচিত। প্রথমত, এই ধরনের পুরাতন আসবাবের বাহ্যিক সৌন্দর্য পূর্বে ব্যবহারের ফলে অনেকটা ম্লান হইয়া পড়ে। পূর্বের চাকচিক্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া সেইগুলিতে রঙ ও বার্নিশ প্রয়োগ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, এমন ব্যবহৃত আসবাবের গঠন, আকার ও স্টাইল অনেক ক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে খাপ না-ও খাইতে পারে। যুগসচেতনতা ও মার্জিত রুচির কথা চিন্তা করিলে এমন আসবাব ক্রয় না করাই যুক্তিসংগত। আসবাব ক্রয়ের আর্থিক বিবেচনার জন্য পরিবারের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কেও সচেতন থাকা উচিত। বিবাহের প্রথম বৎসরে পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবই কেবল ক্রয় করা উচিত। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্যান্য আসবাব ক্রয়ের প্রতি যত্নবান হইবে। পরিবারে শিশু থাকিলে এমন সব আসবাব ক্রয় করা উচিত যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া না যায়। যেমন, যে বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকে ঐ সকল বাড়িতে কাচপ্রধান আসবাব যত কম থাকে ততই ভাল। এইসব পরিবারে কাঠের আসবাব ব্যবহার করাই শ্রেয়। ফলে আসবাব অথবা ভাঙ্গিয়া না যাওয়ার অপচয় এড়ানো যায়।

সীমিত আয়ে বা অর্থে সকল প্রকার আসবাবে চাহিদা পূরণ প্রায় অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে আসবাব সংস্থানে সুপরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে পরিবারের বৈঠকখানায় শোফা রাখার মত সংগতি নাই সেই পরিবারে গুটিকতক বেতের চেয়ার, টেবিল, বেতের মোড়া ইত্যাদি দ্বারা বৈঠকখানায় আসবাবের প্রয়োজন মিটানো উচিত।

সবশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আসবাবের সংখ্যা অধিক হইলেই যে গৃহসজ্জা মনোরম হইবে এমন কোনো কথা নাই। সুপরিকল্পিত উপায়ে কম আসবাবের সাহায্যেও গৃহকে মনোরম করিয়া তোলা যায়। আসবাব ক্রয় এবং তাহার সংস্থান গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিচয় বহন করে।

### আসবাব নির্বাচনের মান (Standards for selection)

আসবাব নির্বাচনে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাখিতে হইবে :

১. আসবাবের মূল্য
২. আসবাবের উদ্দেশ্য
৩. আরাম

৪. আসবাবের প্রকার ও গঠন
৫. স্টাইল
৬. আসবাবের যত্ন ও সংরক্ষণের সুবিধা
৭. ঘরের আকার ও প্রকারভেদ
৮. সৌন্দর্য
৯. শিল্পের কিছু সংখ্যক নীতি
১০. পরিবারের লোকসংখ্যা, বয়স এবং কর্মতৎপরতা
১১. গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রীর পেশা।

আসবাব ক্রয়ে তাহাদের মূল্য এবং আর্থিক বিবেচনা সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অংশে আমরা আসবাব নির্বাচনে অন্যান্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আসবাব নির্বাচনের পূর্বে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে গৃহে কি কি আসবাব বর্তমান রহিয়াছে এবং কি কি নতুন আসবাবের প্রয়োজন।

আসবাব নির্বাচনে আসবাবের উদ্দেশ্যের উপর পরিমিত গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। একই আসবাব বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতে সম্ভব হইলে উহার মূল্য কিছুটা অধিক হইলেও এমন আসবাব নির্বাচনে দ্বিধা করিতে নাই।

আসবাব নির্বাচনে আসবাবের আরামের প্রতিও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সেইজন্য চেয়ার, টেবিল, তাক, আলনা প্রভৃতি আসবাবের উপযুক্ত আয়তন, উচ্চতা ও গভীরতা যাহাতে থাকে তাহার নিশ্চয়তা বিধান করা উচিত। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আসবাব যদি প্রয়োজনীয় আরাম-আয়েস প্রদান করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার ব্যবহারিক মূল্য অনেকটা কমিয়া যায়।

আসবাবের গঠন ও প্রকারভেদও এই প্রসঙ্গে একটি বিবেচ্য বিষয়। অফিস আদালতের জন্য যে সমস্ত আসবাব ব্যবহৃত হয়, সেইগুলি বাসায় ব্যবহার নাও করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চেয়ার বিভিন্ন আকারের ও গঠনের হইতে পারে। আগ্রামের জন্য ইঞ্জি চেয়ার (easy chair), পড়িবার জন্য শক্ত চেয়ার, লনে বসিবার জন্য হালকা সাধারণ চেয়ার অনেকেংশে ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটায়। একই অর্থে বিভিন্ন আকারের ও গঠনের আসবাব পাওয়া যায়। আসবাব ক্রয়ের সময় রুচি অনুযায়ী আকারের ও গঠনের আসবাব ক্রয় করা উচিত।

যেহেতু আসবাব কেবল প্রয়োজনই মিটায় না, রুচিরও পরিচয় বহন করে, সেইহেতু আসবাব যুগোপযোগী হওয়া উচিত। আসবাব নির্বাচনে প্রচলিত স্টাইলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে নির্বাচিত আসবাবগুলি অপ্রচলিত (out dated) না হইয়া পড়ে।

আসবাব নির্বাচনে আসবাবের যত্ন এবং সংরক্ষণের সুবিধা বিবেচনা করা উচিত। যে সমস্ত আসবাব সংরক্ষণ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হয় কিংবা যে সমস্ত আসবাবের যত্ন কষ্টসাপেক্ষ, সেইগুলি নির্বাচনের সময় উহাদের ভবিষ্যতে যত্ন ও সংরক্ষণ যথার্থভাবে

সম্ভব কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ভবিষ্যতে যত্ন ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা থাকিলেই কেবল এমন আসবাব ক্রয় করা যাইতে পারে। অন্যথায় যে সমস্ত আসবাবের যত্ন ও সংরক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ সেইগুলি ক্রয় করা উচিত।

আসবাবের আয়তন এবং আকার ঘরের আয়তন ও আকারের উপর নির্ভর করে। এইজন্য গৃহের আকার ও প্রকারভেদে আসবাব নির্বাচনে একটি বিশেষ ভাবিবার বিষয়। ঘর বড় হইলে ইহাতে অনেক আসবাব সংকুলান করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ছোট ঘরে আসবাবের বাহুল্য নিবুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে। সীমিত আয়তনবিশিষ্ট কক্ষের জন্য সুন্দর এবং মনোরম ডিজাইনের পরিমিত আসবাব নির্বাচনই উত্তম। গৃহের গঠনের প্রকারভেদে আসবাবের প্রকার ভিন্ন হইতে পারে। যেমন, গোলাকার গৃহের জন্য যে আকারের আসবাব উপযুক্ত, লম্বাটে বা বর্গাকার গৃহের জন্য সেই আসবাব মানানসই নাও হইতে পারে।

আসবাব গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রীর রুচি এবং সৌন্দর্যজ্ঞানের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয় বলিয়া আসবাব নির্বাচনে আসবাবের সৌন্দর্যের প্রতিও বিশেষ সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

একই ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ এমন দুইটি আসবাবের মধ্যে আমাদের একটি পছন্দ করিতে হইলে, অধিকতর সুন্দর আসবাব নির্বাচন করাই আমাদের উচিত।

এই প্রসঙ্গে আসবাব নির্বাচনে শিল্পনীতিসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে। শিল্পের মূলনীতিগুলি যেমন, সমন্বয়, সামঞ্জস্য, ছন্দ, বর্ণ এবং আকর্ষণ এই সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। যেমন, বিভিন্ন রঙের আসবাব ক্রয় করিবার কিংবা বিভিন্ন আসবাবে রঙ প্রয়োগ করিবার সময় কক্ষের মেঝে ও দেওয়ালের রঙের সহিত আসবাবের রঙের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা উচিত। হালকা নীলরঙের ডিসটেম্পার (distemper) করা ঘরে সবুজ বা লাল রঙের আসবাব খুবই বেমানান। একই প্রকারে আসবাবের গদি এবং ঢাকনা নির্বাচনে কক্ষের বিভিন্ন অংশের রঙের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আসবাব নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলে এবং আসবাব সংস্থানে ছন্দ এবং সামঞ্জস্যের নীতি মানিয়া চলিলে আসবাবের সহিত গৃহেরও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

পরিবারের লোকসংখ্যা, বয়স এবং কর্মতৎপরতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসবাব নির্বাচন করা উচিত। পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক হইলে স্বভাবতই আসবাব বেশি হইবে। বয়স অনুযায়ীও আসবাবের তারতম্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে পরিবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকে সেই পরিবারের আসবাব বড়দের পরিবারের আসবাব হইতে অনেকটা ভিন্ন হইবে। শিশুদের জন্য পরিবারে এমন আসবাব ক্রয় করিতে হইবে যেইগুলি শিশুদের মারাত্মক ক্ষতির কারণ না হইয়া দাঁড়ায় এবং সেইগুলি সহজে না ভাঙ্গে। শিশুদের উপযোগী আসবাব মসৃণ এবং হালকা হওয়া দরকার। কর্মতৎপরতাও

আসবাব নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সদস্যরা যদি খোশমেজাজী এবং আমোদ-প্রমুদে হয় তাহা হইলে পরিবারে প্রায়ই অতিথি আগমন, পার্টি ইত্যাদি লাগিয়া থাকে। এইসব পরিবারে বৈঠকখানা এবং ঝাইবার ঘরের আসবাব পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত হইতে হইবে।

কর্মতৎপরতা প্রসঙ্গেই আসবাব নির্বাচনকালে গৃহস্থামী বা গৃহকর্ত্রীর পেশাও একটি লক্ষণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। পরিবারের কর্তা যদি আইনজীবী হন, তাহা হইলে সেই পরিবারে বই-পুস্তক রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় আলমারিসমৃদ্ধ পাঠাগার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া মক্কেলদের বসিবার এবং তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য উপযুক্ত আসবাববিশিষ্ট বৈঠকখানা বা বসিবার ঘরও থাকিতে হইবে। যে সকল পেশায় ঘন ঘন বদলীর সম্ভাবনা থাকে, সেই সব পেশাধারী পরিবারে অপেক্ষাকৃত ভারী, স্থায়ী এবং ভঙ্গুর আসবাব বেশি না থাকাই শ্রেয়। কারণ এই সকল আসবাব এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার অনেক অসুবিধা।

আসবাব নির্বাচনে যে মূল বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত, উপরে সেইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আসবাব নির্বাচনে বা ক্রয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাখা উচিত।

১. প্রথমে অধিক প্রয়োজনীয় আসবাবগুলি ক্রয় করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় ছোট ছোট আসবাবের প্রতি নজর দিতে হইবে,
২. আসবাবগুলি মজবুত কিনা এবং তাহাদের বিভিন্ন অংশ যথাস্থানে আছে কিনা দেখা উচিত।
৩. তাড়াতাড়ির সহিত এক দোকান হইতে আসবাব ক্রয় না করিয়া বিভিন্ন দোকানে আসবাব দেখিয়া তবেই আসবাব ক্রয় করা উচিত। সুপরিচিত বিক্রেতার নিকট হইতে আসবাব ক্রয় করা ভাল।
৪. আসবাব নির্বাচন বা ক্রয়ের পূর্বে মোটামুটি কি ধরনের স্টাইল অনুসরণ করা হইবে তাহা ভাবিয়া রাখা উচিত।
৫. আসবাবের সঙ্গে গৃহসজ্জার অন্যান্য সামগ্রীর (other furnishings) নিবিড় সম্পর্ক থাকায় আসবাব ক্রয়ের পূর্বে পরিবারের গৃহসজ্জার অন্যান্য সামগ্রীরও আকার, গঠন, বর্ণ ইত্যাদি দেখিয়া লইলে ভাল হয়।

#### আসবাবের যত্ন এবং রক্ষণ (Care and Upkeep of Furniture)

কাঠ, বেত, কাচ, প্লাস্টিক, নাইলন ইত্যাদি দ্বারা আসবাব প্রস্তুত করা হয়। আসবাব যাহাতে বেশি দিন টিকিয়া থাকে এবং উহার সৌন্দর্য কম ক্ষুণ্ণ হয় তাহার জন্য আসবাবের সাধারণ ও বিশেষ যত্নের প্রতি গৃহিণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা উচিত। বস্তুবিশেষে নির্মিত বিভিন্ন

আসবাবের যত্নের পদ্ধতিও বিভিন্ন। বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে বা সাহায্যে প্রস্তুত আসবাবের সাধারণ এবং বিশেষ যত্ন নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

সাধারণ যত্নের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে আসবাবে ধূলাবালি না জমে কিংবা সেইগুলি অসুবিধামুক্ত স্থানে রক্ষিত না হয়। সব সময় ঝাড়িয়া মুছিয়া আসবাবের ধূলাবালি দূর করা উচিত। এইজন্য পরিষ্কার নরম কাপড় ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড়ে অধিক ধূলা লাগিলে কাপড়টি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কাঠের আসবাবের ক্ষেত্রে এই কথা যেমন খাটে, বেতের, কাচের লোহার ও স্টীলের এবং নাইলন ও প্লাস্টিকের আসবাবেও ইহা একইভাবে প্রযোজ্য। এই সকল বস্তু-নির্মিত আসবাব কখনও রৌদ্রে রাখিতে নাই। ইহাতে আসবাবের ক্ষতি হয়। কাঠের আসবাবের রঙ ঝলসাইয়া যাইতে পারে। প্রথর সূর্যতাপে বেত অনেক সময় ফাটিয়া যায়। কাচের বা লোহার আসবাব রৌদ্রে রাখিলে এই সকল আসবাব অথবা গরম হইয়া উঠে। একইভাবে রৌদ্রতাপে নাইলন বা প্লাস্টিকের আসবাবের বুনট খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

আসবাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ যত্ন-পদ্ধতি নিম্নরূপ :

### কাঠের আসবাব

খাট, টেবিল, চেয়ার, টুল, আলমারি, আলনা ইত্যাদি আসবাবে কাঠ ব্যবহৃত হয়।

কাঠের আসবাবে মোম বা পালিশ প্রয়োগ করিয়া মসৃণতা ও চাকচিক্য আনা যায়। মোম লাগাইবার পূর্বে কাঠের আসবাবে কোনো তৈল কিংবা ধূলাবালি থাকিলে তাহা দূর করিয়া লওয়া উচিত। ইহার পর সাবান-পানির সাহায্যে গরম কাপড় দ্বারা আসবাবটি ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। আসবাবে ঠিকমত পালিশ প্রয়োগ না করিতে পারিলে তাহাতে একটি অসুন্দর তৈলাক্ত ভাব থাকিয়া যায়। মোমের উপরে আসবাব-পালিশ অথবা আসবাব-পালিশের উপরে মোম লাগাইলে আসবাব আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। বিভিন্ন আসবাবের জন্য বিভিন্ন প্রকার পালিশ উপযোগী বলিয়া কোন্ আসবাবে কোন্ পালিশ প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখা উচিত।

আসবাবে আস্তুর বা পালিশ লাগাইবার একটি নিয়ম আছে। অল্প ভিজা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় কিছুটা পালিশ বা আস্তুর লাগাইয়া আসবাবের উপরে লম্বালম্বিভাবে ঘষিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে একটি শুষ্ক নরম কাপড়ের সাহায্যে আসবাবটি ঘষিলে উহাতে পালিশ ঠিকভাবে বসিবে এবং আসবাবের চাকচিক্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইবে।

পেস্ট মোম (Paste wax) ব্যবহারের জন্য নরম কাপড়ের ভাঁজ করা অংশের উপরে মোম লাগাইয়া আসবাবের উপর প্রলেপ (coating) দিতে হয়। পরে আসবাবটি শুকাইবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। প্রায় বিশ মিনিট পরে অন্য একটি নরম কাপড় দিয়া আসবাবটি ঘষা উচিত। ইহাতে আসবাবের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

আসবাবে অন্যভাবেও আস্তুর দেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে আসবাবের ধুলা দূর করিবার পর সাবান-পানিতে কিছুটা তর্পিন তৈল প্রয়োগ করিয়া প্রথমে আসবাবটি ধুইয়া শুকাইতে দিতে হইবে। তাহার পর কিছু পরিমাণ পাথরের গুঁড়ার সহিত লেবু অথবা গরম লিনসিড তৈল মিশাইয়া উহা আসবাবের নির্দিষ্ট স্থানসমূহে নরম কাপড় দিয়া ঘষিতে হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবাবটি গরম হয়। এমন আস্তুর প্রয়োগেও আসবাবের চাকচিক্য বাড়ে।

এইসব পদ্ধতি ছাড়াও সাধারণভাবে আসবাবের কোণ এবং খোলা অংশগুলি পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়া ঝাড়িয়া ধুলাবালি দূর করিলে আসবাবের পূর্ব সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকে। আসবাব হইতে ধুলা দূর করিয়া কয়েক ফোঁটা তৈল দিয়া ঘষিলেও আসবাবের পূর্বের চাকচিক্য অনেকটা ফিরাইয়া আনা যায়।

আসবাব ঝাড়িয়া মুছিয়া কেবল চাকচিক্য বজায় রাখিলেই যথেষ্ট হইবে না। উপযুক্ত রক্ষণের জন্য আসবাবের ব্যবহারের প্রতিও যত্নবান হওয়া উচিত। অনেক সময় অসাবধানতার ফলে সিগারেটের আগুনে আসবাব পুড়িয়া ছিদ্র হইয়া যায় কিংবা উহাতে দাগ পড়িয়া যায়। ইহাতে আসবাবের সৌন্দর্য টেবিল ম্যাট বা ন্যাপকিন (napkin) ছাড়া ভিজা গ্লাস বা পেয়লা টেবিলে রাখিলে অনেক সময় আসবাবের পালিশ নষ্ট হইয়া টেবিলে বিশ্রী দাগ পড়ে। আসবাবের যথার্থ রক্ষণের জন্য এমন ছোটখাটো ব্যাপারেও আমাদের খেয়াল রাখা কর্তব্য। এইজন্য টেবিলের উপরে রক্ষিত ছাইদানিতে সিগারেটের ছাই ফেলা উচিত এবং গ্লাস বা পেয়লা রাখিবার জন্য টেবিলের উপরে বড় আচ্ছাদন বা ম্যাট (mat) বা ন্যাপকিন ব্যবহার করা উচিত। শুধু গ্লাস বা পেয়লাই নহে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন, ফুলদানি, ছাইদানি ইত্যাদি রাখার জন্যও কাঠের উপর আচ্ছাদন বা ম্যাট ব্যবহার করা দরকার। এইসব সতর্কতা অবলম্বন করার পরও যদি কোনভাবে টেবিলে দাগ পড়ে তাহা হইলে ঐ জায়গাটি সাবান-পানি দিয়া ধুইয়া মোম দিয়া ঘষিয়া দেওয়া উচিত।

ইহা ছাড়া ভিজা বা তৈলাক্ত হাত যখন তখন আসবাবে লাগাইতে নাই। ইহাতে আসবাবে মলিনতা আসে বা বিশ্রী দাগ পড়ে। আসবাব যাহাতে অনেকদিন টিকিয়া থাকে এবং সুন্দর দেখায়, সেইজন্য প্রথম হইতেই পরিবারের সকলের আসবাবের প্রয়োজনীয় যত্ন লওয়া উচিত।

### বেতের আসবাব

বেতের চেয়ার, টেবিল, মোড়া, শেলফ ইত্যাদি আমরা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করিয়া থাকি। এই সকল আসবাবের প্রতিও আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। বেশি নোংরা হইয়া গেলে বেতের আসবাব সাবান-পানি দিয়া ধুইয়া শুকনা কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বেতের আসবাবে রঙ দিলে সেইগুলি বেশি দিন টেকে এবং দেখিতেও সুন্দর দেখায়। বেতের আসবাবে ছারপোকা হইলে গরম পানি দিয়া সেইগুলি ধুইয়া ফেলা প্রয়োজন।



### কাচের আসবাব

আসবাবের অনেক স্থানে কাচ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, টেবিলের উপরে, ড্রেসিং টেবিলের একপাশে ও পার্শ্ব-টেবিলে অনেক সময় কাচ ব্যবহৃত হয়। কাচ ভঙ্গুর বলিয়া কাচনির্মিত বা কাচসংযুক্ত আসবাব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

কাচে যেন কোনো প্রকার দাগ না লাগে সেইদিকে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। ইহার জন্য কোনো অসমতল ধারালো কোণবিশিষ্ট জিনিস কাচের আসবাবের উপর রাখিতে নাই।

কাচ বেশি অপরিষ্কার হইয়া পড়িলে মেথিলেটেড স্পিরিটে ভিজানো কাপড়ের টুকরার সাহায্যে কাচ মুছিয়া ফেলা যায়, পরে শুকনা কাপড় দ্বারা আবার মুছিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে।

### নাইলন ও প্লাস্টিকের আসবাব

নাইলন ও প্লাস্টিকও বিভিন্ন আসবাবে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত ময়লা জমিলে কাঠ ও বেতের আসবাবের মত সাবান-পানি দিয়া এমন আসবাব ধুইয়া শুকনা কাপড় দিয়া মুছিয়া পানি শুকাইয়া লইতে হয়। একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই এই ধরনের আসবাব অনেক দিন ভালভাবে টিকাইয়া রাখা যায়।

### লোহা, স্টীল ইত্যাদি নির্মিত আসবাব

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আসবাবের মধ্যে লোহা বা স্টীলের আসবাবও অনেক দেখা যায়; যেমন, খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি।

ধূলাবালি এবং জলীয় বাষ্পের সান্নিধ্যে ঘন ঘন আসিলে লোহার মরিচা (stain) পড়ে। মরিচা পড়া এড়ানোর জন্য এইরূপ আসবাব সর্বদা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়। কোনো কারণে এইরূপ আসবাবে যদি মরিচা পড়ে তাহা হইলে আসবাবের ধূলা দূর করিয়া নারিকেল তৈল ভিজা পরিষ্কার কাপড়ে প্রয়োগ করিয়া মরিচা পড়া অংশ ধুইতে হইবে। পরে অন্য একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়া তৈলাক্ত স্থান মুছিয়া ফেলা উচিত। স্টেনলেস স্টীলের (stainless steel) আসবাবে মরিচা না ধরিলেও চাকচিক্য ও মসৃণ রাখার জন্য সেইগুলিও সর্বদা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখা উচিত।

### আসবাবের উপযোগিতা এবং সৌন্দর্য (Utility and beauty)

পূর্বেই বলা হইয়াছে আসবাবহীন গৃহ শাখা-পত্রহীন বৃক্ষের মত। আসবাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে। আসবাব না থাকিলে জীবন

ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িত না সত্য, কিন্তু স্বচ্ছন্দ বসবাস নিশ্চয় দুঃস্থ এবং কষ্টকর হইয়া পড়িত। দৈনন্দিন প্রয়োজনে বসা, খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে আসবাব ব্যবহৃত হয়।

আসবাব যেমন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে তেমনি আসবাবের উপযোগিতা প্রকারভেদে ভিন্ন। খাট, চৌকি, ইত্যাদির উপর আমরা শয়ন করি। এই সমস্ত আসবাব আমাদের শয়নঘরের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটায়। একইভাবে চেয়ার, সোফা, ডিভান, টুল ইত্যাদি বসিবার ঘরে বসিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকারের চেয়ার ও টেবিল খাইবার ঘরেও শোভা পায়। এক কথায় আসবাবের উপযোগিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত বেশি।

বিভিন্ন প্রকারের আসবাবের গুণাগুণের উপরও আসবাবের উপযোগিতা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বেতের আসবাব হইতে কাঠের আসবাব অধিক মজবুত এবং টেকসই। আবার কাঠের মধ্যেও মেহগনি, সেগুন ইত্যাদি কাঠের আসবাব অন্যান্য কাঠের আসবাব হইতে অধিকতর উপযোগী।

আসবাব স্থাপনকালে, বিভিন্ন আসবাবকে নিজেদের উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন করা উচিত। স্থানভেদে আসবাবের উপযোগিতার তারতম্য ঘটে। খাইবার ঘরের টেবিল যেমন বসিবার ঘরের জন্য উপযুক্ত নহে, তেমনি বসিবার ঘরের সোফা বা ডিভান খাইবার ঘরে বিশেষ কাজে আসে না। বাড়িতে বেতের, নাইলনের বা প্লাস্টিকের আসবাব যেমন, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি থাকিলে সেইগুলি সাধারণত বারান্দায় বা অন্য কোনো খোলা স্থানে এমনভাবে রাখা উচিত যাহাতে সেইগুলি সহজেই নাড়াচাড়া করা যায়। প্রয়োজন হইলে এমন আসবাব গ্রীষ্মকালে বাহিরে খোলা মাঠে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। দৃশ্যত, আসবাবের এমন ব্যবহার আসবাবের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে।

গৃহকে পর্যাপ্ত আসবাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত আসবাব থাকিলে সমগ্র আসবাবের উপযোগিতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারের পক্ষেই এমন অর্থব্যয় করা কষ্টসাধ্য। এমন ক্ষেত্রে একই আসবাবকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করিয়া আসবাবের উপযোগিতা বাড়াইয়া যাইতে পারে। সামান্য একটু কল্পনা এবং বুদ্ধির সাহায্যে গৃহিণী ঘরের চেয়ার, টেবিল, মোড়া, টুল ইত্যাদিকে প্রয়োজনবোধে নানা কাজে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন।

উপযোগিতার কথা বিবেচনা করিয়া আসবাব সংস্থাপন কালে উহাদের সৌন্দর্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আসবাব শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনই মিটায় না, সৌন্দর্যের উপকরণ হিসাবে আমাদের চিত্তকে প্রফুল্ল রাখে। আসবাবকে তাই কেবল ব্যবহারিক শিল্প বলিলে ভুল হইবে। একই সঙ্গে ইহা ব্যবহারিক এবং আলঙ্কারিক শিল্প। আসবাবের আকার, গঠন, রঙ ইত্যাদিতে এবং সেইগুলির সংস্থাপনে গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

এইসব বিবেচনা করিয়া আজকাল অনেকেই আসবাবের সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন। শক্ত কাঠের একটি চেয়ার হইলেই আমাদের বসিবার প্রয়োজন মিটিয়া যায়। কিন্তু এমন চেয়ার সুন্দর হইবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। সৌন্দর্যপ্রিয় গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী জানেন কি করিয়া আসবাবের উপযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলির সৌন্দর্যেরও নিশ্চয়তা বিধান করিতে হয়। নানা মনোরম ডিজাইনে একই আসবাব তৈয়ারি করা যায়। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসবাব নির্বাচন করিলে নিঃসন্দেহে একাধারে সেইগুলি উপযোগী ও সুন্দর হইয়া উঠে। সৌন্দর্যজ্ঞান সকলের না থাকায় আসবাব থাকিলেই যে তাহা সুন্দরভাবে সাজান হইবে এমন কথা বলা যায় না। সুনিপুণ গৃহকর্ত্রীর হাতের ছোঁয়ায় সামান্য আসবাবও সাজানোর মাহাত্ম্যে সুন্দর ও মনোরম হইয়া উঠে।

কালের গতির সহিত সমতা রাখিতে গিয়া মানুষের রুচি পাশ্চাত্যেতেছে। পুরাতনকে বর্জন করিয়া নতুনের সহিত তাল মিলাইয়া চলাই মানুষের রীতি। আসবাব মানুষের রুচির পরিচয় বহন করে বলিয়া সময়ের পরিবর্তনে আসবাবের প্রতি সৌন্দর্যের ধারণাও ক্রমশ পরিবর্তিত হইতেছে। সেইজন্য আগের দিনের ভারি এবং কারুকার্য খচিত আসবাব আর বর্তমানে সুন্দর বলিয়া পরিগণিত হয় না। কারুকার্যহীন হালকা আসবাবই এখন সকলের পছন্দ। আধুনিক কালের বিভিন্ন আসবাবে মানুষের রুচির পরিবর্তন প্রতিফলিত। এবস্ট্রাক্ট আর্ট (abstract art)-এর মত বিভিন্ন আকারের চেয়ার বা টেবিল এক কালে হয়ত অসুন্দর বলিয়া অনেকেরই হাসির উদ্রেক করিত। কিন্তু এমন সব আসবাবই আজকাল সুন্দর এবং আকর্ষণীয় বলিয়া গণ্য। কে জানে হয়তো ভবিষ্যতে অন্য কোন প্রকার আসবাব ইহাদের স্থান গ্রহণ করিবে।

আসবাবের আকার, প্রকার ও গঠন যেমনই হউক না কেন, সাজানোর বৈচিত্র্যে সেইগুলি অধিকতর সুন্দর ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে। যেস্থানে যে আসবাব মানানসই সেই স্থানেই তাহা রাখা উচিত। শয়নঘরে ড্রেসিং টেবিল (dressing table) রাখিলে তাহার যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, খাইবার ঘরে বা বসিবার ঘরে রাখিলে সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতে পারে না।

আসবাব নির্বাচন এবং ক্রয় করিয়া সংস্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সৌন্দর্যজ্ঞানের দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না। আসবাবকে সুন্দর ও মনোরম রাখিতে হইলে তাহাদের উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত যত্ন এবং সংরক্ষণের প্রয়োজন। অনাদর এবং অবহেলার জন্য যেমন অনেক সুন্দর ও ভাল আসবাব ধারাপ এবং অসুন্দর হইয়া পড়িতে পারে, তেমনি উপযুক্ত যত্নের সাহায্যে সাধারণ আসবাবকে অনেক দিন ধরিয়া টেকসই এবং আকর্ষণীয় রাখা যায়।

এইসব ছাড়াও পারিপার্শ্বিকের উপর আসবাবের সৌন্দর্য নির্ভরশীল। সেই জন্য আসবাব নির্বাচনে ঘরের আয়তন, আকার, রঙ, গঠন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

আসবাব নির্বাচনে আর্টের বিভিন্ন নীতি মানিয়া চলিলে নিঃসন্দেহে গৃহস্থামী বা গৃহকর্ত্রীর সৌন্দর্যজ্ঞান আসবাবে প্রতিফলিত হয়। আর্টের নীতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

### আসবাব বিন্যাস (Furniture Arrangement)

গৃহের বিভিন্ন কক্ষের জন্য আসবাব নির্বাচন করিবার পর তাহাদের বিন্যাসের প্রশ্ন আসে। আসবাব-বিন্যাস আসবাব নির্বাচনের চাইতে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, কেননা সুস্টু বিন্যাস-নীতির সহায়তায় সাধারণ আসবাবের সাহায্যেও গৃহকে রূপশীময় ও মনোরম করিয়া তোলা যায়। পক্ষান্তরে দামী ও অসাধারণ আসবাবও উপযুক্ত বিন্যাসের অভাবে মনকে প্রভাবিত করিতে পারে না।

আসবাব বিন্যাসে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, কোনো ঘরেই খুব বেশি আসবাব রাখিতে নাই। আসবাবের অহেতুক বাহুল্য সৌন্দর্য সৃষ্টির পরিবর্তে সৌন্দর্যের হানি করে। আসবাব বিন্যাসের পূর্বে বিন্যাসের একটি খসড়া নক্সা প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভালো। ইহাতে কোথায় কোন আসবাব রাখিলে ঘর সুন্দর দেখাইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা সম্ভব। আসবাব একবার স্থাপন করা হইয়া গেলে সেইগুলি বারবার নাড়াচাড়া করা কষ্টসাধ্য এবং আসবাবের জন্য ক্ষতিকর বলিয়া এমন নক্সার সাহায্যে প্রথমেই আসবাবের বিন্যাসের একটি ধারণা করিয়া লওয়া উচিত। অবশ্য একবার আসবাব সংস্থাপনের পর যে তাহাতে কোনো রদবদল করা যাইবে না এমন কোনো কারণ নাই। একই রকমের বিন্যাস দীর্ঘদিনের ব্যবধানে একধেয়ে লাগে বলিয়া প্রয়োজনবোধে বেশ কিছুদিন পরপর বিন্যাসরীতি পরিবর্তন করিয়া আসবাবের সাহায্যে গৃহকে নতুনরূপে সজ্জিত করিয়া তোলা উচিত।

আসবাবের উপযোগিতা গৃহের আকার ও প্রকার, আর্টের নীতি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসবাব সংস্থাপন করা উচিত। স্নিল্পে আমরা গৃহের বিভিন্ন কক্ষে আসবাব-বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

### শয়নকক্ষ

সারাদিন কর্মব্যস্ততার পরে মানুষ স্বভাবতই রাত্রিকালে শয়্যাপ্রিয় হইয়া উঠে। নির্বিঘ্নে নিদ্রার জন্য সে ভাল শয়নকক্ষ ও সুখশয়্যা কামনা করে। শয়নকক্ষের পরিবেশকে মনোরম করিয়া তুলিবার জন্য শয়নকক্ষের আসবাব নির্বাচন ও সংস্থাপনের সময় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা উচিত যাহাতে এমন ঘরে বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখও তৃপ্তিদায়ক হয়।

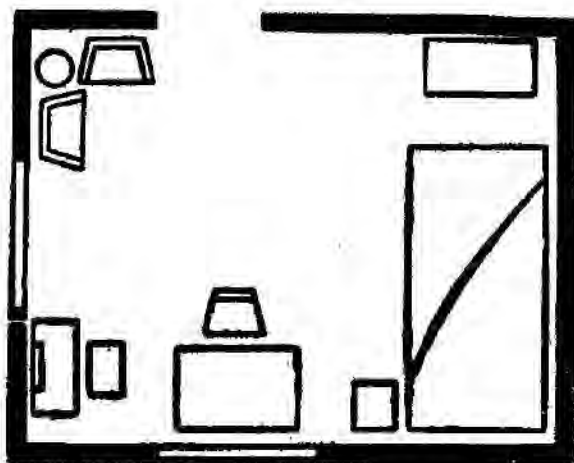
শয়নকক্ষে সাধারণত চৌকি বা খাট, প্রসাধনের টেবিল, কাপড় রাখার আলমারি বা আলনা, লেখার টেবিল এবং দুই একটি চেয়ার রাখা যায়।

বিস্তৃত দেওয়ালের এক পার্শ্বে অথবা শয়নকক্ষের এক কোণায় খাট বা চৌকি রাখা হইলে অনেক স্থানের অপচয় এড়ানো সম্ভব। শীতকালে বিছানায় যাহাতে সরাসরি বাতাস না লাগে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা ভাল। খাটের পার্শ্বে বই, ছাইদানী, টেবিল-ল্যাম্প ইত্যাদি রাখিবার জন্য ছোট টেবিল বা পার্শ্ব-টেবিলের (side table) বন্দোবস্ত করা যায়। আলমারি দেওয়ালসংলগ্ন না হইলে প্রশস্ত দেওয়াল ঘেঁষিয়া তাহা রাখা উচিত।

ড্রেসিং টেবিল কখনও অক্ষকার স্থানে রাখিতে নাই। টেবিল জানালার পার্শ্বে অথবা সম্মুখে রাখিলে প্রসাধনকারিণীর যথেষ্ট আলো পাইতে সুবিধা হয়। লেখাপড়ার জন্য পর্যাপ্ত আলোর প্রয়োজন। তাই জানালার কাছে পড়ার টেবিল চেয়ার সংস্থাপন করা ভাল।

জানালাকে আড়াল করিয়া কখনও আসবাব সংস্থাপন করিতে নাই। ইহার ফলে আলো-বাতাস চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। শয়নঘরে আলোর ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে কিছুটা পড়ার অভ্যাস অনেকেরই থাকে। অনেকে তাই শয়নকক্ষে কিছু সংখ্যক বই ও পত্র-পত্রিকা রাখেন। বই রাখার জন্য সেল্ফ-এর প্রয়োজন। এমন সেল্ফ পড়ার টেবিল এবং খাটের সন্নিহিতে রাখিতে হয় যাহাতে সহজে হাতের কাছে বই পাওয়া যায়।



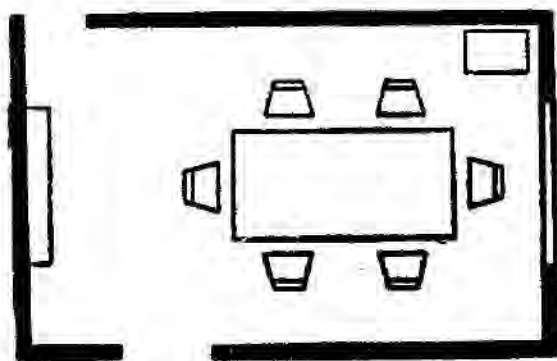
শয়নঘরে আসবাব সংস্থান

দরজার সামনে বা কাছাকাছি আসবাব রাখিতে হয় না। ইহাতে চলাচলের অসুবিধা হয়।

### খাইবার ঘর

খাইবার ঘর মূলত খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই ঘরের আসবাব বাহুল্যবর্জিত এবং একান্ত প্রয়োজনীয় হইতে হইবে। খাওয়ার টেবিল গোল বা ডিম্বাকৃতি কিংবা লম্বাটে বা চারিকোণাকার হইতে পারে। লম্বাটে বা চারিকোণা টেবিলই অধিকতর উপযোগী।

খাইবার ঘরের টেবিল নানা প্রকারে রাখা যায়। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হইলে টেবিলটি ঘরের কেন্দ্রস্থলে রাখিলেই ভাল যাহাতে ইহার চতুর্দিকে চেয়ারগুলি সংস্থাপন করা যায়। পরিবার ছোট হইলে টেবিলটি এক পার্শ্বে রাখা যায়। দেওয়ালের এক পার্শ্বে টেবিল রাখিলে ঘরের স্থান বৃদ্ধি পায়। ছোট খাইবার ঘরে এমন বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে বুদ্ধির পরিচায়ক।



খাইবার ঘরে আসবাব সংস্থান

খাইবার ঘরের জিনিসপত্র যেমন প্লেট, গ্লাস, চামচ, কাঁটা, ম্যাট, ডিস ইত্যাদি খাইবার ঘরেই পার্শ্ব-আলমারিতে (side board) রাখা যায়। পার্শ্ব-আলমারির সংস্থাপন দেওয়াল ঘেঁষিয়া হওয়া উচিত।

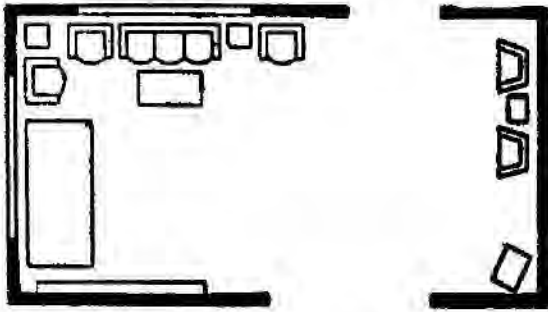
### বসিবার ঘর

বসিবার ঘর সামাজিকতা এবং লৌকিকতার কেন্দ্রস্থল। বসিবার ঘরেই সামাজিক ও লৌকিক বিনিময় সংঘটিত হয়। অতিথিদের আদর-আপ্যায়নও করা হয় এই ঘরেই। এইসব কারণে এই ঘরের আসবাব রুচিসম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বসিবার ঘরের আসবাবের মধ্যে বসিবার জন্য চেয়ার-টেবিল অথবা সোফা-সেটই প্রধান। ঘরের চারিদিকে চেয়ার-টেবিল এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া রাখিলে উহা যেমন দৃষ্টিকটু ও রুচিবিগর্হিত ঠেকে তেমনি ঘরের স্থানেরও সন্দ্বাহর হয় না। তাই বৈঠকখানা কোণায় দেওয়াল ঘেঁষিয়া সোফা সেট বা চেয়ার সাজাইলে ভাল দেখায়। সোফা

সম্মুখভাগে অথবা দুই সোফার মধ্যবর্তী স্থানে টেবিল রাখিলে ভাল। সোফা বা চেয়ার কম হইলে ছোট্ট চৌকির উপরে গালিচা বা অন্য ভাল ঢাকনা (devan) ব্যবহার করিয়া বসিবার ঘরের একপাশে রাখা যায়।

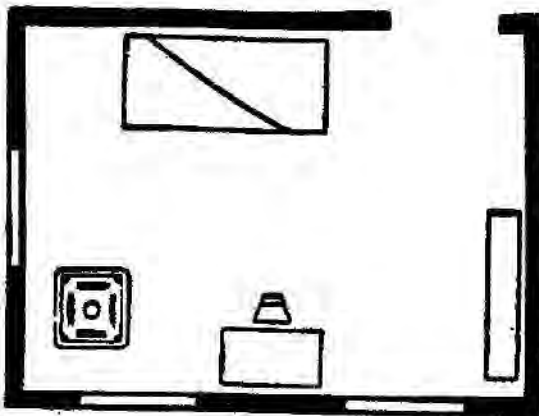
বসিবার ঘরে একটি শো-কেসের ব্যবস্থা থাকিলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়া যায়। বসিবার এবং খাইবার ঘরের মধ্যস্থলে শো-কেসটি রাখিলে দুই ঘরকে অনায়াসে বিভক্ত করিতেও সুবিধা হয়। শো-কেসের পরিবর্তে ঘরটিতে আধুনিক কায়দায় বই বা খেলনা ইত্যাদি সাজাইবার জিনিস রাখিতে হইলে দেওয়ালসংলগ্ন করিয়া তাকের ব্যবস্থাও করা যায়। উহাতে ঘরের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।



বসিবার ঘরের আসবাব সংস্থান

অতিথিদের থাকার ঘর

এই ঘরে খুব বেশি আসবাবের প্রয়োজন হয় না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় আসবাব যেমন খাট বা চৌকি, একটি পড়ার টেবিল ও চেয়ার, আলনা অথবা দেওয়াল-আলমারি এবং একটি ডেসিং টেবিল থাকিলেই চলে।

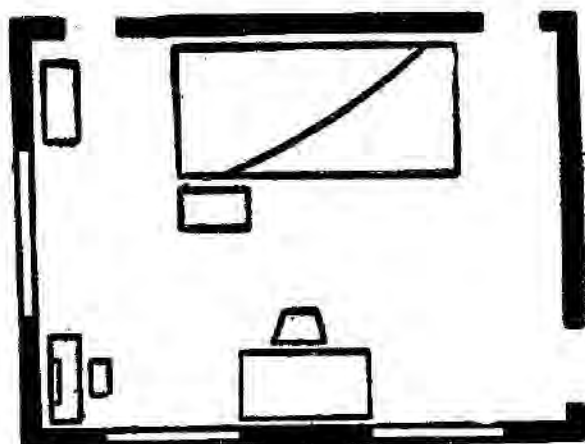


অতিথি ঘরের আসবাব সংস্থান

অন্যান্য ঘরের মত এই ঘরেও আসবাব এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে আলো-বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ না হয় এবং ঘরে চলাচল করিতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

### শিশুদের ঘর

বাড়িতে শিশুদের জন্য পৃথক ঘর থাকিলে এই ঘরের আসবাব হালকা এবং আকারে ছোট হওয়া উচিত। দুর্ঘটনা যাহাতে সহজে না ঘটে সেইজন্য আসবাবগুলি মসৃণ হওয়া দরকার। অতিথিদের ঘরের মত এই ঘরের জন্যও অধিক আসবাবের প্রয়োজন নাই। শুধু খাট বা



শিশুদের ঘরের আসবাব সংস্থান

চৌকি, পড়ার টেবিল-চেয়ার ও সেলফাই যথেষ্ট। আসবাবগুলি যথাসম্ভব দেওয়াল ধঁমিয়া রাখিলে ঘরের আয়তন অনেক বৃদ্ধি পায়। শিশুরা এই মুক্ত মেঝের বিস্তার পরিসরে অনায়াসে খেলাধুলা করিতে পারে।

### গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণ

(Furnishings)

আসবাব গৃহসজ্জার মাত্র একটি উপকরণ। আসবাব বিন্যাসের সঙ্গে বুদ্ধি খাটাইয়া গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণগুলি ব্যবহার করিলে গৃহের সৌন্দর্য অনেকগুণ বাড়িয়া যায়।



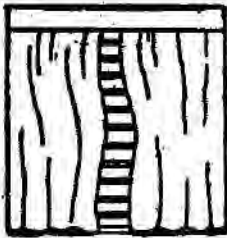
গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণের মধ্যে পর্দা, ছবি, কাপেট, পুষ্পাদি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে প্রতিটি উপকরণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

### পর্দা (Draparies)

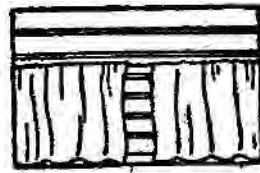
পর্দা ঘরের একান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে। পর্যাপ্ত বায়ু-চলাচলের যেমন প্রয়োজন তেমনি সূর্যের তাপ হইতেও গৃহের অভ্যন্তরকে রক্ষা করা উচিত। পর্দার কাপড় ও তাহার রঙ নির্বাচনে সতর্কতা ও যত্ন অবলম্বন করিলে গৃহ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।

পর্দা নির্বাচনের সময় দরজা-জানালার আয়তন এবং আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ঘরের দেওয়াল, ছাদ এবং আসবাবের রঙের সহিত সমতা বা সমন্বয় রাখিয়া পর্দার রঙ পছন্দ করা উচিত। রঙ দৃশ্যত আয়তনের তারতম্য ঘটায় বলিয়া পর্দার রঙের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। পর্দায় নজ্রা বা ছাপা থাকিলে ঘরকে সাধারণত অগোছালো মনে হয়। তাই এক রঙের পর্দাই নির্বাচন করা উত্তম। চোখের জন্য হালকা নীল বা সবুজ রঙের পর্দা ভাল। পর্দা গাঢ় রঙের হইলে সূর্যের আলোতে তাহার রঙ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। এমন বিবর্ণ পর্দা ঘরের সৌন্দর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করে।

পর্দার কাপড় পাতলা বা ভারি হইতে পারে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার জন্য পাতলা পর্দাই উপযুক্ত। আমাদের দেশে পর্দায় এত ধুলা জমে যে প্রায়ই উহা ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়। ভারি পর্দা হইতে ধুলাবালি উঠানো কষ্টসাপেক্ষ। ইহা ছাড়া পর্দা পাতলা হইলে বাতাস সহজে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। পক্ষান্তরে সূর্যের তাপ এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত হইতে ভারি পর্দা আমাদের রক্ষা করে। ভারি পর্দা ব্যবহার করিলে লক্ষ্য



সম্পূর্ণ জানালা ঢাকিয়া পর্দা



জানালার নিচের অংশে পর্দা

রাখিতে হইবে যাহাতে এই ধরনের পর্দায় ধুলাবালি কম আটকায়। সেইজন্য সামর্থ থাকিলে এমন ভারি পর্দার বহিরাংশে পাতলা পর্দার ব্যবস্থা রাখা উচিত। একই জানালা বা দরজার জন্য দুই প্রস্থ পাতলা এবং ভারি পর্দা তৈয়ারি রাখিলে যখন যে পর্দার প্রয়োজন তখন সেই পর্দা ব্যবহার করা যায়।

জানালা এবং দরজায় নানাভাবে পর্দা টানানো যায়। বস্তুত ইহা পরিবারের ইচ্ছা এবং রুচির উপর নির্ভর করে। সম্পূর্ণ জানালা ঢাকিয়া বা জানালার অর্ধেকের নিচের অংশে কেবল পর্দা টানানো যাইতে পারে।



সম্পূর্ণ দরজা ঢাকিয়া পর্দা



উপরের অংশ বাদ দিয়া পর্দা

একইভাবে দরজার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ দরজা ঢাকিয়া অথবা উপরের কিছুটা অংশ বাদ দিয়া পর্দা লাগানো যাইতে পারে।

পর্দা বিভিন্ন ছাঁটে ছাঁটিয়া দরজা-জানালায় লাগানো হয়। পর্দা এক পাল্লার বা দুই পাল্লার হইতে পারে। দুইভাগে বিভক্ত পর্দার উপরে অনেক সময় কুচি দিয়া ঝালর দিতে



দুই পাল্লা বিশিষ্ট পর্দা



এক পাল্লা বিশিষ্ট পর্দা



দুই পাল্লা পর্দার ভিন্ন ব্যবহার



উপরের ঝালরসহ দুই পাল্লা বিশিষ্ট পর্দা

দেখা যায়। আবার দুই পাল্লার পর্দার মধ্যাংশকে দুইপাশে টানিয়া ঝাঞ্চিয়া রাখারও ব্যবহার দেখা যায়। ইহাতে দরজা-জানালা সুন্দর দেখায়। উপরে এক পাল্লা এবং দুই পাল্লা বিশিষ্ট পর্দার বিভিন্ন ব্যবহারের পদ্ধতি দেখান হইল।

এক কথায়, পর্দার আয়তন, রঙ, জমিন ও অবস্থান সবই ঘরের আয়তন ও দরজা-জানালায় আয়তন ও গঠন এবং আসবাবের রঙ ও গঠনের উপর নির্ভর করে।

### চিত্র সন্নিবেশ (Picture Arrangement)

গৃহের বিভিন্ন কক্ষের দেয়ালে চিত্র সন্নিবেশ করিয়াও গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। চিত্রবিন্যাস—কক্ষের প্রকার, আকার ও উপযোগিতার উপর নির্ভর করে। ছোট ঘরে বেশি ছবি টাঙ্গাইলে অথবা ঘরটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলা হয়। ইহার ফলে কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পায়। গৃহকে সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন প্রকার চিত্র সন্নিবেশ করিতে হইবে।

বসিবার ঘরে প্রাকৃতিক দৃশ্য, শয়নকক্ষে পারিবারিক ছবি, খাইবার ঘরে খাদ্য-দ্রব্যের ছবি, শিশুদের ঘরে, অফিস ঘরে এবং পড়িবার ঘরে মহান ব্যক্তিদের চিত্র সন্নিবেশ করিলে ঘরের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ঘরেই চিত্র সন্নিবেশ করিতে হইবে এমন কোনো বাধাধরা নিয়ম নাই। চিত্র সন্নিবেশকালে শিল্পকলার মূল নীতিগুলি যেমন, সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সমন্বয়, ছন্দ, রঙ ও আকর্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্র সন্নিবেশ করা উচিত। দেয়ালে ছবির উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যাহাতে সহজেই তাহা চোখে পড়ে। আধুনিক সাজসজ্জার নীতি অনুযায়ী ঘরের দেওয়ালে আজকাল খুব অল্প ছবিই টাঙ্গানো হয়। দেওয়ালের পরিবর্তে শো-কেস এবং তাকের উপরেও ফ্রেমে কিংবা অন্য উপায়ে ছবি সাজানোর প্রচলন আছে।

বাশ বা বেতের উপরে সুতা এবং ডালের কাজ অথবা নিজের হাতের আঁকা ছবিও ঘরের শোভা বর্ধন করে। কাচ কিংবা তামার ফলকের উপরে অঙ্কিত দেওয়াল-চিত্র অথবা দেওয়াল-মাদুরও ব্যবহার করা যায়। আধুনিক বাড়িতে চিত্র সন্নিবেশের এমন প্রচলন অনেক দৃষ্টিগোচর হয়।

### পুষ্পসজ্জা বা পুষ্পবিন্যাস (Flower Arrangement)

পুষ্পসজ্জা বা পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। কক্ষে আসবাব অল্প থাকিলেও টেবিল বা পার্শ্ব-আলমারির উপরে যদি একগুচ্ছ ফুল মনোরমভাবে সাজাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে উহাই প্রথমে আগন্তকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন ঘরের আসবাবপত্রের আকারের প্রতি আর নজর থাকে না। সঙ্গীতের মত ফুলও মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের বস্তু। ফুলের বর্ণ ও গন্ধ মানুষকে স্ট্রা ও প্রকৃতির অসীম অবদানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সামান্য একগুচ্ছ ফুল যেন অসীম প্রকৃতিকে আমাদের গৃহ-সীমায় টানিয়া আনে।

বসিবার ঘরে ছোট পার্শ্ব-টেবিল কিংবা টেলিভিশন সেটের উপরে পুষ্পসজ্জা করা যায়। শয়নকক্ষে ড্রেসিং টেবিলের একপাশে অথবা পড়িবার টেবিলে, খাইবার ঘরে খাওয়ার টেবিলে অথবা পার্শ্ব-আলমারির উপরে ফুলসজ্জা করিলে কক্ষের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়া যায়।

পুষ্পসজ্জা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করে নিঃসন্দেহে। ইহার জন্য বিন্যাসকালে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

পুষ্পের সহিত পুষ্পসজ্জার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ফুলের আকার এবং রঙের উপর নির্ভর করে ফুল সাজাইবার পাত্রের আকার এবং উহার রঙ। তবে বিভিন্ন ফুলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন আকার ও বর্ণের পাত্র ক্রয় ব্যবসাপেক্ষ বলিয়া কয়েকটি বিশেষ পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ফুল নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। পাত্র ব্যতীত, যে কক্ষে পাত্রটি



কাটনের বাস্কে ফুলসজ্জা



কাঁচের বাটিতে ফুলসজ্জা

রাখা হইবে উহার আয়তন এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুষ্পসজ্জার পাত্র গোলাকার, লম্বা, ডিম্বাকৃতি বা চ্যাপ্টা হইতে পারে। কাচ, পোরসেলিন, চীনা মাটি ও পোড়ামাটির পাত্র ফুলসজ্জার জন্য ব্যবহার করা যায়। ইহা ছাড়া ফুল ধারণের জন্য পিনসহ গোলাকার, চারিকোণা, ডিম্বাকৃতি তামার পাত্রও (flower holder) ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পুষ্পসজ্জার জন্য দামী পাত্র ক্রয় করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। স্বল্প আর্থবিশিষ্ট নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিসপত্র, যে-সমস্ত জিনিস অকারণে পড়িয়া থাকে—যেমন দই রাখিবার মাটির পাত্র, রঙিন কাচের বোতল, বিস্কুটের বা চকলেটের টিনের বাস্কে ইত্যাদিও পুষ্পবিন্যাসের পাত্র হিসাবে কাজে লাগানো যায়। ইহা ছাড়া কম দামী কাচের বাটি বা গ্লাসেও ফুল সাজানো যাইতে পারে।

বাগানে ফুল না থাকিলে বিভিন্ন আকারের পাতা দিয়াও ফুলদানি সাজানো যায়। সামান্য সৌন্দর্যজ্ঞান ও রুচি থাকিলেই ইহা করা যাইতে পারে। প্রকৃতির লীলাভূমি এই বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন মৌসুমী ফুলের অভাব হয় না। আগ্রহ ও রুচি থাকিলেই পুষ্পসজ্জার জন্য ফুল পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।



বস্তিন বোতলে ফুলসজ্জা

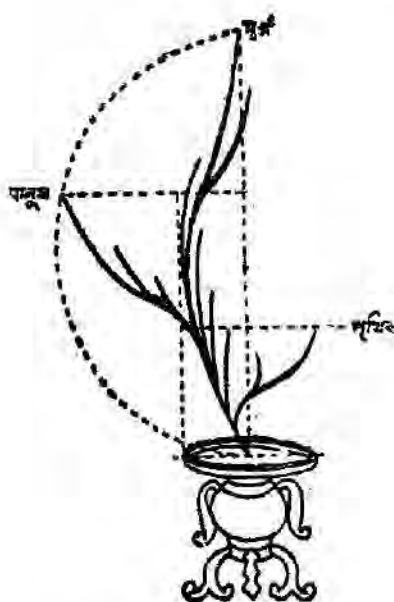


মাটির পাত্রে ফুলসজ্জা

আজকাল শহরে অনেক বাড়িতে কাগজ বা প্লাস্টিকের ফুলও ব্যবহার করা হয়। এমন ফুলের চমক ও বর্ণ থাকিলেও তাহাতে প্রকৃতির সঙ্গে স্পর্শের আন্তরিকতা নাই। এই কারণে তাজা ফুল পাওয়া গেলে কাগজ বা প্লাস্টিকের ফুল ব্যবহার না কবাই ভাল।

### জাপানি পদ্ধতিতে ফুলসজ্জা

জাপানি পদ্ধতির ফুলসজ্জায় তিনটি মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এমন ফুলসজ্জায় ফুলের পাত্র হইতে ফুলের তিনটি শাখা বা গুচ্ছ উপরের দিকে উঠে। সর্বোচ্চ শাখা বা গুচ্ছটি স্বর্গের (heaven) প্রতীক। সর্বনিম্নটি পৃথিবীর (earth) প্রতিনিধি। আর মধ্যবর্তী উচ্চতার শাখা বা গুচ্ছটি মানুষের (man) ভূমিকার প্রতিফলন। অবশ্য এমন ফুলসজ্জায়



জাপানী পদ্ধতিতে ফুলসজ্জা

যে কেবল তিনটি মাত্র শাখা গুচ্ছ থাকিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তিনটির অধিক শাখা বা গুচ্ছ থাকিলে সেইগুলিকে পার্শ্বের চিত্রের মত এমনভাবে সাজাইতে হইবে যেন অতিরিক্ত মূল শাখা বা গুচ্ছ হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সর্বোচ্চ শাখাটি ফুলের পাত্রের ঠিক কেন্দ্রের খার নিকটেই শেষ হয়।

### মেঝের আচ্ছাদন

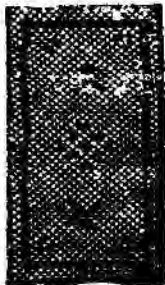
ব্যয়বাহুল্যের জন্য আর্থিক কারণে আমাদের দেশের খুব অল্প পরিবারেই ঘরের মেঝেতে আচ্ছাদন ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এমনকি উচ্চ-মধ্যবিত্ত প্রায় সব পরিবারই শুধু বসিবার ঘরেই মেঝের আচ্ছাদন বা কাপেট ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাপেট ঘরের শোভা বর্ধন করে।

কাপেট ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বর্ষাকালে কাদা এবং অন্যান্য ঝতুতে বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে একরাশ ধুলা জুতায় বা পায়ে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে কাপেট (আচ্ছাদন) খুব শীঘ্র নোংরা হইয়া যায়। কাপেট স্বভাবতঃই পুরু হওয়ায় ইহা ঘন ঘন ধোয়া বা পরিষ্কার করা সম্ভব নহে। সেইজন্য কাপেটকে যথাসম্ভব শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা উচিত। তাহা ছাড়া বারবার পরিষ্কার করা গেলেও অতিরিক্ত

ধোয়াতে বা পরিষ্কারে কার্পেটের রঙ এবং জমিন নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিজিয়া গেলে বা ধোয়ার পর কার্পেট প্রখর রৌদ্রে শুকাইতে দিতে নাই। ইহাতে কার্পেটের রঙ জ্বলিয়া যাইতে পারে। এক কথায়, আমাদের দেশের আবহাওয়া ও আর্থিক অবস্থা অধিকাংশ পরিবারের জন্য কার্পেট সংরক্ষণের উপযোগী নহে।



কার্পেট



শাট



শতরঞ্জি

কার্পেটের পরিবর্তে নক্সাবিশিষ্ট মাদুর বা চট, শতরঞ্জি ইত্যাদি ঘরের মধ্যস্থলে আচ্ছাদন হিসাবেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তুলনামূলকভাবে কার্পেট অপেক্ষা মাদুর, চট বা শতরঞ্জি অনেক হালকা, সস্তা এবং এইসব আচ্ছাদন পরিষ্কার রাখাও সহজতর।

## গৃহ-প্রাক্ষণ ও ছাদের ব্যবহার

(USE OF OUTDOOR SPACE AND ROOFTOP)

মানুষের বসবাসের জন্য গৃহের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম হইলেও মুক্তিপ্রিয় মানুষ গৃহের চারি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। স্বচ্ছন্দ বসবাস এবং চলাফেরার জন্য পরিকল্পিত গৃহের আশেপাশে কিছু খোলা জায়গা থাকা প্রয়োজন। এই উন্মুক্ত স্থান বা গৃহ-প্রাক্ষণ কেবল যে গৃহের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে তাহা নহে, গৃহে বসবাসকারী মানুষ এই উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য উন্নত করিতে পারে। উন্মুক্ত গৃহ-প্রাক্ষণ মনবে প্রফুল্ল রাখিতে সাহায্য করে। সুপরিকল্পিত গৃহের সম্মুখে, পার্শ্বে বা পিছনে তাই আমরা বেশ কিছুটা খোলা জায়গা দেখিতে পাই।

গৃহ-প্রাক্ষণের ব্যবহারিক উপকারিতাও যথেষ্ট। বাড়ি যদি ছোট হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির অভ্যন্তরে রন্ধন ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার বড় বাড়িতেও পৃথক রান্নাঘর থাকে। গৃহের আশেপাশের উন্মুক্ত প্রাক্ষণ পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের বিশ্রামের সুযোগ করিয়া দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন ছোট-খোট শখ পূরণ করে। তাহা ছাড়া গৃহ-প্রাক্ষণ বড় হইলে প্রাক্ষণে একাংশে তরি-তরকারি ও সবজির বাগান করা যায়। গৃহ-প্রাক্ষণের সম্মুখে ফুলের বাগান করিলে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অনেকে আবার ফুল খুব পছন্দ করেন বলিয়া এম পুষ্পাদ্যান তাহাদের একটি বিশেষ শখ মিটাইতে পারে। গৃহ-প্রাক্ষণের পিছনের একাংশে হাঁস-মুরগি পালনের ব্যবস্থাও প্রয়োজনবোধে করা যাইতে পারে।

গৃহ-প্রাক্ষণ ব্যবহারে গৃহনির্মাণের মত আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত। প্রথমেই গৃহের উন্মুক্ত স্থান—উহার আয়তন এবং অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। সুপরিকল্পিত গৃহের সম্মুখে এবং পিছনে প্রায় সমান উন্মুক্ত স্থান থাকিবে। এই উন্মুক্ত স্থানের আয়তন ও অবস্থান দেখিয়া আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। গৃহের সম্মুখের খোলা জায়গা অল্প হইলে তাহাতে কেবল একটি ফুলের বাগানই যথেষ্ট। এমন স্বল্প পরিসর স্থানে অন্যান্য আয়োজন করিলে খোলা জায়গা কেবল ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে। ইহাতে একদিকে গৃহের সৌন্দর্য যেমন ক্ষুণ্ণ হই



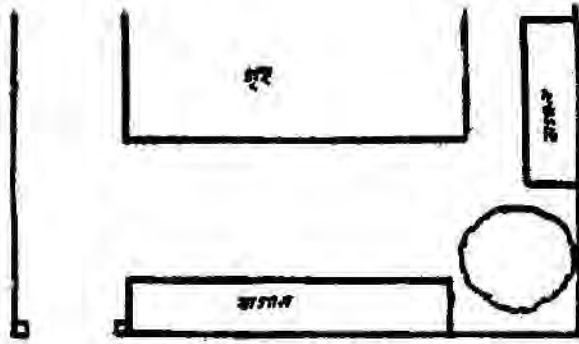
তেমনি অধিক বস্তুর সমাবেশে সম্পৃঙ্খ প্রাক্ষণের ব্যবহারিক মূল্য কমিয়া যাইবে। ফুলের বাগান করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন কিছুটা জায়গা 'লন' (lawn) হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অধিক গরমে কিংবা অতিথিদের আপ্যায়নে এমন লনে সময় অতিবাহিত করা যায়। পরিবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকিলে তাহারা বাড়ির সীমানার মধ্যে এমন লনে খেলাধুলা করিতে পারে। লন বেশ বড় হইলে ইহার পার্শ্বে ব্যাডমিন্টন, টেনিস ইত্যাদি খেলারও আয়োজন করা যায়।

### পশ্চাদভাগের ব্যবহার

গৃহ-প্রাক্ষণের পশ্চাদভাগের ব্যবহারেও আমরা উপযোগিতা এবং সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটাইতে পারি। গৃহের পিছনের প্রাক্ষণ বড় হইলে উহার একাংশে পরিবারের মহিলাদের জন্য ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলারা নিজেরা বা অতিথিদের সঙ্গে পিছনের এমন উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া গল্প-গুজব করিতে পারেন। অনেক বাড়িতে পশ্চাদভাগের উন্মুক্ত প্রাক্ষণের এক কোণায় রান্নাঘর পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে। বাড়ির মূল অংশে স্থান সংকুলান না হইলে সাধারণত এমন ব্যবস্থা করা হয়। হাল ফ্যাশানের অনেক বাড়িতে আবার বাবুর্চিদের পৃথক রান্নার জন্যও এমন পৃথক রান্নাঘরের ব্যবস্থা থাকে। বাড়ির পশ্চাদভাগের উন্মুক্ত স্থানের কিছু অংশ জুড়িয়া শাক-সবজি এবং তরি-তরকারির বাগান করা যাইতে পারে। অনেক পরিবারে, বিশেষ করিয়া শহবতলীতে এবং গ্রামে উন্মুক্ত স্থানের এক অংশে হাঁস-মুরগি পালনের ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ির চারিদিক ঘিরিয়া উঁচু পাঁচিল থাকিলে হাঁস-মুরগি হারাইবার সম্ভাবনা থাকে না। সম্পৃঙ্খভাগের মত পশ্চাদভাগের প্রাক্ষণের ব্যবহারেও আমাদের সৌন্দর্য এবং উপযোগিতা এই দুইটি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিত।

### প্রাক্ষণে ফুল ও বৃক্ষ

গৃহের সম্পৃঙ্খভাগের উন্মুক্ত প্রাক্ষণে ফুলের বাগান করিবার সময় আমাদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমত, ফুলের বাগান এমন হওয়া উচিত নহে যাহাতে বাড়িতে আসার পথে অহেতুক বাধার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, ফুলের বাগানের আয়তন ও অবস্থান সম্পৃঙ্খ উন্মুক্ত প্রাক্ষণের আয়তন ও অবস্থানের আনুপাতিক হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ফুলের বাগান এমনভাবে করা উচিত যাহাতে কিছুটা খোলা জায়গা লনের জন্য অবশিষ্ট থাকে। চতুর্থত, বাগানে ফুলগাছ লাগান উচিত যাহাতে বিভিন্ন ঋতুতে বাগানটি বিভিন্ন ফুলের সমারোহ লইয়া মনকে মুগ্ধ করিতে পারে। সবশেষে ফুলের বাগানে সৌন্দর্যী ফুলের সহিত অধিকতর স্থায়ী ফুলের একটি সুন্দর সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়।



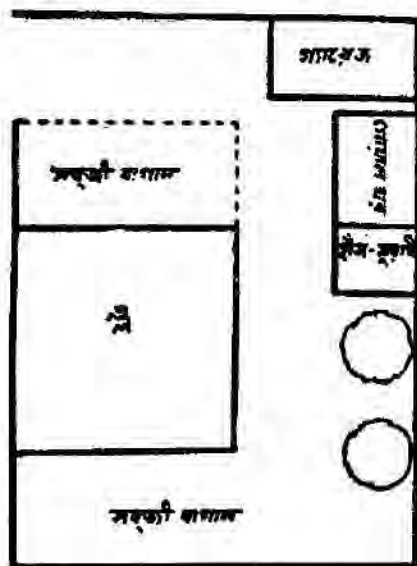
ফুলের বাগান করিলেই সব কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের জন্য এমন ফুলের বাগানের নিয়মিত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিও সচেতন থাকিতে হইবে। উপযুক্ত যত্নের অভাবে নানা ফুলের সমারোহে বিস্তবান পুষ্পোদ্যানও কুশ্রী এবং দৃষ্টিকটু দেখায়। ফুলের বাগানের উপযুক্ত যত্ন লওয়া সম্ভব না হইলে ফুলের বাগান না করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরকে লন হিসাবে ব্যবহার করাই শ্রেয়। এই ক্ষেত্রেও অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন লনের ঘাস খুব বাড়িয়া না উঠে। সেইজন্য প্রয়োজনমত এমন ঘাস কাটিয়া ছোট করিয়া রাখা উচিত। লনের আশেপাশে বা মধ্যে আগাছা এবং লতাশুল্ম ইত্যাদি জমিয়া জঙ্গলের সৃষ্টি করিলে তাহাতে কেবল যে লনের সৌন্দর্যেরই হানি হয় তাহা নহে, এমন জঙ্গলে সাপ-খোপও লুকাইয়া থাকিতে পারে। গৃহের সম্মুখভাগে ভাল পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও থাকা চাই, কারণ উহার অভাবে বদ্ধ পানি জমিয়া সঁাতসঁতে পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। এমন সঁাতসঁতে জায়গা পোকা-মাকড় ও মশা-মাছির উপদ্রবের হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

বাড়ির সম্মুখভাগের উন্মুক্ত প্রান্তরে দুই একটি বৃক্ষ রোপণ করা ভাল। গ্রীষ্মকালে এমন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া এমন বৃক্ষ বাড়ির শোভা বর্ধন করে। ইহাতে গ্রীষ্মকালে বাড়িও বেশ ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ এলাকায় বাড়ির আয়তন অল্প হওয়ায় সাধারণত উন্মুক্ত প্রান্তরের পরিসর খুবই কম হয়। ফলে এমন প্রান্তরে খেলাধুলার কোনো ব্যবস্থাই করা যায় না। দুই-একটি বিস্তবান পরিবারে অবশ্য বাড়ির জায়গা বেশি থাকায় কখনো কখনো এমন ব্যবস্থাদিও আমাদের চোখে পড়ে।

**পশ্চাৎপ্রাক্তনে তরিতরকারি ও শাকসবজি**

তরি-তরকারি এবং শাক-সবজির বাগান বাড়ির পশ্চাদ্ভাগেই করা উচিত। এমন বাগান করিলে সময়মত তাঙ্গা ও টাটকা তরি-তরকারি পাওয়া যাইতে পারে। বাগান করা (gardening) আজকাল অনেকের বিশেষ শখ (hobby) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন বাগানের উপযোগিতাও কম নহে। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক দিক হইতে ইহাতে বেশ লাভ হয়। শাক, লাউ, খিঙ্গা, কুমড়া, শশা ইত্যাদি বাড়িতে উৎপন্ন হইলে কাঁচা-বাজারের বেশ কিছু অর্থ গৃহিণী বাঁচাইতে পারেন। সবজি বাগান করিবার সময় জায়গার মৃত্তিকার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বাগানের জন্য দোয়াশ মাটি সবচাইতে ভাল। বাগান করিবার সময় প্রয়োজন মত জমিতে সার দেওয়া উচিত। এই সার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে যেমন, উদ্ভিজ্জ সার, প্রাণিজ সার, খনিজ সার, মৃত্তিকা সার, মিশ্রিত সার এবং রাসায়নিক সার। সার দিয়া জমি প্রস্তুত করিবার সময় বাগানে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ পানির ব্যবস্থা থাকে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। জমি প্রস্তুত হইয়া গেলে শাক-সবজির সুপরিপক্ব এবং সুপুষ্ট বীজ জমিতে লাগাইতে হইবে। বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ সবজির ক্ষতি করে বলিয়া নিয়মিতভাবে এমন কীট-পতঙ্গ তাড়াইবার বন্দোবস্ত করিলে উৎকৃষ্ট জাতের বেশি পরিমাণ শাক-সবজি পাওয়া যায়। সবজির বাগানে ঋতু অনুযায়ী ঋতুর উপযোগী ফসল লাগান উচিত। উদাহরণস্বরূপ,



শীতকালে মটরশুঁটি, সীম, ফুলকপি, বাধাকপি, গাজর, পালং, বীট ইত্যাদি ফসল লাগান যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে তরমুজ, পটল ইত্যাদি সবজী দ্বারা বাগান ভরিয়া রাখা উচিত। ঋতুর উপযোগী বিভিন্ন শাক-সবজী চাষ করিলে মোটামুটি সারা বৎসরই কিছু না কিছু শাক-সবজি পাওয়া যায়। সবজির বীজ রোপণে অরেকটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক হইলে পরিবার অনেক আর্থিক লাভ করিতে পারেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে একটি বিশেষ সময়কালে বাজারে সবজির চালান সর্বাধিক হওয়ায় উহাদের মূল্য কম থাকে। এই বিশেষ সময়কালের পূর্বে এবং পরে শাক-সবজি বাজারে চড়া মূল্যে বিক্রয় হয়; কারণ, এইসব সময় চাহিদার (demand) তুলনায় যোগান (supply) অনেক অপ্রতুল হইয়া পড়ে। সামান্য অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া পরিবার এমনভাবে সবজি লাগান যাহাতে বাজারের চড়া মূল্যের সময়ে সবজি ঘরে উঠে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আর্থিক দিক হইতে পরিবার অনেক বেশি লাভবান হইবেন।

ফুলের বাগানের মত সবজির বাগানের আয়তন এবং অবস্থানও বাড়ির পশ্চাদভাগের উন্মুক্ত প্রাক্ষণের আয়তন ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে। সবজির বাগানের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হইলে কয়েকটি ফলের কলম-গাছও সেইখানে অনায়াসে লাগান যাইতে পারে।

### প্রাক্ষণে হাঁস-মুরগি পালন

বাড়ির পশ্চাদভাগের উন্মুক্ত প্রাক্ষণে হাঁস-মুরগি পালনেরও ব্যবস্থা করা যায়। হাঁস-মুরগি পালন করিলে অনেক অর্থ ব্যয়ের হাত হইতে বক্ষা পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ গৃহিণী এমন হাঁস-মুরগি পালন করিয়া সময়মত প্রয়োজনবোধে হাতের কাছে আমিষ জাতীয় খাদ্যের সংস্থান রাখিতে পারেন। হঠাৎ বাড়িতে অতিথির আগমন ঘটিলে পরিবারকে বিব্রত হইতে হয় না। হাঁস-মুরগি ক্রয় করিবার জন্য বাজারে ছুটাছুটি করিবার হাত হইতেও রেহা পাওয়া যায়। এমন হাঁস-মুরগির ডিম পরিবারের আহাৰ্য হিসাবে ভক্ষণ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া হাঁস-মুরগির সংখ্যা সর্বদাই বাড়ান সম্ভব।

হাঁস-মুরগি পালন করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সেইগুলি যেন মতল জাতীয় রোগের কবলে না পড়ে। কোনো একটি হাঁস বা মুরগি রোগে আক্রান্ত হইলে যত্ন শীঘ্র সম্ভব ইহাকে পৃথক করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে সংক্রামক রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে না। হাঁস-মুরগি পালনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতিও যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যিক। সেইজন্য পরিবেশ যাহাতে নোংরা এবং দুর্গন্ধময় না হইয়া উঠে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। হাঁস-মুরগির জন্য বাড়ির পশ্চাদভাগ নোংরা হইয়া পড়িলে উন্মুক্ত স্থানের উপযোগিতা এবং সৌন্দর্য দুই-ই নষ্ট হয়। হাঁস-মুরগি রাখার জন্য পরিমিত আয়তনের খাঁচা বা ঘরও তৈয়ারি করা আবশ্যিক।

## দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়  
গৃহ পরিচালনা  
(HOME MANAGEMENT)

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে গৃহ ও পরিবার সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। গৃহ মানুষের মূল প্রয়োজনগুলির একটি। গৃহকে সুন্দর, মনোরম ও উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে গৃহ পরিচালনা সম্পর্কে আমাদের সম্যকরূপে অবগত হইতে হইবে। গৃহ পরিচালনা পরিবারের একটি বিশেষ দায়িত্ব। সুনিপুণ পরিচালনার মাহাত্ম্য সাধারণ গৃহও অপরূপ ও অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে।

সাধারণ ভাষায় পরিচালনা বলিতে আমরা পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যসমূহে পৌঁছবার জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রমই বুঝি। আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে, "Management is using what you have to get what you want", অর্থাৎ ঈপ্সিত ফললাভের জন্য নিজস্ব সম্পদকে সুষ্ঠুরূপে ব্যবহার করাই পরিচালনা। পরিচালনার তাই দুইটি প্রধান দিক রহিয়াছে : (ক) সম্পদের পরিমাণ এবং (খ) নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ।

গৃহ পরিচালনা সাধারণ পরিচালনার একটি বিশেষ দিক। এই স্থলে পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিসর গৃহ ও উহার কার্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গৃহ পরিচালনার সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া হইয়াছে। গার্হস্থ্য-অর্থনীতিবিদ পলেনা নিকেল (Paulena Nickell) এবং জ্যা মুইর ডরসি (Jean Muir Dorsey) বলেন, "গৃহ পরিচালনা পারিবারিক বসবাসের প্রশাসনিক দিক। পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবিক এবং পারিবারিক সম্পদসমূহের ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশ, পথপ্রদর্শন, সমন্বয় সাধন এবং মূল্যায়নকে এক কথায় গৃহ পরিচালনা বলে।"<sup>১</sup>

<sup>১</sup> Nickell, Paulena and Jean Muir, Dorsey, *Management in Family Living*. John Wiley and Sons Inc. (London, Second edition. 1950, Chapter 4.  
পুস্তকে প্রদত্ত ইংরেজি সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

নিকেল এবং ডবসির পুস্তকেই গৃহ পরিচালনা বিশেষজ্ঞ একটি দলের মতামত নিম্নরূপে দেওয়া হইয়াছে : “পারিবারিক লক্ষ্যসমূহে পৌঁছবার জন্য পারিবারিক সম্পদসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যকলাপের অনুক্রমকে গৃহ পরিচালনা বলে। পরিবারের জীবনচক্রে পরিবার নিজস্ব সম্পদসমূহ ব্যবহার করিয়া ঈপ্সিত উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য প্রধান মাধ্যম হিসাবে গৃহ পরিচালনাকে ব্যবহার করে। গৃহ পরিচালনা পারিবারিক বসবাসের গাঁথুনির একটি অংশ ; এই গাঁথুনির বিভিন্ন অংশ পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ; কারণ পরিবার কাজেই থাকুক কিংবা ক্রীড়ায়ই থাকুক, সম্পদসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।” উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে সম্পৃষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৃহ পরিচালনা পরিচালনার একটি বিশেষ অংশ। গৃহ পরিচালনায় দুইটি বস্তুর উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হয় : এক, পরিবারের লভ্য বিভিন্ন সম্পদ এবং দুই, পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যসমূহে পৌঁছবার জন্য এই সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং উহার পদ্ধতি। এক কথায় গৃহ পরিচালনাকে তাই আমরা বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সম্পদের সুনিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক ব্যবহার বলিতে পারি।

গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ পলেনা নিকেল এবং জ্যা মুইর ডবসি গৃহ পরিচালনার সংজ্ঞাবে একটি চার্টের সাহায্যে সুন্দরভাবে বুকাইয়াছেন। পর-পৃষ্ঠায় এই চার্টটি বাংলায় অনূদিত রূপে উদ্ধৃত হইল :

“Home management is the administrative side of family living. It is planning, directing, guiding, coordinating and evaluating the use of the human and material resources of the family for the purpose of attaining family goals.”

> Paulena Nickell এবং Jean Muir Dorsey লিখিত *Management in Family Living* হইতে উদ্ধৃত ও অনূদিত।

## গৃহ পরিচালনা (Home Management)

পরিবারের সম্পদসমূহের ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, পথ প্রদর্শন, পরিচালনা এবং মূল্যায়নের এক নাম গৃহ পরিচালনা।

Home Management is planning, coordinating, controlling, guiding, directing and evaluating.



গৃহ পরিচালনার বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং উপরোল্লিখিত চার্ট হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে গৃহ পরিচালনা (Home Management), পারিবারিক মূল্যবোধ (Family values) এবং পারিবারিক লক্ষ্যসমূহের (Family goals) মধ্যে সম্পর্ক সুনিবিড়। ভালবাসা, উচ্চাশা, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সম্মান, সুখ ইত্যাদি নানা মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার নিজের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে। নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ স্থলপমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী হইতে পারে। পারিবারিক লক্ষ্যসমূহের সহিত তাই পারিবারিক মূল্যবোধের সম্পর্ক নির্ভরশীলতার। লক্ষ্যসমূহের বিবেচনায় মূল্যবোধ মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত হইলেও মূলত পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ পারিবারিক মূল্যবোধের উপরই গড়িয়া উঠে। গৃহ পরিচালনার সহিত পারিবারিক মূল্যবোধ ও গৃহ পরিচালনার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। বস্তুত আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সম্পদের সঠিক ব্যবহারই গৃহ পরিচালনার কাজ।



সুতরাং গৃহ পরিচালনা, পারিবারিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গৃহ পরিচালনার তিনটি বিভিন্ন দর্শন সম্পর্কে আমরা এইবার আলোচনা করিতে পারি। প্রথম জাতীয় দর্শনে গৃহের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ অত্যধিক। ফ্যাসিবাদী অবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজন চরিতার্থ করার মাধ্যমে হিসাবেই গৃহকে ব্যবহার করা হয়। পরিবারের ব্যক্তিস্বাধীনতা ইহাতে নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ণ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হিটলারের ফ্যাসিবাদী জার্মানীতে ও মুসোলিনির ইটালীতে এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছিল। বর্তমান কালেও যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি উপলক্ষের সময় এমন ব্যবস্থা আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয়। গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্র ও দায়িত্ব সর্বতোভাবে রাষ্ট্র ও সমাজের অনুগত করিয়া দিলে স্পষ্টত পরিবার ও ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

অন্য আর এক প্রকার দর্শন গৃহ পরিচালনা পারিবারিক বিশেষ বিশেষ কাজের সমষ্টিগত রূপকেই বুঝায়। এই ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কলা-কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি প্রাধান্য লাভ করে এবং বিভিন্ন মূল্যবোধের যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

গৃহ পরিচালনার আদর্শরূপে পরিচালনাকে জীবনের ধারা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে গৃহ পরিচালনা মানবিক সম্পর্কসমূহ হইতে সর্বোত্তম মূল্যবোধ-অর্জনের পন্থাবিশেষ। এই আদর্শে গৃহ মানুষের সমষ্টি এবং মানুষ সুস্থ-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গৃহে বাস করে। সার্থক বসবাসের জন্য মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি এমন পরিচালনা-ব্যবস্থার লক্ষ্য। সুতরাং গৃহ পরিচালনা এই ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বসবাসের একটি বিশেষ কৌশলরূপে বিবেচিত।

উপরে আলোচিত গৃহ পরিচালনার বিভিন্ন দর্শন হইতে ইহাই বোঝা যায় যে, তিনটি বিভিন্ন দর্শনের একটিও গৃহ পরিচালনার প্রকৃত সংজ্ঞা নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম দর্শনে পরিবার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার দর্শনে মানবিক মূল্যবোধ অনেকটা উপেক্ষিত। সর্বশেষ দর্শনে গৃহ পরিচালনার কোনো সুষ্ঠুরূপ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্র, পরিসর ও দায়িত্ব নিকেল এবং ডরসির সংজ্ঞায়ই উপযুক্তরূপে প্রতীয়মান।

গৃহ পরিচালনায় সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করিব। পূর্বে উদ্ধৃত চার্ট হইতে দেখা যাইবে যে, পরিবারে সম্পদ মূলত দুই প্রকারের : এক, মানবিক (Human) দুই, বস্তুগত (Material)। মানবিক সম্পদসমূহে আমরা ক্ষমতা (abilities), দৃষ্টিভঙ্গি (attitudes), জ্ঞান (knowledge) এবং শক্তি (energy) উল্লেখ করিতে পারি। মানবিক সম্পদসমূহ প্রকৃতি-প্রদত্ত। অনেক ক্ষেত্রে শ্রম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে এমন সম্পদের বৃদ্ধি এবং উন্নতি সম্ভব হইলেও মূলত প্রকৃতি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এবং পরিমাণের সম্পদ দিয়াছে। মানবিক সম্পদসমূহ বস্তুগত বা পার্থিব সম্পদসমূহের মত সীমিত নহে।

পার্শ্ব বা বস্তুগত সম্পদ প্রধানত তিন প্রকারের : (ক) সময়, (খ) অর্থ (গ) সমাজ-প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ; যেমন, সৈন্যবাহিনী, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি। এমন সম্পদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাদের পরিমাণ সকলের জন্যই মূলত সীমিত। কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের হাতে যেমন অটেল সময় নাই, তেমনি তাহার নিকট অসীম অর্থও নাই। পরিবারভেদে সময় এবং অর্থের তারতম্য ঘটে।

গৃহ পরিচালনায় একটি পরিবার এমন মানবিক এবং পার্শ্ব সম্পদসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার করিয়া পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে।

গৃহ পরিচালনা পদ্ধতির বিভিন্ন সোপান সম্পর্কে এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। গৃহ পরিচালনার সংজ্ঞা হইতেই গৃহ পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে মূল ধারণা জন্মিবে। এই কার্যক্রম বা পর্যায়সমূহ নিম্নরূপ :

ক. পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning)

খ. সমন্বয় সাধন (Coordination)

গ. নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

ঘ. পরিচালনা (Direction)

ঙ. পথ নির্দেশ (Guiding)

চ. মূল্যায়ন (Evaluation)

সম্পদের সদ্যবহারে পরিকল্পনা প্রণয়ন বা প্ল্যানিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে সম্পদের সদ্যবহার সম্ভবপর নহে। পার্শ্ব সম্পদসমূহ অর্থাৎ সময় ও অর্থ সীমিত বলিয়া পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন আরো অধিক। পরিকল্পনা এমন সীমিত সম্পদের সদ্যবহারে সাহায্য করে। পরিকল্পিত উপায়ে প্রচেষ্টা চালাইয়া গেলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হইয়া উঠে। পরিকল্পনা প্রণয়নে মানবিক সম্পদসমূহ ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়ও দক্ষতা, শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি মানবিক সম্পদের ব্যবহার লক্ষণীয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের পর পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ বা বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন উঠে। পারিবারিক লক্ষ্যসমূহে পৌঁছিতে হইলে পরিবারের সদস্যদের চেষ্টা করিলেই কেবল হইবে না, সন্তোষজনক ফল লাভের জন্য সকলের চেষ্টার মধ্যে একটি সমন্বয়ও সাধন করা উচিত। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের কার্যকলাপ পরস্পর-সংযুক্ত বলিয়া সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি।

পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধনের মত সম্পদের ব্যবহারে উপযুক্ত, নিয়ন্ত্রণও অপরিহার্য। নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় পরিকল্পিত কার্যক্রমের বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় যাহাতে প্রয়োজনবোধে এখানে-সেখানে পরিবর্তন সাধন করা যায়। নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে সীমিত সম্পদের অপচয় বা অপব্যবহার অনেকাংশে বন্ধ করা সম্ভব। পরিকল্পনা

প্রণয়নের মত এই ক্ষেত্রেও ব্যক্তি ও পরিবার অবিরতভাবে বুদ্ধি, চিন্তা ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

পরিচালনা এবং পথনির্দেশ পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাহায্য করে। সম্পদকে সঠিক পথে সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে পারিলে পরিবারের লক্ষ্য অর্জন সহজ হইয়া উঠে। বিভিন্ন বক্তব্য পরিবারের কার্যক্রমে পথনির্দেশ যথেষ্ট সহায়তা করে। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজে অপটু বা অল্প অভিজ্ঞ হইলে সুনিপুণ পরিচালনা এবং সঠিক নির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়।

গৃহ পরিচালনার সর্বশেষ স্তর বা পর্যায় হইল মূল্যায়ন (evaluation)। কোনো বিশেষ কার্যক্রম শেষ হইবার পর উহার মূল্যায়ন করিলে অনেক দোষত্রুটি ধরা পড়ে। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বা পরিকল্পনায় পরিবার এমন দোষত্রুটি এড়াইয়া চলিতে পারে। মূল্যায়নের অভাবে অর্জিত সাফল্যের সঠিক পরিমাণ ও রূপ নির্দেশ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সুতরাং যাহারা গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ভূমিকা অস্বীকার করেন কিংবা তাহা হ্রাস করিয়া দেখাইতে চাহেন, তাহাদের যুক্তি ঠিক নহে।

গৃহ পরিচালনা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের সমষ্টিগত দায়িত্ব হইলেও প্রধানত মূল দায়িত্ব এবং পরিচালনাভার গৃহকর্ত্রী বা গৃহিণীর উপরই ন্যস্ত। গৃহিণীকেই গৃহ পরিচালনার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব পালনে তিনি একাধারে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে বিভিন্ন ভূমিকা। একাধারে তিনি হইবেন পরিকল্পনাকারী (planner), সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (decision maker), পরিচালিকা (director), শিক্ষয়িত্রী (teacher), শক্তিসঞ্চারিকা (energizer), মূল্যায়ন কর্ত্রীপক্ষ (evaluator), ভোগী-ক্রেতা (consumer-buyer) সমন্বয়-সাধনকারী (coordinator) এবং কর্মী (worker)। উপযুক্ত বা সার্থক গৃহিণীকে গৃহ পরিচালনার এই সকল দায়িত্ব দক্ষতার সহিত পালন করিতে হইবে। গৃহের বিভিন্ন কার্যে, পারিবারিক বসবাসে এবং সামাজিক জীবনে, গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব ও দক্ষতার সুস্পষ্ট ছাপ থাকিবে। গৃহ পরিচালনার সার্থকতা অর্জন করিতে হইলে গৃহকর্ত্রীকে তাই কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। সুনিপুণ গৃহিণীর কাঙ্ক্ষিত আবশ্যকীয় গুণাবলী নিম্নরূপ :

ক. বুদ্ধি (Intelligence)

খ. উৎসাহ (Enthusiasm)

গ. মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা (Good understanding of human nature)

ঘ. কল্পনা (Imagination)

ঙ. বিচারশক্তি (Judgement)

চ. অধ্যবসায় (Perseverance)

ছ. পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে মানাইয়া লইবার যোগ্যতা (Adaptability)

জ. আত্মপরিচালনা (Self-management)

উপযুক্ত গৃহ পরিচালনার জন্য গৃহিণীর উপরোল্লিখিত গুণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে হইবে। বুদ্ধি না থাকিলে যেমন তিনি বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া তুলিতে পারিবেন না, তেমনি উৎসাহের অভাবে অনেক প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাও বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। গৃহিণীর নিজের যেমন উৎসাহ থাকা উচিত, তেমনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাজেও তাহাকে উৎসাহ যোগাইতে হইবে। পরিবার ব্যক্তি বা মানুষের সমষ্টিবিশেষ। পরিবারের কাজকর্ম সাধিত হয় এই ব্যক্তি বা মানুষ দ্বারাই। এই কারণে মানবিক চরিত্র সম্পর্কে গৃহিণীর নিগূঢ় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাহাকে জানিতে হইবে বিভিন্ন সমস্যায় পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের কেমন প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। পরিবারের বিভিন্ন, সদস্যদের দক্ষতা, পছন্দ ও অপছন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হইলে গৃহিণীর পক্ষে অযথা নৈরাশ্য পরিহার করা সম্ভব। একইভাবে গৃহিণী নিজের কল্পনার সাহায্যে পারিবারিক কার্যক্রমে সৃষ্টিশীল পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারেন। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে দূরদর্শী হইয়া উঠিতে পারেন তিনি কেবল কল্পনার সাহায্যেই। বিচারশক্তির ব্যবহারে তাহাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিভিন্ন কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে সাহায্য করা। অধ্যবসায় তাহাকে শিক্ষা দেয় সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশীল হইয়া উঠিতে। পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে মানাইয়া লইবার যোগ্যতা গৃহিণীর অবশ্যই থাকিতে হইবে, কারণ পৃথিবী, দেশ, সমাজ, পরিবার সব কিছুই পরিবর্তনশীল। এই যোগ্যতা থাকিলে পারিবারিক চরম দুর্যোগেও গৃহিণী নিজেকে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন। আত্মপরিচালনা গৃহিণীকে পরিবারের বিভিন্ন সদস্য-সদস্যদের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখিতে ও উন্নত করিতে সাহায্য করে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা গৃহ পরিচালনার বিভিন্ন দিকসমূহকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করিব। অর্থসম্পদের বিভিন্ন দিক, সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার, কাজ সহজ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট বিভাগে লক্ষ্য, মূল্যবোধ এবং মান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হইল।



## মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং মান (Values, Goals and Standards)

গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানে মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং মান — এই তিনটি প্রত্যয় সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে। গৃহ পরিচালনায় গৃহকত্রীকে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং মান, পরিচালনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে সম্মালন-শক্তি হিসাবে কাজ করে।

মূল্যবোধ, লক্ষ্য এবং মান একে অপরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূল্যবোধ হইতেই লক্ষ্য এবং মানের উৎপত্তি হয়। অবশ্য লক্ষ্য এবং মান একে অপরের এবং উভয়ে মূল্যবোধকে প্রভাবিত করিতে পারে।

লক্ষ্য এবং মানের তুলনায় মূল্যবোধের প্রত্যয় অধিকতর ব্যাপক। মূল্যবোধের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। ব্যক্তির নিকট যে সকল বিষয় প্রিয় এবং যে সকল বিষয় ব্যক্তির কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে উহাদের এককথায় তাহার মূল্যবোধ বলা যাইতে পারে, যেমন প্রেম, ভালোবাসা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যবাদিতা, সময়জ্ঞান ইত্যাদি। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মূল্যবোধের তারতম্য ঘটে। তবে একটি নিদিষ্ট সমাজে অনেকের মধ্যে অনেক মূল্যবোধ সকলেরই এক দেখিতে পাওয়া যায়। মূল্যবোধকে কারণীভূত (instrumental) এবং আভ্যন্তরিক (intrinsic) বা ঘটনাবলী সংক্রান্ত (factual) এবং আদর্শগত (normative) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মূল্যবোধ হইতেই লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। মূল্যবোধ লক্ষ্যের ভিত্তি। মূল্যবোধকে কেন্দ্র করিয়া যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় উহার সাহায্যেই ব্যক্তি বা পরিবার মূল্যবোধকে জীবনে চরিতার্থ করে। মূল্যবোধের মত লক্ষ্যেরও ব্যক্তিবিশেষে তফাৎ হয়। তবে কয়েকটি লক্ষ্য প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবারের জন্যই এক : যেমন, ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়ন, ব্যক্তির সহিত সমাজ এবং দেশের সন্তোষজনক সম্পর্ক, সমাজ এবং পরিবারে ব্যক্তির দায়িত্ব ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক সমাজেই কাম্য লক্ষ্য।

লক্ষ্যের মত মানও (standard) মূল্যবোধ হইতে উদ্ভূত। মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের মত ব্যক্তিবিশেষ মানেরও তারতম্য হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনের মানসমূহ ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি ধনী পরিবারে জীবনযাত্রার যে মান, একটি দরিদ্র পরিবারে

সেই মান সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মানকে গতানুগতিক মান (conventional standards) এবং নমনীয় মান (flexible standards) এই দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

সাম্প্রতিককালে মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যকে একত্র করিয়া ‘মূল্যবোধ-আশ্রিত লক্ষ্য’ বা Goal-value নামে একটি প্রত্যয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। গার্ভস্থ্য অর্থবিজ্ঞানী Margaret R. Goodyear এবং M. C. Klohr “Goal-value”—এর সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন<sup>১</sup> : “The value (বা cluster of values) one hopes to realize in attaining a specific goal becomes, for that individual, the goal value(s) he seeks”.

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য, অন্য কথায় মূল্যবোধ-আশ্রিত-লক্ষ্য (goal value) গৃহীত সিদ্ধান্তের রূপরেখা নির্দেশ করিয়া দেয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত ব্যক্তি বা পরিবারের মূল্যবোধের বিরোধ (conflict) স্বভাবতই থাকিতে পারে না। একইভাবে, গৃহ পরিচালনায় পরিবারের লক্ষ্যসমূহের প্রতি খেয়াল রাখিয়া লভ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হয় ; সুতরাং, পরিচালনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ—যেকোনো ক্ষেত্রেই মূল্যবোধ, এবং মূল্যবোধ হইতে উদ্ভূত লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়া থাকে।

<sup>১</sup> M. R. Goodyear and M. C. Klohr, *Management for Effective Living*. (New York.) Jhon Wiley & Sons, 1954. . 10.

দ্বিতীয় অধ্যায়  
অর্থ-সম্পদ পরিকল্পনা  
(MONEY MANAGEMENT)

গৃহ পরিচালনার উপক্রমণিকায় সম্পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থ পার্থিব সম্পদসমূহের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা অর্থ-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিব।

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে অর্থ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিতে পারি। পরিবারের আয় প্রধানত দুই প্রকারের হইতে পারে : টাকা-পয়সায় প্রাপ্ত আয় (money income) এবং বিভিন্ন দ্রব্যাদিতে প্রাপ্ত আয় (real income)। আধুনিক দেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের প্রচলন সর্বব্যাপী হওয়ায় পারিবারিক আয় মূলত অর্থে প্রাপ্ত অর্থাৎ অধিকাংশ আয়ই টাকা-পয়সায় প্রাপ্ত আয়, অর্থাৎ Money Income। এতদ্ব্যতীত মানসিক আয় বা Psychic Income নামেও একটি প্রত্যয়ের অবতারণা করা যায়। আয়ের প্রকারভেদে যাহাই হউক না কেন পরিবারের আয় অপ্রতুল ও সীমিত। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের চাহিদার অন্ত নাই, এই অন্তই চাহিদার সহিত সীমিত আয়ের সমন্বয় সাধন করাকে অর্থ-পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে। Income Management may be defined as planning, controlling, directing, guiding the use of all... types of income." পরিবারের এমন কোনো পরিকল্পনা না থাকিলে এলোপাতাড়িভাবে টাকা-পয়সা খরচ হইয়া যাইবে। ফলে তুলনামূলকভাবে অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ নিবৃত্ত না-ও হইতে পারে। পরিবারের লক্ষ্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আয়ের অর্থ এমনভাবে বন্টন করিতে হইবে যাহাতে সর্বপ্রথম তুলনামূলকভাবে অধিক আয়োজনসমূহ পরিবার পূরণ করিতে সক্ষম হয়। এক কথায় সম্পদ বা আয়ের অপ্রতুলতা এবং ব্যয়ের আধিক্য ও বাহুল্যের জন্যই অর্থ-পরিকল্পনার প্রশ্ন উঠে।

অর্থ-পরিকল্পনার প্রধান যন্ত্র বা কৌশল হইল বাজেট। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করিবার জন্য সীমিত সম্পদের ভবিষ্যৎ খরচের খসড়া বা পরিকল্পনাকে বাজেট বলে। (A budget is a plan for future expenditures keeping in view the goals of the family and its limited income.) বাজেটের সাহায্যে পরিবার সুষ্ঠুভাবে অর্থ-

পরিকল্পনা কার্যকর করিতে পারে। অর্থ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অন্য অর্থে বাজেটেরই প্রয়োজনীয়তা।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে বাজেট বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। বাজেটে আয় ও ব্যয় সমান হইলে সেই বাজেটকে সুশম বাজেট (balanced budget) বলে। বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে খরচের ঘাটতি পড়ে, এমন বাজেটকে ঘাটতি বাজেট (deficit budget) বলা হয়। পক্ষান্তরে ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হইলে সকল খরচের পরও বাজেটে কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে। এমন বাজেটকে আমরা উদ্বৃত্ত বাজেট (surplus budget) বলিতে পারি।

দেশের সরকার সমস্ত দেশের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করেন তাহা সুকম, ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত যে কোনো প্রকারের বাজেট হইতে পারে। ঘাটতি বাজেট করিতে সরকারের যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, পরিবার বা ব্যক্তির সাধারণত তাহা নাই। সরকার ব্যাংক হইতে বা দেশের জনসাধারণ হইতে ঋণ করিয়া বা অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন। অর্থনীতিতে এমন পদ্ধতিকে Deficit financing বলা হয়। সরকারের মত পরিবার বা ব্যক্তির পক্ষে এমন Deficit financing করা কঠিন। পরিবার যদিও বা ঋণ করিতে পারেন, তথাপি এমন ঋণ করিলে পরিবারকে পরে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং পারিবারিক বাজেট কমপক্ষে সুশম হওয়া উচিত। উদ্বৃত্ত বাজেট হইলেই ভালো। কারণ এমন বাজেটে পরিবার ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বাজেট বিভিন্ন মেয়াদী হয় ; যেমন, দৈনিক বাজেট (daily budget), সাপ্তাহিক বাজেট (weekly budget), মাসিক বাজেট (monthly budget), বার্ষিক বাজেট (yearly budget) ইত্যাদি। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সুবিধার জন্য এবং আয় প্রাপ্তির সময়ভেদে পরিবার এমন বিভিন্ন মেয়াদী বাজেট গ্রহণ করিতে পারে। অনেক সময় অধিকতর দীর্ঘমেয়াদী বাজেটে স্বল্পমেয়াদী বাজেটসমূহ সার্থকভাবে অন্তর্ভুক্ত (integrated/incorporated) করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মাসিক বাজেটকে বিভক্ত করিয়া প্রথমে সাপ্তাহিক বাজেটে এবং পরে দৈনিক বাজেটে রূপ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যভাবে দৈনিক ও সাপ্তাহিক বাজেটকে আমরা অধিকতর দীর্ঘমেয়াদী মাসিক বাজেটে সার্থকভাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। মোটকথা, মাসিক বাজেট প্রণয়ন করিলে দৈনিক বা সাপ্তাহিক বাজেটের যে প্রয়োজন থাকিবে না, বা এমন বাজেট যে থাকিতে পারে না এমন কোনো কথা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মেয়াদী বাজেট পরস্পরবিরোধী না হইয়া পরস্পরের সম্পূরক হইতে পারে।

### বাজেটের উপকারিতা

বাজেটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা অর্থ-পরিকল্পনার আলোচনা করিয়াছি। বাজেট একটি পরিবারকে ইহার চাহিদাসমূহ পূরণ করিতে সাহায্য করে। বাজেট অর্থব্যয়ের



চমৎকার কৌশল। বাজেটের উপকারিতা অনেক। এক, বাজেট প্রণয়নে পারিবারিক আয় ও ব্যয়ের সম্পর্কে সঠিক এবং পর্যাপ্ত তথ্যের প্রয়োজন। বাজেট প্রণয়ন করিতে গেলে তাই পরিবারকে বহুস্তর এবং দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হইতে হয়। দুই, পরিবারের চাহিদা অঙ্গুস্ত হওয়ায় বাজেটের সাহায্যে পরিবার অধিকতর প্রয়োজনীয় লক্ষ্যসমূহ প্রথমে অর্জন করিতে সচেষ্ট হয়। তিন, পরিকল্পনা ব্যতিরেকে ব্যয় করিলে অযথা খরচ বাড়িয়া যাইতে পারে। বাজেট উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থব্যয়ের রূপরেখা নির্দেশ করিয়া অপচয় বন্ধ করিতে সাহায্য করে। চার, বাজেটের সাহায্যেই কেবল পরিবার সুদূরপ্রসারী ফলাফলযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্ত বাজেট গ্রহণে ভবিষ্যৎ আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় সাধিত হয়।

বাজেট অর্থ-পরিকল্পনায় সাহায্য করে বলিয়া ইহা সবকিছু করিতে সক্ষম এমন ধারণা করা উচিত নহে। বাজেটের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা (limitations) রহিয়াছে। বাজেট “সর্বরোগের মহৌষধ” নহে (budgets are not ‘cure-alls’)। বাজেট কেবল প্রদত্ত আয়ের বন্টনে সহায়তা করে। অপরিাপ্ত আয়কে বাজেট পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে না। একইভাবে পরিবারের লক্ষ্যসমূহ এবং চাহিদার অগ্রাধিকার (priority list) বাজেটে নির্ধারিত হয় না। এমন সিদ্ধান্ত পরিবারকেই গ্রহণ করিতে হয়।

### বাজেট প্রণয়নের বিভিন্ন স্তর

বাজেট প্রণয়নে যে মূল তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় সেইগুলি হইল : (ক) পরিবারের আয় ; (খ) পরিবারের ব্যয় ; (গ) পরিবারের উদ্দেশ্যসমূহ। পরিবারের উদ্দেশ্যসমূহ মোটামুটি স্থির থাকায়, আমাদের আয় ও ব্যয়ের প্রতিই মূলত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাজেট প্রণয়নের বিভিন্ন স্তর (Steps) নিম্নরূপ :

১. আয়ের পরিমাণ নিরূপণ ও আয় প্রাপ্তির সময় (Estimation and accruals of family income)
২. ব্যয়ের শীর্ষ এবং পরিমাণ ধার্যকরণ (Heading the expenditure list and estimating the total expenditure involved)
৩. প্রকৃত বাজেট প্রণয়ন (Actual Planning of the budget)
৪. বাজেটের বাস্তবায়ন (Execution of budget)
৫. বাজেটের মূল্যায়ন (Evaluation of the budget)

বাজেট প্রস্তুত হইয়া গেলেই যে বাজেটের কাজ শেষ হইয়া যায় অনেকের এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই পাঁচটি স্তর সম্পূর্ণ হইলেই কেবল আমরা বাজেট প্রণয়ন সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিতে পারি। যে সময় এই পাঁচটি স্তর সম্পূর্ণ হয় তাহাকে বাজেট সময় বা Budget Cycle বলে।

পরিবারের ব্যয়ের উৎস পরিবারের আয় বলিয়া বাজেট প্রণয়নের প্রথম স্তরে পরিবারের আয় সম্পর্কে বাজেট প্রণেতাকে সম্পূর্ণ ওয়াকোফহাল হইতে হইবে। কেবল আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে জানিলেই হইবে না, কোন্ কোন্ সময় সেই আয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাও জানা দরকার। আয়ের পরিমাণ এবং সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া বাজেটের প্রথম স্তরের একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

দ্বিতীয় স্তরে বাজেট প্রণেতাকে ব্যয়ের শীর্ষসমূহ নির্ধারণ করিতে হইবে। বাড়িভাড়া, খাওয়া খরচ, পোশাক-পরিচ্ছদের উপর খরচ ইত্যাদির শীর্ষে (heading) আমাদের ব্যয়ের বস্ত্তসমূহকে বিভক্ত করা উচিত। পরিবারের চাহিদা অনেক হওয়ায় স্বভাবতই খরচের বিষয়ের তালিকা যথেষ্ট বড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমন ক্ষেত্রে বাজেট প্রণয়নের জন্য খরচের বিষয়সমূহকে এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চাহিদার পর তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি একে একে স্থান পায়। চাহিদা নিরূপণের পর নির্ধারিত খসড়া চাহিদা পূরণে কত ব্যয় হইতে পারে তাহা বাজার দর ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের আন্দাজ করিয়া লওয়া উচিত।

আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব হইয়া গেলে বাজেট প্রণেতাকে প্রকৃত বাজেট প্রণয়নে মনোনিবেশ করিতে হইবে। আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় সাধনই এক কথায় বাজেট। বাজেট প্রণয়নের এই প্রস্তুত-প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনবোধে তুলনামূলকভাবে অল্প প্রয়োজনীয় খরচের অনেক বিষয় বাদ দিতে হইতে পারে। ইহার কারণ দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আয়ের পরিমাণ সীমিত এবং অপরিবর্তনীয় (Income is limited and fixed or constant)। তাহা ছাড়া বাজেটে পরিবারের বিপদ-আপদের জন্য কিছু সঞ্চয়ের সংস্থানও থাকা উচিত। বাজেট প্রণয়নে আয় ও ব্যয়ের এই সমন্বয়সাধনে সমন্বয়ের উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাজেট-প্রণেতা বিভিন্ন মেয়াদী—যেমন, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি বাজেট তৈয়ারি করিতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদী বাজেট প্রণয়ন করিলে স্বল্পমেয়াদী বাজেটসমূহ দীর্ঘমেয়াদী বাজেটে সুষ্ঠুভাবে অন্তর্ভুক্ত (incorporate) করিতে হইবে। পরিবারের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অধিক দীর্ঘমেয়াদী বার্ষিক বা পঞ্চ-বার্ষিক বাজেটে উপযুক্ত ব্যবস্থাাদি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রকৃত বাজেট প্রণয়নের পর বাজেটের বাস্তবায়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। খরচের সময় যথাসম্ভব বাজেটের বিধানসমূহ মানিয়া চলা উচিত। কোনো ব্যতিক্রমের প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়িলে পরিবারের বিভিন্ন সদস্য-সদস্যা একত্রে বসিয়া বাজেটের বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এমন পরিবর্তনেও যাহাতে বাজেটের মূলনীতিসমূহ যথাসম্ভব অপরিবর্তিত থাকে। বাজেট প্রণয়নে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিলে, পরে বাস্তবায়নের সময় অযথা পরিবর্তনের কামেলা পোহাইতে হয় না। খরচের সময় বাজেটে উল্লেখিত সময়সূচির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

বাজেট-চক্র বা Budget Cycle-এর সর্বশেষ স্তর হইল বাজেটের মূল্যায়ন। বাজেটের বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে বাজেটের মূল্যায়নে হাত দিতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, বাজেট-চক্র বাজেটের মূল্যায়নে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা নাই। এমন ধারণা সত্য নহে। বাজেটের মূল্যায়ন বাজেটের দোষ-ত্রুটি বাহির করিতে এবং বাজেটের ক্রমোন্নতি নিরীক্ষণ করিতে আমাদের সাহায্য করে। এই মূল্যায়নের সাহায্যেই কেবল অতীত গলদের আলোকে আমরা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য গলদ এড়াইয়া চলিতে পারি। এমন মূল্যায়ন ভবিষ্যৎ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথের বাধা-বিঘ্নসমূহ দূর করিবার পথ দেখাইয়া দেয়। বাজেট-চক্রে মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া, বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়নের তুলনায় তাই কোনো অংশে কম প্রয়োজনীয় নহে।

প্রকৃত বাজেট প্রণয়নের পূর্বে আমাদের কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্য পরিবারের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক জীবনযাত্রার মান, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, অর্থ-পরিকল্পনার বিভিন্ন নীতিসমূহের জ্ঞান ইত্যাদি আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। পরিবারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ভবিষ্যৎ খরচের খসড়াই দেনা শোধের বিধান যেন থাকে এবং পরিবার যেন সীমিত আয়ে ব্যয়সমূহ মিটাইতে পারে।

নিম্নলিখিত সোপানগুলি বাজেট তৈয়ারির সময় বাস্তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় :

১. সম্পূর্ণ বাজেট মেয়াদে কি কি জিনিসের উপর খরচ করা হইবে।
২. ঈপ্সিত তালিকার খরচে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতে পারে।
৩. পরিবারের মোট কত আয় আশা করা যায়।
৪. বাজেটে ভারসাম্য স্থাপন (Balancing the budget)
৫. বাজেটের বিভিন্ন দিকসমূহ গূঢ়ভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে যাহাতে বাজেটের সাফল্যের যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থাকে।

নিম্নে আমরা বিভিন্ন প্রকারের পরিবারের বাজেটের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করিব। এই প্রসঙ্গে পল্লী এবং শহর অঞ্চল, দুই প্রকারের বাজেটেরই আলোচনা করা যাইতে পারে।

### ১. পল্লী অঞ্চলের একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক বাজেটের নমুনা

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক যে, পরিবারের মাসিক আয় গড়ে ১২০০ টাকা। জমির ফসল হইতে বৎসরে ৩০০০ টাকা বা মাসে ২৫০ টাকা আয় হয়। পরিবারের লোকসংখ্যা ৭ জন। পরিবারের ফসল হইতে বৎসরের চাল, ডালের চাহিদা মিটিয়া যায়। বাড়িসংলগ্ন জমি

হইতে অল্পবিস্তর তরিতরকারিও পাওয়া যায়। এই পরিবারের মাসিক বাজেট কম-বেশি নিম্নরূপ হইবে :

জমা (Credit)

মাসিক আয়	১২০০
জমির ফসল হইতে গড় আয়	২৫০
	১৪৫০

খরচ (Debit)

ক. খাদ্য :	
কাঁচা বাজার	৫২৫
দোকান পাটের খরচ	৪৪০
শিশুদের জন্য দুধ	৭৫
লাকড়ি	৬০
খ. বস্ত্র :	
পোশাক ক্রয়	৩০
পোশাক ধোয়ার খরচ	৩০
গ. বাড়ি খরচ :	
বাড়ির জন্য খাজনা	২০
আলোর জন্য কেরোসিন তেলের খরচ	২০
ঘ. অন্যান্য খাতে খরচ :	
ঔষধ পথ্য	৩০
শিক্ষা	৫০
আমোদ-প্রমোদ	৩০
ঙ. জমা :	১০০

মাসিক বাজেটের উপর ভিত্তি করিয়া সাপ্তাহিক এবং দৈনিক বাজেট প্রস্তুত করা যায়। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, খাদ্যের উপর আমাদের আলোচিত পরিবারটি মাসে ১১০০ টাকা ব্যয় করে, সুতরাং সপ্তাহে এবং দৈনিক পরিবারটি যথাক্রমে প্রায় ২৭৫ টাকা এবং ৩৭ টাকা খরচ করিতে পারে। সাপ্তাহিক এবং দৈনিক খরচে এই সীমারেখা মানিয়া চলিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ পরিবারটির দৈনিক খাদ্যের বাজেট নিম্নরূপ হইতে পারে :

## সস্তাব্য দৈনিক খাদ্যের বাজেট (কাঁচা বাজার)

মাসিক বরাদ্দ ১১০০

দৈনিক বরাদ্দ ১৭.৫০

তারিখ	দ্রব্যাদি	মোট খরচ
১লা এপ্রিল, ১৯৮৯	মাছ	১০.০০
	উঁটা	২.৫০
	শাক	১.৩০
	বেগুন	৩.১০
	কাঁচা মরিচ	০.৬০

মোট খরচ ১৭.৫০

কাঁচা বাজারের জন্য দৈনিক কম-বেশি ১৭.৫০ ব্যয় হইতেছে। তেল, লবণ, চিনি, মশলা ইত্যাদি প্রতিমাসে দোকান হইতে ক্রয় করা হয়। কাঁচা বাজারের মূল্য সর্বদা এক থাকে না। তাই দৈনিক বাজারের ক্ষেত্রে কিছু তারতম্য ঘটে।

## ২. পল্লী অঞ্চলের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেট

পল্লী অঞ্চলের একটি পরিবারের মাসিক আয় ২২৫০ টাকা এবং ফসলের গড় আয় ৭৫০ টাকা। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে-মেয়েসহ পরিবারে ৬ জন সদস্য। প্রতি মাসে জমি হইতে চাউল আসে বলিয়া বাজার হইতে চাল ক্রয় করিতে হয় না। নিম্নে এই পরিবারটির একটি মাসিক খরচের হিসাব দেখান হইল :

জমা	খরচ	
মাসিক আয়	২২৫০	
ফসল হইতে গড় আয়	৭৫০	
	৩,০০০	
(চাল জমি হইতে আসে)		
	ক. খাওয়া খরচ :	
	কাঁচা বাজার	৯০০.০০
	দোকান-পাটের খরচ	৬২৭.৫০
	গরুর যত্নের খরচ	১৫০.০০
	লাকড়ি	১৫০.০০
	খ. পোশাক-পরিচ্ছদ :	
	পোশাক ক্রয়	১৫০.০০
	পোশাক ধোয়ার খরচ	৫০.০০
	গ. বাসস্থান :	
	বাড়ির জন্য খরচ	৪০.০০
	আলোর জন্য কেরোসিন তৈল	৮০.০০
	বাড়ি মেরামত	৬০.০০

ঘ. অন্যান্য খরচ :	
ঔষধ-পথ্য	১২০.০০
শিক্ষা	১৫০.০০
চাষের খরচ	৩১২.৫০
আমোদ-প্রমোদ	৬০.০০
ঙ. জমা :	১৫০.০০

মোট ৩,০০০

প্রতিমাসে মুদির খরচের জন্য উল্লেখিত পরিবারটি কত ব্যয় করিতেছে তাহা নিম্নে দেখান হইয়াছে :

সম্ভাব্য মাসিক মুদির খরচের হিসাব

মাসিক মুদির খরচের জন্য বরাদ্দ অর্থ ৬২৭.৫০

মাস	দ্রব্যাদি	বাজার দর	মোট খরচ
এপ্রিল	সরিষার তৈল	৪৫.০০ প্রতি সের	১৩৫.০০
	লবণ	৩.৭০ "	৭.৫০
	চিনি	২০.০০ "	৪০.০০
	ঘি	৯০.০০ "	৯০.০০
	গুড়	৭.৫০ "	৩০.০০
	ময়দা	১০.০০ "	২০.০০
	আটা	৭.৫০ "	৩০.০০
	মশলা		৫০.০০
	ডাল	১০.০০ "	৭৫.০০
	মেহমানদের জন্য নাস্তা		১০০.০০
	অন্যান্য খুঁটিনাটি খরচ		৫০.০০

মোট ৬২৭.৫০

৩. শহরাঞ্চলের একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটের নমুনা

শহর অঞ্চলের একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার মাসিক আয় করেন ২০০০ টাকা। পরিবারে স্বামী, স্ত্রী, মা ও তিনটি সন্তান রহিয়াছে। সন্তানদের মধ্যে বড়টি প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। এই ৬ জন সদস্য-সদস্যবিশিষ্ট পরিবারটি ঢাকা শহরে বাস করেন। ২,০০০ টাকা আয়ে পরিবারটি একটি মাসিক হিসাবের খসড়া নিম্নে তৈয়ারি করিয়াছেন :

জমা	খরচ	
মাসিক আয় ২,০০০ টাকা	ক. খাদ্য :	
	বাজার খরচ	৪০০ টাকা
	দোকান খরচ	৬০০ টাকা
	শিশুদের জন্য দুধ	১৫০ টাকা
	কঠ	১০০ টাকা
	খ. পোশাক :	
	পোশাক ক্রয়	১০০ টাকা
	পোশাক ধোয়ার জন্য খরচ	৫০ টাকা
	গ. বাড়ি খরচ :	
	বাড়ি ভাড়া	২৫০ টাকা
	আলোর জন্য কেরোসিন তৈল	৫০ টাকা
	ঘ. অন্যান্য খরচ :	
	পড়াশুনা	৪০ টাকা
	ঔষধ-পথ্য	৫০ টাকা
	যাতায়াত	৮০ টাকা
	আমোদ-প্রমোদ	৪০ টাকা
	অখিতি আপ্যায়ন	৩০ টাকা
	সাজ-সজ্জা	১৫ টাকা
	ঙ. জমা :	৪৫ টাকা
		<hr/>
		মোট ২,০০০ টাকা

### ৪. শহরাঞ্চলের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের হিসাবের খসড়া

শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামী, স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠপুত্র উপার্জন করেন। পুত্র অবিবাহিত। একটি কন্যা স্কুলগামী। পরিবারটির মোট সদস্যসংখ্যা ৪ জন। পরিবারটির গৃহস্বামী বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার মাসিক আয় ২৫০০ টাকা। স্ত্রী একটি প্রাইমারী স্কুলে চাকুরি করিয়া মাসে ১০০০ টাকা উপার্জন করেন এবং পুত্র কেরানী হিসেবে ১৫০০ টাকা প্রতি মাসে আয় করেন। পরিবারটির প্রতিমাসে মোট আয় ৫০০০ টাকা। নিচে এইরূপ পরিবারের মাসিক হিসাবের খসড়া দেওয়া হইল :

জমা	খরচ	
প্রতি মাসের মোট আয় ৫০০০	ক. খাওয়া :	
	কাঁচা বাজার	৯০০
	দোকান খরচ	১০০০
	দুধ	২০০
	রান্নার জন্য কেরোসিন তৈল	১৬০
	খ. পোশাক :	
	পোশাক ক্রয়	১৩০
	কাপড় ধোয়ার খরচ	৭০
	গ. বাড়ি খরচ :	
	বাড়ি ভাড়া	৮০০
	বৈদ্যুতিক আলো	৮০
	পানি	৮০
	ঘ. অন্যান্য খরচ :	
	শিক্ষা	১৮০
	যাতায়াত	৩৫০
	টিফিন	২০০
	ঝি	১০০
	চিকিৎসা	৩০০
	অতিথি	১৫০
	খবরের কাগজ	৭৫
	আমোদ ও বিবিধ খরচ	১০০
	টয়লেট	৫০
	ঙ. জমা :	৭০

মোট ৫,০০০ টাকা

#### ৫. ঢাকা শহরের একটি সাধারণ ধনী পরিবারের মাসিক বাজেট

শহরের একটি ধনী পরিবারের লোকসংখ্যা স্বামী, স্ত্রী ও তিনজন সন্তানসহ মোট ৫ জন। পরিবারের বড় মেয়েটি কলেজে পড়ে। দ্বিতীয় সন্তান স্কুলগামী এবং ছোটটি বাড়িতে পড়াশুনা করে। পরিবারে একমাত্র স্বামী উপার্জন করেন। তাহার নীট আয় মাসে ২০,০০০ টাকা। তাহার একটি নিজস্ব বাড়ি আছে। এই পরিবারটির মাসিক বাজেট নিম্নে দেখান হইল :



জমা	খরচ	
মাসে গৃহস্বামীর আয় ২০,০০০	ক. খাওয়া খরচ :	
	কাঁচা বাজার	২১০০
	দোকান-পাড়ের খরচ	১৫০০
	দুধ	৯০০
	রান্নার জন্য গ্যাসের খরচ	১০০
	ফল	৪০০
	খ. পোশাক-পরিচ্ছদ :	
	পোশাক ক্রয়	১২৫০
	কাপড় ধোয়ার খরচ	১৫০
	দর্জি	১৫০
	গ. বাসগৃহ :	
	বৈদ্যুতিক আলো	৪০০
	পানি	১৫০
	বাড়ি মেরামত	২০০
	বাড়ির ট্যাক্স	৮০০
	টেলিফোন	৭০০
	টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর	২০০
	গাড়ির জন্য খরচ	২৫০০
	ঘ. অন্যান্য খরচ :	
	পড়াশুনা	১০০০
	চিকিৎসা	৬০০
	ফুটফরমায়েসের জন্য	
	কাজের লোক, আয়া বাবুচি	১৪৫০
	খবরের কাগজ	১৫০
	আমোদ-আহলাদ	৪০০
	গান-বাজনা শিক্ষা	৬০০
	মেহমান	৬০০
	ভ্রমণ	৭০০
	টয়েলট	৩০০
	সেলুন ও বিবিধ খরচ	৫০০
	ঙ. দান খয়রাত :	২০০
	চ. জমা :	
	প্রাইজ বণ্ড	৩০০

ব্যাংক	৫০০
ইন্সুরেন্স	১৩০০

মোট ২০,০০০ টাকা

### বিভিন্ন প্রকার পরিবারের বাজেটের তুলনা

পরিবারের আয় সীমাবদ্ধ হওয়ায়, সমস্ত চাহিদা পরিবারের পক্ষে মিটান সম্ভব নহে। সীমিত অর্থের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু চাহিদা সুস্থভাবে মিটাইবার জন্যই বাজেটের সাহায্য লওয়া হয়। বিভিন্ন পরিবারের বাজেটের তুলনা করিবার পূর্বে আমাদের চাহিদার প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা রাখিতে হইবে। অর্থনীতিবিদগণ চাহিদাসমূহকে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়াছেন :

১. অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (Necessities)
২. কাজের দক্ষতা বাড়াইবার জন্য আবশ্যিকীয় দ্রব্যসমূহ (Comforts)
৩. বিলাসের সামগ্রীসকল (Luxuries)।

প্রথম শ্রেণির চাহিদায় আমরা অত্যাবশ্যিকীয় খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই শ্রেণির চাহিদা পূরণ না হইলে জীবন-ধারণ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। ঐচ্ছিক জন্য এমন চাহিদার নিবৃত্তি অত্যাবশ্যিক। দ্বিতীয় প্রকার চাহিদা মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়াইতে সাহায্য করে। এই ক্ষেত্রে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ে নতুন উপাদান সংযোগ করা হয় যাহাতে লভ্য সুযোগ-সুবিধা জীবন ধারণের জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনের বেশ উপরে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য, শীতকালে প্রয়োজনীয় আরামদায়ক গরম কাপড় ও সুযোগ-সুবিধায়ুক্ত বাড়ির কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি।

বিলাস-দ্রব্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা থাকে। বিভিন্ন মানুষের সৌখিন স্বভাবের জন্যই বিলাসের দ্রব্যসামগ্রী আকর্ষণীয় এবং আদর্শীয় হইয়া উঠিতে পারে। জীবন ধারণের জন্য কিংবা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এমন বিলাসসামগ্রীর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন না থাকিলেও সচ্ছল সমাজে এমন বিলাসের বস্তুসমূহ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

শহর এবং পল্লী অঞ্চলের নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের বাজেটের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটে প্রথম শ্রেণির অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ মূলত মিটান হয়। জীবন ধারণের জন্য সর্বনিম্ন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করিতেই পরিবারের প্রায় সমস্ত আয় খরচ হইয়া যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেটে অতি প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের প্রয়োজন মিটাইবার পর আমাদের বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণির চাহিদাসমূহের প্রতি কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এমন পরিবারের বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি ধনী

পরিবারের বাজেট নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাজেট হইতে অনেক পৃথক। এমন বাজেটে আয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হওয়ায় উপরোল্লিখিত তিন প্রকার চাহিদাই মিটান সম্ভব। ধনী পরিবারের বাজেটে খাদ্যবস্তুর উপর খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ আমাদের বর্ণিত পল্লী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের ৩০০.০০ টাকা আয়ের ১৬৭.০০ টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের প্রায় অর্ধেকের বেশি খাওয়ার উপর ব্যয় হয়। একইভাবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে মোট আয় ১৪৫.০০ টাকার ১১০.০০ টাকাই অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ খরচ হয় খাদ্যবস্তুর উপর। পক্ষান্তরে ধনী পরিবারের বাজেটের নমুনা হইতে দেখা যাইবে যে, মোট মাসিক নীট আয় ২০০০.০০ টাকায় খাদ্যের উপর ব্যয় হয় মাত্র ৫০০.০০ টাকা, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ। এই সকল ধনীপরিবারের বাজেটে আয়ের একটি বিশেষ অংশ শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-গাড়ী ইত্যাদির উপর খরচ হয়। ধনী ও দরিদ্র পরিবারের বাজেটের এই তারতম্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

### পরিবারের ব্যয়

পূর্বেই বলিয়াছি, বাজেট প্রণয়নকালে আয়ের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, তেমনি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। সকল পরিবারের জীবিকার মান এক প্রকার নহে। ধনী পরিবারের ব্যয়ের মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ খাদ্যবস্তুর উপর ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে অধিকাংশ খরচই হয় খাদ্যবস্তুর উপর। একইভাবে দেশ ও স্থানভেদে ব্যয়-সামগ্রীর তারতম্য ঘটে। উন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহে মোটরগাড়ি, রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী Necessities বলিয়া পরিগণিত হইলেও বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে এই সমস্ত ভোগ্যসামগ্রী এখনো বিলাসের বস্তু বলিয়া গণ্য। ব্যক্তিগত অভ্যাসভেদেও পরিবারের ব্যয়ের ধরন পরিবর্তিত হইতে পারে।

জীবনযাত্রার মান এবং ব্যয় সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডুজেনবেরী (Dusenberry) একটি চমৎকার অনুমান প্রণয়ন করিয়াছেন। অধ্যাপক ডুজেনবেরীর নামানুসারে এই অনুমানকে ডুজেনবেরী হাইপোথেসিস (Dusenberry Hypothesis) বলা হয়। এই অনুমানের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, যে, পরিবারের জীবনযাত্রার মান কেবল তাহার বর্তমান আয়ের উপর নির্ভর করে না। পূর্বে লভ্য জীবনযাত্রার মানও এই প্রসঙ্গে একটি বিবেচ্য বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পরিবারের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু হইলে পরে যদি তাহার আয় কমিয়া যায় তবে জীবনযাত্রার মান সেই অনুপাতে সাধারণত কমে না। বাজেট প্রণয়নকালে জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ডুজেনবেরী হাইপোথেসিস আমাদের মনে রাখা ভাল।

মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর পারিবারিক ব্যয় নির্ভর করে :

- ক. পরিবারের আয় (Family income)
- খ. পরিবারের লোকসংখ্যা (Number of family members)
- গ. জীবিকার মান (Standard of living)
- ঘ. বাসস্থান (Locality)
- ঙ. ব্যক্তিগত অভ্যাস (Personal habit)
- চ. চিত্তবিনোদন (Entertainment)

### পরিবারের আয়

পরিবারের আয়ের উপর বাজেট নির্ভরশীল। যে পরিবারের আয় অধিক সেই পরিবারে ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আয় অল্প হইলে সেইখানে ব্যয় অত্যন্ত চিন্তা করিয়া করিতে হইবে, অর্থাৎ, অত্যাবশ্যকীয় চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিতে হইবে।

### পরিবারের লোকসংখ্যা

শুধু পরিবারের আয়ের উপরই বাজেট নির্ভর করে না, পরিবারের লোকসংখ্যাও এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একটি পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদের অর্থব্যয় যত হইবে—সেই তুলনায় একটি ছোট পরিবারের অর্থব্যয় অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিবারের আয় অধিক হইলে লোকসংখ্যাও যদি অধিক হয় এবং অল্প আয়ের পরিবারের লোকসংখ্যা যদি অল্প হয় তবে উভয় পরিবারেই মাথাপিছু ব্যয় সমানই হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি পরিবারের লোকসংখ্যা যদি ৬ জন হয় এবং পরিবারটির মাসিক আয় ৬০০.০০ টাকা হয়, তবে প্রতিটি লোকের জন্য গড়ে ১০০.০০ টাকা ব্যয় হয়। অন্যত্র ৪ জন সদস্যসহ একটি পরিবারের আয় ৪০০.০০ টাকা হইলে প্রতিটি সদস্যের জন্য এইক্ষেত্রে ১০০.০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, উভয় পরিবারের আয় ভিন্ন হইলেও মাথাপিছু ব্যয় সমান।

### জীবিকার মান

বাজেট প্রণয়নকালে জীবিকার মানের কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার। বিভিন্ন দেশে জীবিকার মান ভিন্ন। শুধু দেশই নহে বিভিন্ন এলাকাবেশেষেও পরিবারের জীবিকার মানও পৃথক। আমাদের দেশের চাইতে বিদেশের জীবিকার মান উন্নততর। আবার শহরের তুলনায় গ্রামের জীবিকার মান অন্য প্রকারের। কারণ, গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। সহজ-সরলভাবে ডাল-ভাত খাইয়াই তাহারা মানুষ। কিন্তু শহরের অধিকাংশ লোকই ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবী। তাহাদের জীবনযাত্রার মান স্বভাবতঃই অন্য রকম।

অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণির পরিবার যেইভাবে জীবন নির্বাহ করিতে পারে নিম্ন শ্রেণির পরিবার সেইভাবে জীবন-যাপন করিতে সক্ষম নহে।

### বাসস্থান

ব্যয়-নিয়ন্ত্রণকালে বাসস্থানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। একটি পরিবার যদি গ্রামাঞ্চলে বাস করে তবে তাহাদের ব্যয় অল্প হইবে, কারণ গ্রাম এলাকায় সকল জিনিসই তুলনামূলকভাবে সস্তা। সেখানকার চালের মূল্য শহর অপেক্ষা অনেক কম। পঞ্চাশতের শহরে প্রায় সকল জিনিসের মূল্যই চড়া; সুতরাং শহরে থাকিলে অধিক ব্যয় হওয়াই স্বাভাবিক। শহরের খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বড়ি-ভাড়া প্রভৃতি জিনিসের মূল্য বেশি। ইহা ছাড়া গৃহসজ্জা, আনন্দ-উৎসবের ক্ষেত্রেও গ্রামের চেয়ে শহরবাসীদের অধিক অর্থ খরচ করিতে হয়।

### ব্যক্তিগত অভ্যাস

পরিবারের অনেকেরই বিভিন্ন অভ্যাস দেখা যায়। এই অভ্যাসের জন্যও অর্থের ঘাটতি হইতে পারে। যে পরিবারে বাবা বা ভাই ধূমপান করেন কিংবা মা-দাদী পান খান অথবা যদি তাহাদের এই ধরনের অন্য কোনো অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে মাসের শেষে দেখা যায় যে, বেশ মোটা অংক খরচ হইয়া গিয়াছে। অর্থ ব্যয় পরিবার সময় ব্যক্তিগত অভ্যাসের জন্যও কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখিতে হইবে। কিন্তু বদ-অভ্যাস না থাকাটাই উত্তম, কারণ ইহাতে যেমন একদিকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, অন্যদিকে তেমনি অপব্যয়ের হাত হইতেও রেহাই পাওয়া যায়।

### চিত্তবিনোদন

ব্যয়-নিয়ন্ত্রণকালে পরিবারের সকল প্রয়োজনীয় চাহিদার কথা উল্লেখ করিয়া সর্বশেষে চিত্তবিনোদনের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ, দেহের সহিত মনের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। ছোট-বড় সকলের মনের চাহিদা যদি অপূর্ণ থাকে, তবে সামগ্রিক উন্নতি হইতে পারে না। তাই মনের আনন্দের জন্যও কিছু অর্থ তুলিয়া রাখা প্রয়োজন।

### সঞ্চয় ও পুঁজিবিনিয়োগ

জাতীয় জীবনে যেমন, পারিবারিক জীবনেও তেমনি সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনেক। বাস্তবে পুঁজিবিনিয়োগ ও পুঁজিগঠন জাতীয় সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যতের জন্য যতটুকু সম্ভব সঞ্চয় করিলে পরিবারকে পরিণামে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইতে হয় না। বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা এবং অন্যান্য নানা কারণে

পরিবারের কিছু না কিছু সঞ্চয় করা উচিত। প্রয়োজনের সময় অন্যের নিকট সহজে হাত পাতা মর্যাদাহানিকর। তাহা ছাড়া সকল সময় অন্যে যে সাহায্য করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? পারিবারিক আয় হইতে যতটুকু সম্ভব বাঁচাইয়া সঞ্চয় করিলে পরিবারকে অভাবনীয় প্রয়োজনের সময় অথবা দুর্ভোগ পোহাইতে হয় না। এইসব নানা কারণে বিভিন্ন ধর্মে পর্যন্ত সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

সঞ্চয় নানাভাবে করা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণের কোনো সচেতনতা না থাকায় মানুষ সাধারণত অর্থ নিজের কাছেই গচ্ছিত রাখিত। অনেক ক্ষেত্রে এমন গচ্ছিত অর্থ নিরাপদ থাকিলেও অর্থ খাটাইয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির কোনো ধারণা বা পরিকল্পনা মানুষের ছিল না। পারিবারিক সঞ্চয় জাতির কোনো প্রয়োজনেও আসিত না। যুগের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করিয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধিই শুধু সার্থিত হয় নাই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত ও সুগম হইয়া উঠিয়াছে। সঞ্চিত অর্থ খাটাইবার অনেক মাধ্যম আজ গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশে অনেক ব্যাংক স্থাপিত হইয়াছে। বীমা কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করিয়াছে। দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সঞ্চয়ের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেটের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। নিজের কাছে টাকা জমা না রাখিয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয়ের সুবিধা অনেক বেশি। প্রথমত, এমন সঞ্চয়ের নিরাপত্তা সর্বাধিক। দ্বিতীয়ত, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমন সঞ্চয় উৎপাদনশীল কাজে খাটায় বলিয়া এমন সঞ্চয় ক্রমে বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, এমন সঞ্চয়ের মাধ্যমে পরিবার পরোক্ষভাবে জাতিগঠনে অংশগ্রহণ করিতে পারে। জাতীয় সঞ্চয় পারিবারিক সঞ্চয় এবং অন্যান্য সঞ্চয়ের সমষ্টিমাত্র।

সঞ্চয়ের মাধ্যম নির্বাচন পরিবারের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। নিম্নে উল্লেখিত উপায়সমূহের সাহায্যে সঞ্চয় করা যাইতে পারে।

ক. ব্যাংকের মাধ্যমে সঞ্চয়

খ. বীমার মাধ্যমে সঞ্চয়

গ. পোস্ট অফিসে সঞ্চয়

ঘ. প্রাইজবন্ড (Prize bonds)

ঙ. শেয়ার ক্রয়।

১. বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার

২. জাতীয় বিনিয়োগ ট্রাস্ট

৩. বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (Investment Corporation of Bangladesh)

নিম্নে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

### ব্যাংকের মাধ্যমে সঞ্চয়

ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখিলে অর্থ যেমন নিরাপদ অবস্থায় থাকে, তেমন নিয়মিত হারে সুদ পাওয়া যায়। প্রয়োজনবিশেষে অর্থ তুলিয়াও আনা সম্ভব। আবার জাতীয় জীবনেও ব্যাংকের প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা যে অর্থ ব্যাংকে সঞ্চয়ের জন্য রাখি ঐ অর্থ আবার ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে সুদে ঋণ দেয়। ইহার ফলে ব্যাংক যেমন লাভবান হয়, দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই অর্থ তেমনি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হইয়া শতগুণে বৃদ্ধি পায়।

ব্যাংকে শুধু টাকাই নহে, অলংকারাদি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও গচ্ছিত রাখা যাইতে পারে। ইহার জন্য অবশ্য আমাদের কিছু অর্থ ব্যাংক-কে দিতে হয়।

### জমা রাখিবার নিয়ম

কেহ যদি ব্যাংকে হিসাব খুলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে ব্যাংকের সহিত পরিচিত কোনো ব্যক্তির পরিচয়পত্র ব্যাংকে দাখিল করিলে ব্যাংক তাহাকে হিসাব খুলিতে অনুমতি দিবে। ব্যাংক আবেদনকারীর নিকট হইতে আমানতপত্র এবং তাহার একটি নিজস্ব সহি (specimen signature) জমা রাখে। আবেদনপত্র অনুমোদিত হইলে ব্যাংক আবেদনকারীকে একখানা টাকা এবং একখানা চেক জমা দিবার খাতা দিবে। একাউন্ট নম্বরযুক্ত ঐ খাতায় সর্বনিম্ন হারে অর্থ জমা দিলে গচ্ছিতকারীকে একটি পাসবই ও চেকবই দেওয়া হয়।

ব্যাংকে কোন দিন কত টাকা গচ্ছিত রাখা হইল তাহার হিসাব পাসবইতে (Pass book) রাখা যায়।

ব্যাংকে তিন প্রকারে টাকা জমা দেওয়া যায়, যেমন :

১. চলতি হিসাব (Current Account)
২. স্থির আমানত (Fixed Deposit)
৩. জমার হিসাব (Savings Account)

### চলতি হিসাব (Current Account)

এই ক্ষেত্রে একটি নিম্ন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয় — ইহার কম হইলে টাকা জমা লওয়া হয় না। এই হিসাবে সুদের হার খুবই অল্প। তবে সর্বনিম্ন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা বাদ দিয়া সপ্তাহের কাজের যে কোনো দিনে টাকা উঠান যায়।

ব্যবসায়ীদের জন্য এই হিসাব খুবই উপযোগী। কারণ, তাহাদের যখন-তখন টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। চলতি হিসাবে লেনদেন করিয়া ব্যবসায়ীরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।

### স্থির আমানত (Fixed Deposit)

এই হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে আমানত রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হইলে এই অর্থ তোলা যায় না। অর্থের অংক বুঝিয়া সময়ের স্থায়িত্বে সুদের ব্যতিক্রম হয়। জমার হিসাব এবং চলতি হিসাবের তুলনায় এই হিসাবে তুলনামূলকভাবে অধিকতর উচ্চ হারে সুদ পাওয়া যায়।

চলতি হিসাবের চেয়ে জমার হিসাব খুলিবার সর্বনিম্ন হার অনেক কম বলিয়া নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই হিসাবে টাকা জমা রাখা সুবিধাজনক। এইক্ষেত্রে সুদও বেশি পাওয়া যায়। তবে জমার হিসাবে টাকা জমা রাখিলে সপ্তাহে দুই দিনের বেশি টাকা উঠান যায় না।

### জমার হিসাব (Savings Account)

এই হিসাব খুলিবার সর্বনিম্ন হার সব ব্যাংকে এক নহে। যেমন, পূর্বালী ব্যাংকে ৫.০০ টাকা জমা দিলেই জমার হিসাব খোলা যায় আবার আমেরিকান এক্সপ্রেস (American Express) ব্যাংক একশত টাকার কম জমায় কোনো একাউন্ট খোলা যায় না।

### টাকা তুলিবার নিয়ম

ব্যাংক হইতে টাকা উঠাইতে হইলে ব্যাংক এবং গচ্ছিতকারীর সুবিধার্থে একটি নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। ইহার জন্য ব্যাংক গচ্ছিতকারীকে একটি চেকবই দেয়। এই বই-এর মারফতে গচ্ছিতকারী ব্যাংক-কে টাকা দিবার জন্য নির্দেশ দেন। এই নির্দেশপত্রকে চেক (cheque) বলে। চেকে গ্রহীতার নাম, একাউন্ট নম্বর, টাকার অংক, তারিখ এবং গচ্ছিতকারীর সই অবশ্যই থাকিতে হইবে।

চেক সাধারণত তিন প্রকারের হয় :

১. বেয়ারার চেক (Bearer cheque)
২. অর্ডার চেক (Order cheque)
৩. ক্রসড চেক (Crossed cheque)

### বেয়ারার চেক

বেয়ারার চেক pay to শব্দের পরে or bearer লেখা আছে। যাহার জন্য টাকা তুলিতে হইবে pay to-র পাশে তাহার নাম লিখিয়া শূন্যস্থানগুলি পূরণ করিয়া গচ্ছিতকারীর নাম চেকের নিচে ডান দিকে সই করিতে হইবে। আর নিজে টাকা তুলিলে চেকের সব স্থান



পূর্বের মত পূরণ করিয়া শুধু pay to-র পাশে self লিখিতে হইবে। চেকে টাকা তুলিবার সময় যিনি টাকা তুলিবেন তিনি চেকের পিছনে তাহার সহি দিবেন।

No. 872053  
 ৭১০  
 ২১/১২/১৯৭০  
 চেকের মত  
 নিজ  
 সাত এক হাজার মাত্র  
 ৭০০০/১০০  
 ব্রাহ্মণ

এই চেকের সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। যাহার কোনো হিসাব নাই সেই ব্যক্তিও বেয়ারার চেক সহজেই ভাঙ্গাইতে পারেন। এমন চেক হারাইয়া গেলে যে ব্যক্তি ইহা পাইবে, সেও এই চেক ভাঙ্গাইতে পারে।

### অর্ডার চেক (Order Cheque)

যাহার জন্য চেক কাটিতে হইবে এই ক্ষেত্রে pay to-র পাশে তাহার নাম লিখিয়া শূন্যস্থানগুলি পূরণ করিয়া চেকের নিচে সহি দিতে হইবে। চেকের পাশে or bearer শব্দ দুইটি অবশ্যই কাটিয়া দিতে হইবে। Or bearer-এর স্থলে ইচ্ছা করিলে order শব্দ



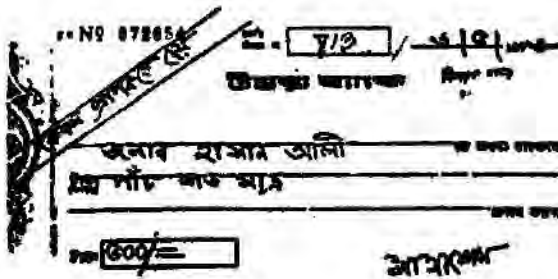
দুইটি লেখা যাইতে পারে। না লিখিলে কোনো ক্ষতি নাই। বেয়ারার চেক ও অর্ডার চেকে পার্থক্য এই যে, অর্ডার চেক ভাঙ্গাইতে হইলে যে ব্যাংকে চেকটি দেওয়া হয় গ্রহীতা সেই

ব্যাংকের পরিচিত ব্যক্তি হইতে হইবে। গ্রহীতার নামে টাকা গচ্ছিত থাকিলে এমন চেক সহজেই ভাঙ্গানো যায়।

যাহাদের ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত নাই তাহারাও অর্ডার চেক ভাঙ্গাইতে পারেন। তবে উহার পথ ভিন্ন। যাহার ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত আছে এমন একজনের একাউন্টে ঐ চেকটি জমা দিয়া ঐ চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা উঠান যায়। এই ক্ষেত্রে চেকের মালিক চেকটি ব্যাংকের পরিচিত ব্যক্তির নামে endorse করিয়া দিবেন। সেই ব্যক্তি ব্যাংক হইতে টাকা তুলিয়া চেকের মালিককে টাকা দিতে পারেন।

### ক্রসড চেক (Crossed Cheque)

চেকের বাম দিকে উপরে কোণাকুর্ণিভাবে দুইটি সরলরেখা টানিয়া লাইন দুইটির মধ্যে "এন্ড কোং" (& Co.) লিখিলে চেকটি ক্রসড চেকে পরিণত হইবে। এই চেক প্রথমে গচ্ছিতকারীর একাউন্টে জমা দিতে হয়। ব্যাংক, দাতা যে ব্যাংকের উপরে এই চেক কাটিয়াছেন, সেই ব্যাংক হইতে চেকের নির্দিষ্ট অর্থ তুলিয়া লয়। পরে গচ্ছিতকারীর হিসাবে টাকা জমা হয়। গচ্ছিতকারী প্রয়োজনবোধে অন্য চেক লিখিয়া তাহার ব্যাংক হইতে টাকা তুলিতে পারেন।



এইরূপ চেকে নিরাপত্তা সবচাইতে বেশি। ইহা হারাইলে কোনো ভয় নাই, কারণ বেয়ারার চেকের মত সকলে এই চেক ভাঙ্গাইতে পারে না। যাহার নামে চেক Crossed করিয়া দেওয়া হয় কেবল তিনিই ব্যাংকে তাঁহার একাউন্টে চেকটি জমা দিয়া চেকটি ভাঙ্গাইতে পারেন। Crossed চেক ইচ্ছা করিলে Endorse করা যাইতে পারে। "এন্ড কোং" (& Co.) এর পরিবর্তে "Payee's account only" বা "A/c payee" লিখিলে চেকটি আরও নিরাপদ হয়; কারণ এমন চেক endorse-ও করা যায় না।

### উত্তরকালীন চেক (Post-dated Cheque)

চেক কাটিবার সময় চেকদানকারী সাধারণত যেইদিন চেক কাটা হয় সেইদিনের তারিখই চেকে বসান। যে তারিখে চেক কাটা হয় চেকে সেই দিনের তারিখ না দিয়া যদি কয়েক দিন পরের তারিখ দেওয়া হয় তবে এমন চেককে উত্তরকালীন চেক বলে। এমন চেকে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে চেক ভঙ্গান যায় না।

উত্তরকালীন চেক সাধারণত দুইটি কারণে দেওয়া হয় :

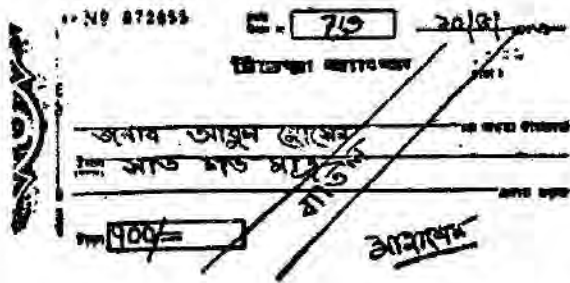
- ক. চেকদাতার একাউন্টে বা হিসাবে টাকা কম থাকিতে পারে, উত্তরকালীন চেকে পরের তারিখ দিয়া চেকদাতা নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই ব্যাংকে বাকি টাকা জমা দিবার সুযোগ রাখিতে পারেন।
- খ. ব্যাংকের চেকটি যদি জমার হিসাবে (Savings Account) হয় তাহা হইলে স্বভাবতঃই সপ্তাহে মাত্র একবার কি দুইবার চেক কাটা যায়। উত্তরকালীন চেকের সাহায্যে একই সপ্তাহে নির্ধারিত দিনসমূহের বাহিরে চেক কাটার বিভ্রম্বনা পোহাইতে হয় না। চেক দিবার সময় চেকের গ্রহীতাকে উত্তরকালীন চেক দেওয়ার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া ভাল।

### চেক বাতিলের কারণ

চেক নানা কারণে বাতিল হয়। নিম্নলিখিত কারণে চেক বাতিল হইতে পারে :

১. চেকের সহি যদি 'স্পেসিমেন সহি'-এর সহিত না মিলে তবে চেক বাতিল হইবে।
২. ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের চেক কাটা হইলে উহা বাতিল হওয়াই স্বাভাবিক।
৩. দিনের নির্দিষ্ট সময়ের পরে চেক ভঙ্গান যায় না। ঐ সময়ের পরে চেক ভঙ্গাইতে গেলে, টাকা উঠান যায় না।
৪. সেভিংস একাউন্টে সপ্তাহে বা মাসের নির্দিষ্ট সময়ে কয়েকবার চেক ভঙ্গান যায়। কিন্তু উহার অতিরিক্ত হইলেই চেক বাতিল হয়।
৫. চেক কাটিবার পরে চেক না ভঙ্গাইবার মনস্থির করিলে, ব্যাংক-কে জানাইয়া দিলেই ঐ চেক বাতিল হইবে।
৬. চেকে কাটাকাটি করিতে নাই। কাটাকাটির পরে স্পেসিমেন সহি দেওয়া উচিত। না দিলে চেক বাতিল হইয়া যায়।

পরপৃষ্ঠায় বাতিল একটি চেকের নমুনা দেওয়া হইল। এইক্ষেত্রে ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের চেক কাটা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কাটাকাটির পরে সহি নাই। এই



দুইটির যে কোনো একটি কারণই চেক বাতিল হইবার পক্ষে যথেষ্ট। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তারিখ লেখায়ও কাটাকাটি বা overwriting হইয়াছে।

### চেক গ্রহণে সতর্কতা

চেক কাটিবার মত চেক গ্রহণের সময়েও উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নিম্নে সতর্কতার কারণগুলি দর্শান হইল :

১. চেক কালি দিয়া লেখা আছে কিনা উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।
২. চেকে কাটাকাটি থাকিলে উহার পাশে সই আছে কিনা উহাও লক্ষণীয় বিষয়।
৩. সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই চেক জমা দেওয়া হইয়াছে কিনা, উহা দেখিতে হইবে।
৪. চেকটি জাল কিনা, উহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।

### এন্ডোর্সমেন্ট অব চেক্‌স (Endorsement of cheques)

ইংরেজি Endorsement কথাটির মূল অর্থ কোনো কিছুর অন্য পার্শ্বে কিছু লিখিয়া দেওয়া। সুতরাং চেক Endorse করা হইয়াছে বলিলে চেকের পশ্চাদিকে কাহারও নাম লেখা হইয়াছে ইহাই বুঝাইবে। Endorsement প্রক্রিয়ার সাহায্যে চেকের স্বত্ব অন্য কাহারও নামে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়। Endorsement সাধারণত চারি প্রকারের হয় :

- ক. Blank or General Endorsement
- খ. Special Endorsement
- গ. Restrictive Endorsement
- ঘ. Conditional Endorsement



প্রথম প্রকারের Endorsement-এ চেকের আসল মালিক পশ্চাদিকে শুধু "pay" লিখিয়া নিচে নিজের নাম সহি করিবেন। এই ক্ষেত্রে Pay শব্দটির শেষে কোনো বিশেষ নাম না লিখায় এমন চেক অনেকটা বেয়ারার চেকের মত। Endorse করিবার পর চেকের পশ্চাদিকে নিম্নরূপ দেখাইবে :

Pay  
Abdul Jalil

Special Endorsement-এ Pay শব্দটির শেষে যাহাকে চেকের স্বত্ব দেওয়া হইবে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে। চেকের পশ্চাদিক এখন মোটামুটি এইরূপ দাঁড়াইবে :

Pay Mr. Sayeed Zaman,  
Ikram Rahim

তৃতীয় প্রকারের Endorsement-এ অর্থাৎ Restrictive Endorsement-এ গ্রহীতার নামের শেষে "Only" শব্দটি জুড়িয়া দিতে হইবে। এমন চেকের পশ্চাদিক এইরূপ নিম্নরূপ :

Pay Mr. Sayeed Zaman only,  
Ikram Rahim

Conditional or Qualified Endorsement-এ আমাদের হস্তান্তরকারী ইক্রাম রাহিম সাহেব নিম্নরূপ লিখিতে পারেন,

Pay Mr. Sayeed Zaman without recourse to me,  
Ikram Rahim

## বীমা

### (INSURANCE)

অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে অনেক বীমা কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। বীমা সাহায্যে সঞ্চয় যেমন, তেমনি অনেক অঘটনের বিপক্ষেও যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বীমার ক্ষেত্রে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হইল জীবন-বীমা (Life Insurance)। কোনো ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর নির্দিষ্টকালের জন্য বীমা করিতে চাহিলে তাহাকে একটি বীমা কোম্পানির সহিত একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিতে হয়। এম চুক্তিপত্রকে বলা হয় পলিসি (Policy) এবং যিনি নিজের জীবনের উপর বীমা করে

তাহাকে বলা হয় বীমাকারী (Policy holder)। এইরূপ বীমায় বীমাকারীর জীবনবীমার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোনো কারণে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মৃত্যুর পরে তাহার মনোনীত মালিক বীমার অর্থের মালিক হন। এই মনোনীত ব্যক্তিকে নমিনি (Nominee) বলা হয়। বীমাকারী যে টাকার জন্য বীমা করেন তাহার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নির্দিষ্ট হারে বীমা কোম্পানিকে টাকা দিতে হয়। এমন কিস্তিকে প্রিমিয়াম (Premium) বলে।

নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য জীবনবীমা সঞ্চয়ের সর্বোত্তম পন্থা। ব্যাংকে টাকা জমা রাখিলে অভাব-অনটনের সময় সেই টাকা তুলিয়া লইবার একটি চরম প্রবণতা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবার দুর্যোগের সময় ব্যাংক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া নিজের সঞ্চয় নিঃশেষ করিয়া ফেলে। জীবনবীমায় ইচ্ছামত টাকা উঠানো যায় না বলিয়া সঞ্চয় এইভাবে নিঃশেষিত হওয়ার আশঙ্কা কম। তাহা ছাড়া, কিস্তিতে কিস্তিতে বীমা কোম্পানিকে টাকা দিতে হয় বলিয়া পরিবারের উপর এক সময় অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। জীবনবীমায়, অভাবিত কারণে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার নমিনি বীমার অর্থ পান। ব্যাংকে সঞ্চয়ের মাধ্যমে দুর্ঘটনার বিপক্ষে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

### জীবনবীমার সুবিধাসমূহ

জীবনবীমায় অনেক সুবিধা রহিয়াছে।

প্রথমত, জীবনবীমার সাহায্যে মধ্যবিত্ত পরিবার নির্ধারিত সময়ে বেশ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। একবার জীবনবীমা করিয়া প্রিমিয়ামে টাকা দিলে পরের প্রিমিয়ামগুলি স্বভাবতই দিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে বীমা বন্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য একবার বীমা করিলে সঞ্চয় অনেকটা বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে। বীমাকারী অবশ্য বীমা কোম্পানির নিকট হইতে নির্ধারিত সময়ের পর টাকা ধার লইতে পারেন। এমন ধারের জন্য বেশ উঁচু হারে সুদ দিতে হয় বলিয়া কেহ সহজে এমন ধার লয় না। জীবনবীমা করিলে তাই অহেতুক ধার করিবার প্রবণতা রুদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়ত, জীবনবীমায় ইচ্ছানুযায়ী ব্যাংকের মত কোম্পানি হইতে টাকা তোলা যায় না বলিয়া সহজে সঞ্চিত অর্থ তুলিয়া লওয়ার প্রবণতা হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, জীবনবীমা করিলে বীমার নির্ধারিত আঙ্কের উপর বৎসরে কিছু টাকা বোনাস (bonus) হিসাবেও পাওয়া যায়। বীমাকারী লাভযুক্ত বা লাভহীন বীমা করিতে পারেন (with profit and without profit policies)। লাভসমেত বীমায় প্রিমিয়ামের হার কিছুটা বেশি হইলেও উচ্চহারে বোনাস পাওয়া যায় বলিয়া মানুষ সাধারণত এমন বীমাই করিয়া থাকে। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বীমা কোম্পানি উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে টাকা বিনিয়োগ করিতে পারে বলিয়া উন্নয়নগামী দেশে বীমার নির্ধারিত আঙ্কের উপর বোনাসের হার ক্রমশ

বাড়িয়া চলিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পোস্টাল জীবনবীমায় আজীবন বীমার জন্য প্রতি বৎসর জীবনবীমার অঙ্ক প্রতিহাজারে ৪২.০০ টাকা এবং মেয়াদী বীমার জন্য বীমার অঙ্ক প্রতিহাজারে প্রতি বৎসরে ৩৩.০০ টাকা বোনাস পাওয়া যায়।

চতুর্থত, জীবনবীমায় যে টাকা বীমা কোম্পানিকে জমা দিতে হয় সেই টাকা একেবারে না দিয়া কিস্তিতে জমা দেওয়ার ফলে পরিবারকে এক সময় খুব বেশি সঞ্চয়ের চাপ সহ্য করিতে হয় না। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক প্রিমিয়ামের সাহায্যে পরিবার কিস্তিতে কিস্তিতে কোম্পানিকে টাকা জমা দিতে পারে।

পঞ্চমত, প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বীমাকারী বীমার পলিসি বন্ধক রাখিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে টাকা ধার লইতে পারেন।

ষষ্ঠত, অন্যান্য প্রকার অনেক বিনিয়োগের মত বীমা করিয়াও আয়কর হইতে রেহাই পাওয়া যায়। ১৯৬৭ সালের ফাইন্যান্স এক্ট-এর ফলে বর্তমানে বাৎসরিক ৩০,০০০.০৯ টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য শতকরা ৪০ ভাগ আয় বিনিয়োগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ২০,০০০.০০ টাকা হইলে তিনি ইহার ৪০% অর্থাৎ ৮,০০০.০০ টাকা বীমা বা অন্য প্রকার মূলধনে বিনিয়োগ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টাকা বিনিয়োগ করিলে তাহাকে সব হিসাবের পর মাত্র ৪২৫.০০ টাকা বৎসরে আয়কর দিতে হইবে। বিনিয়োগ না করিলে দেয় আয়করের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২,১০০.০০ টাকা। (আয়কর ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটের পূর্বের হারে নির্ণয় করা হইয়াছে) বীমা করিয়া এইভাবে বৎসরে ১,৬৭৫ টাকা আয়কর বাঁচাইতে পারা যায়।

সবশেষে, জীবনবীমার সবচাইতে বড় সুবিধা এই যে, নির্ধারিত সময় পার হইবার পূর্বে কোনো কারণে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে বীমা কোম্পানি বীমাকারীর মনোনীত ব্যক্তি বা নমিনিকে বীমার সমস্ত টাকা পরিশোধ করে। জীবনবীমার এই দিকটি সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। জীবনবীমা থাকিলে বীমাকারী দুর্ঘটনায় অকালে মারা গেলেও তাহার অভাবে তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারকে অযথা কষ্ট পাইতে হয় না।

### বীমার অসুবিধা

বীমায় প্রতি কিস্তিতে কোম্পানিকে অর্থ জমা দিতে না পারিলে বীমা বাতিল হইয়া যায়। এমন ক্ষেত্রেও তিন বৎসর বীমা চালাইবার পর উহা চালাইবার মত সামর্থ না থাকিলে বীমা

অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া যায় কিংবা প্রিমিয়াম প্রদান স্থগিত রাখা যায়। প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করিলে বীমার নির্দিষ্ট মেয়াদ পার না হওয়া পর্যন্ত বীমা কোম্পানি পলিসি হোল্ডার বা বীমাকারীকে গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ দেয় না।

### বীমার প্রিমিয়াম

জীবনবীমা করিলে বীমাকারীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বীমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম দিতে হয়। বীমা কোম্পানি বীমাকারীর জীবনের ঝুঁকি লয় বলিয়া বীমাকারীর জীবনের বিভিন্ন দিক বীমা করিবার পূর্বে বীমা কোম্পানি ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। বীমা কোম্পানির নিজস্ব ডাক্তার বা বীমা কোম্পানি কর্তৃক অনুমোদিত চিকিৎসক বীমা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্বাস্থ্য, পেশা, দেহের ওজন, রক্তের চাপ, বংশগত কোনো ব্যাধি ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইয়া বীমা কোম্পানিকে একটি ডাক্তারি রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই বীমা কোম্পানি বীমাকারীর জীবনের ঝুঁকি লইয়া থাকেন। একটি দেশের জন্য বাচার বিভিন্ন সম্ভাবনা যাচাই করিয়া বীমা কোম্পানি পূর্বেই একটি মানসম্মত জীবন-তালিকা (Standard life table) তৈয়ারি করিয়া রাখেন। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের অধিক বৎসর বাচার সম্ভাবনা আছে বলিয়া স্বভাবতই অল্পবয়স্ক ব্যক্তির প্রিমিয়ামের হার অধিক বয়স্ক ব্যক্তির চেয়ে কম। বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে প্রিমিয়ামের হারও বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া যে নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে বীমা করা হয় তাহার উপরও প্রিমিয়ামের হার নির্ভর করে। দশ বৎসরের মেয়াদে বীমা করিলে তাহার চেয়ে অর্ধেকের কম হারে প্রিমিয়াম দিতে হয়। ইহার কারণ বীমার টাকা অধিক সময়ে দিতে হয় বলিয়া একদিকে যেমন প্রিমিয়ামের হার কমিয়া যায় অন্যদিকে তেমনি কোম্পানির অধিক সময়ের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া কোম্পানি প্রিমিয়ামের হার কিছুটা কমাইয়া দেয়। প্রিমিয়ামের হার কিভাবে স্থির হয় ইহার উত্তর দিতে গেলে তাই সংক্ষেপে বলা চলে যে বীমাকারীর বয়স, পেশা, তাঁহার জীবনের সহিত মানসম্মত জীবনের তুলনা, বীমার মোট অংক, বীমার মেয়াদ ইত্যাদির উপর প্রিমিয়ামের হার নির্ভর করে। ইহা ছাড়া প্রিমিয়ামের হার বীমা কোম্পানির উপরও কিছুটা নির্ভর করে। কারণ, সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানি প্রিমিয়াম সম্পর্কে যত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে অল্প প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানি সেইগুলি সাধারণত দিতে পারে না।



উদাহরণস্বরূপ নিম্নে পোস্টাল জীবনবীমার (Postal Life Insurance) বিভিন্ন মেয়াদী সময়ের মাসিক প্রিমিয়ামের হার দেখান হইল।<sup>২</sup>

বীমাকারীর বয়স (বৎসর)	৫ বৎসরের মেয়াদে	১০ বৎসরের মেয়াদে	১৫ বৎসরের মেয়াদে	২০ বৎসরের মেয়াদে	২৫ বৎসরের মেয়াদে	৩০ বৎসরের মেয়াদে
২১ হইতে ২৪	—	—	৫.৬০	৪.১৫	৩.৩০	২.৭৫
২৫	—	৮.৫৫	৫.৬০	৪.১৫	৩.৩০	২.৭৫
২৬ হইতে ২৯	—	৮.৬০	৫.৬৫	৪.২০	৩.৪০	২.৮৫
৩০	১৭.৫০	৮.৬০	৫.৬৫	৪.২০	৩.৪০	২.৮৫
৩১ হইতে ৩৫	১৭.৫০	৮.৬৫	৫.৭৫	৪.৩০	৩.৫০	—
৩৬ হইতে ৪০	১৭.৬০	৮.৭৫	৫.৮৫	৪.৪৫	—	—
৪১ হইতে ৪৫	১৭.৭০	৮.৮৫	৬.০০	—	—	—
৪৬ হইতে ৫০	১৭.৯০	৯.১০	—	—	—	—
৫১ হইতে ৫৫	১৮.২০	—	—	—	—	—

এইক্ষেত্রে জীবনবীমার অর্থের পরিমাণ ১,০০০.০০ টাকা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে বয়স ও মেয়াদের তারতম্যে প্রিমিয়ামের হারেরও তারতম্য ঘটিতেছে। বীমাকারীর বয়স বৎসরে এবং প্রিমিয়ামের হার টাকায় দেখানো হইয়াছে।

### বীমার প্রকারভেদ

বীমা সাধারণত দুই প্রকারের হয় : মেয়াদী বীমা (Endowment policy) এবং আজীবন বীমা (Whole life policy)।

মেয়াদী বীমা করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বীমার অর্থ নিজেই পান। ইহাকে Claim by maturity বলে।

আজীবন বীমায় বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট সময় পার হইবার পরেও বীমার টাকা নিজে পান না। এইক্ষেত্রে বীমাকারীর মৃত্যুর পর বীমাকারীর নমিনি বীমার অর্থের মালিক হন। ইহাকে Claim by death বলে।

<sup>২</sup> মাসিক প্রিমিয়ামের হার পোস্টাল জীবনবীমার প্রচারিত পুস্তিকা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

বীমার এই দুই মূল রকম ভেদ ছাড়াও আরও অনেক প্রকারভেদ থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বিবাহ-বীমা, শিক্ষা-বীমা, বৃত্তি-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা, ক্ষতি-পূরক বীমা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিতে পারি। নিম্নে উক্ত বীমাগুলি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হইল।

### ক্রমোন্নতিশীল প্রিমিয়াম দেয় বীমা (Progressive Policy)

এই প্রকার বীমা কম বয়স্ক চাকুরিজীবীদের জন্য খুবই উপকারী। এই প্রকার বীমায় প্রথমে কম প্রিমিয়াম দিতে হয়। পরে বীমাকারীর ইচ্ছায় পাঁচ বৎসর পরে তাহার আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বীমার প্রিমিয়াম বাড়িয়া যায়। এই প্রকার বীমায় তাই প্রথমে কম প্রিমিয়াম দিয়া অধিক টাকার বীমা করা যায়।

### পরিবার সংরক্ষণ বীমা (Family Protection Policy)

বীমাকারীর অকাল মৃত্যুতে তাহার পরিবার যাহাতে দুর্দশার সম্মুখীন না হয় তাহার জন্য এই প্রকার বীমা করা যাইতে পারে। এমন বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পরিবার বিশ বৎসর সময় পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ বার্ষিক আয় পাইয়া থাকেন। বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বীমার টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা পরিবার ব্যবসায় বিনিয়োগ করিতে কিংবা সন্তান-সন্ততির লেখাপড়া বা অনুরূপ কার্যে খরচ করিতে পারেন।

### তিন কিস্তির বীমা (Three Payments Policy)

এই ধরনের বীমায় বীমার টাকা এক-চতুর্থাংশ চার বৎসর এবং আট বৎসর, পাঁচ বৎসর এবং দশ বৎসর অথবা দশ বৎসর ও পনের বৎসর কালে প্রদান করা হয়। এই টাকা কন্যার বিবাহে, পুত্রের শিক্ষায় অথবা গৃহ-নির্মাণ কিংবা অনুরূপ কার্যে ব্যয় করা যাইতে পারে। বীমার পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত আগে দুই কিস্তিতে টাকা দেওয়া সত্ত্বেও এই বীমায় সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকার ঝুঁকি লওয়া হয়।

### সাময়িক বীমাপত্র (Term Insurance Policy)

এই প্রকার বীমায় ছয় মাস হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত নামমাত্র প্রিমিয়াম প্রদানের বীমার মেয়াদকালে বীমা কোম্পানি বীমাকারীর জীবনের সম্পূর্ণ ঝুঁকি গ্রহণ করে।

### বার্ষিক বৃত্তি বীমা (Annuity Policy)

এমন বীমায় প্রিমিয়াম বৎসর অন্তর অথবা এককালীন টাকায় দেওয়া যায়। এমন বীমা করিলে বীমাকারী ও তাহার পরিবার মাসিক হারে অনেক বৎসর বৃত্তি পাইতে পারেন।

### পরিমিত চাঁদার মেয়াদী-বীমা (Endowment Assurance with Limited Payments)

এমন বীমায় বীমার মেয়াদ শেষ হইবার পাঁচ বৎসর পূর্বেই আর প্রিমিয়াম প্রদান করিতে হয় না। বীমাকারীর চাকুরি অথবা ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণের পর প্রিমিয়াম প্রদানের ঝামেলা হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন।

### শিশুসংরক্ষণ বীমা (Child Protection Policy)

শিশুসংরক্ষণ বীমাপত্র শিশু এবং তাহার পিতা উভয়েরই জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন বীমায় শিশু ১৮ বৎসরে পদার্পণ করিলে, পিতা জীবিত বা মৃত যাহাই হউন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য টাকা পাইয়া যাইবে। এমন বীমায় পিতার মৃত্যু হইলে শিশুকে বৎসরে বীমাকৃত টাকার এক-দশমাংশ প্রদান করা হয়। ১৮ বৎসর বয়সে শিশু সমস্ত বীমার টাকা পায়। শিশুর ৫ বৎসর পরে অথবা ১৮ বৎসরের পূর্বে মৃত্যু হইলে তাহার পিতাকে অথবা নমিনিকে বীমাকৃত টাকার অর্ধেকাংশ দেওয়া হয়।

### সমষ্টি বীমা (Group Insurance)

এমন বীমায় একটি দলের জীবনের ঝুঁকি লওয়া হয়। এমন বীমাপত্র কর্মচারীদের বৃদ্ধ বয়সে অথবা তাহাদের অকাল মৃত্যুতে তাহাদের পরিবারের সকলের সংস্থানের ব্যবস্থা করে। এমন বীমা খুবই আকর্ষণীয়; কারণ অন্যান্য বীমাপত্রের তুলনায় সমষ্টি বীমার প্রিমিয়ামের হার খুবই কম এবং ইহাতে ডাক্তারী পরীক্ষারও প্রয়োজন পড়ে না। সমষ্টি বীমা সাময়িক বা মেয়াদী উভয় প্রকারেরই হইতে পারে।

উপরোল্লিখিত ধরনের বীমা ছাড়াও “তিন প্রকারে উপকারী বীমাপত্র” (Triple benefit policy), যুক্তবীমাপত্র (Joint policy), পে ডে পলিসি (Pay day policy) ইত্যাদি আরও কয়েক প্রকারের বীমা থাকিতে পারে।

## বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা

জাতীয় জীবনে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বাংলাদেশ সরকার দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য এবং জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় সঞ্চয় ডাইরেকটরেট (Directorate of National Savings) স্থাপন করিয়াছেন। এই জাতীয় সঞ্চয় ডাইরেকটরেট দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য স্বাধীনতার পর হইতেই কাজ করিয়া যাইতেছে। স্বাধীনতার পূর্বে

তৎকালীন পাকিস্তানে যে সকল সঞ্চয় পরিকল্পনা ছিল, কেবল প্রাইজ বন্ড ছাড়া বাকী সব পরিকল্পনা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ সরকার আগামী বৎসরে বাংলাদেশে নতুন বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড চালু করিবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর নতুন বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড ছাপাইবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় একটি নতুন সঞ্চয় স্কীম পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনা দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছে। ১৯৭৩ সালে বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনার মাধ্যমে মোট ৪১ কোটি টাকা সঞ্চয় হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে নতুন সঞ্চয়পত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে “বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র”। ১৯৭৩ সালের ১লা অক্টোবর হইতে এই নতুন সঞ্চয়পত্র বাজারে ছাড়া হইয়াছে। দেশে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে দেশব্যাপী এক সপ্তাহের জন্য সঞ্চয় সপ্তাহ পালন করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে এবং হইতেছে।

বাংলাদেশ সরকারের মূল সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলি হইল নিম্নরূপ :<sup>১</sup>

১. বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
২. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক
৩. ডাক জীবন বীমা
৪. প্রাইজ বন্ড
৫. সঞ্চয় স্ট্যাম্প
৬. এ্যানুইটি স্কীম

### ১. বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

স্বাধীনতার পূর্বে তদানীন্তন পাকিস্তানে যে সকল সঞ্চয় সার্টিফিকেট প্রচলিত ছিল, বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর সেই সকল সার্টিফিকেট বাজার হইতে তুলিয়া লইয়াছেন। পুরাতন সার্টিফিকেটের স্থলে নতুন সঞ্চয়পত্র প্রচলন করা হইয়াছে। ‘বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র’ ডাকঘর ও ব্যাংকে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এমন সঞ্চয়পত্রে অর্থ বিনিয়োগ করিলে আয়করেও যথেষ্ট রিবেট পাওয়া যায়। ‘বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রের’ মুনাফার হার শতকরা দশ টাকা, অর্থাৎ বিনিয়োজিত টাকা মাত্র দশ বছরে দ্বিগুণ হইয়া যায়। ইহা ছাড়া নগদ জামানত হিসাবেও সঞ্চয়পত্র গৃহীত হয়। পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ, একশ, পাঁচশ, এক

<sup>১</sup> জাতীয় সঞ্চয় বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা “জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প” হইতে এই সম্পর্কে তথ্যাদি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের এক বা একাধিক সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাইতে পারে। এক নামে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার এবং দুই নামে যৌথভাবে এক লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যায়। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিবার নির্দিষ্ট কোনো সীমা নাই। সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গানোর মেয়াদ দশ বৎসর। তবে মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেও সঞ্চয়পত্র ভাঙ্গানো যাইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রেও মুনাফা দেওয়া হয়। কোনো কারণে সঞ্চয়পত্র হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে তাহার পরিবর্তে নতুন সঞ্চয়পত্র দেওয়ারও বন্দোবস্ত আছে।

## ২. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক

বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাকঘরে এ্যাকাউন্ট খুলিয়া ব্যাংকের মত সঞ্চয় করা যায়। ডাকঘরের পাসবই-এ বিভিন্ন এ্যাকাউন্টে বা হিসাবে টাকা জমা রাখা হয়। ডাকঘরে তিন প্রকারের হিসাব খোলা যায়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের হিসাব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হইল।

ক. সাধারণ হিসাব : এই হিসাব ব্যাংকের সাধারণ হিসাবের মত। এই হিসাবে বৎসরে মুনাফার হার শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকা। নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র জনসাধারণও এমন সঞ্চয়ের হিসাব খুলিতে পারেন। 'ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক'-এ সংশ্লিষ্ট অর্থের উপর সুদের হার সর্বাপেক্ষা অধিক।

খ. মেয়াদী হিসাব : মেয়াদী হিসাবে স্থির আমানতে টাকা জমা রাখিয়া উচ্চ হারে সুদ পাওয়া যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় বিভিন্ন মেয়াদে স্থির আমানতে সুদের হার দেখান হইল :

৬ মাস বা তাহার উপরে কিম্বা ১২ মাস হইতে কম :	$\frac{৩}{৪} \%$
১২ " " " " " " ১৪ " " " "	৬ %
২৪ " " " " " " ৩৬ " " " "	$\frac{৬}{২} \%$
৩৬ " " " " " " " " " "	৭ %

গ. লাভসহ বোনাস হিসাব : এই হিসাবে ডাকঘরে যত টাকা জমা রাখা যায় তাহা মাত্র সাত বৎসরে দ্বিগুণ হয়। এই হিসাবে মুনাফার হার শতকরা ১৪ টাকারও বেশি। বস্তুত ইহা একটি মেয়াদী হিসাব। তবে মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেও প্রচুর লাভসহ সম্পূর্ণ অর্থ কিংবা ইহার একটি অংশ তুলিয়া লওয়া চলে। ডাকঘরে এমন হিসাব খোলার সময় আমানতকারীকে পাস বই দেওয়া হয়। এই পাস বইয়ে জমাকৃত এবং উঠানো টাকার হিসাব লিখিত থাকে।

কোন প্রতিষ্ঠানের নামে লাভসহ বোনাস হিসাব খোলা যায় না। এক নামে দশ হাজার এবং দুই নামে যৌথ হিসাবে বিশ হাজার টাকার বেশি জমা করা চলে না। এই হিসাবে একশত কিংবা তাহার গুণিতক অংকের টাকা জমা দেওয়া বা উঠানো যায়। সাত বৎসরের

জন্য হিসাব খোলা হইলেও সাত বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পরও টাকা তুলিয়া না লইলে আমানতকারী আরো সাত বৎসরের জন্য টাকা জমা দিয়াছেন ধরিয়া লওয়া হইবে। লাভসহ বোনাস হিসাব খোলার সময় প্রত্যেক আমানতকারীকে উল্লেখ করিতে হয়, তিনি “বোনাস” চান, নাকি “আংশিক বোনাস ও আংশিক লাভ” চান। এমন হিসাবে এই দুই প্রকার লাভের ব্যবস্থা আছে। এমন হিসাব খোলার সময় ছাপানো ফর্মে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে হয়। লাভসহ বোনাস হিসাব হইতে যে মুনাফা বা বোনাস পাওয়া যায় তাহার উপর কোনো আয়কর দিতে হয় না।

লাভসহ বোনাসের হিসাবে আমানতকারী যদি কেবল বোনাস চাহেন, তাহা হইলে লগ্নিকৃত অর্থে তিনি নিম্নলিখিত হারে বোনাস পাইবেন :

৫ বৎসর পর	৬০%
৬ " "	৭৮%
৭ " "	১০০%

লগ্নিকৃত অর্থ ৫ বৎসরের পূর্বে ফেরত লইতে চাহিলে প্রতিবৎসর বোনাসের হার হইবে ৬%। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে ৬ মাস পর এমন মুনাফা তুলিয়া লইতে পারেন। এই অবস্থায় লাভ ছাড়া বোনাসের হার প্রতি ১০০ টাকায় নিম্নরূপ :

৫ বৎসর পর	২১.০০ টাকা
৬ " "	২৬.০০ "
৭ " "	৩২.০০ "

লাভ এবং বোনাস উভয়ই পাইতে হইলে টাকা জমা দেওয়ার পূর্বে এই মর্মে লিখিতভাবে জানাইতে হয়।

### ৩. ডাক জীবন বীমা

ডাক জীবন বীমা অন্যান্য জীবন বীমারই মত। এই জীবন বীমা দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জীবন বীমা সংস্থা। ডাক জীবন বীমার প্রিমিয়ামের হার সর্বাপেক্ষা কম এবং বোনাসের হার সর্বাপেক্ষা অধিক। ডাক জীবন বীমার একটি সুবিধা হইল এই যে, সরকারি কর্মচারিগণ এমন বীমায় নিজের বেতন হইতে প্রিমিয়াম কাটাইতে পারেন। ডাক জীবন বীমা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে ; যেমন মেয়াদী জীবন বীমা, আজীবন বীমা, মেয়াদী শিক্ষা বীমা, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং স্থায়ী অক্ষমতার মুনাফা চুক্তি, ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া বীমা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া মাত্র একশত টাকার মেয়াদী অথবা আজীবন বীমাপত্রও লওয়া যায়।

### ৪. প্রাইজ বন্ড

পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাংলাদেশেও (পূর্ব পাকিস্তান) প্রাইজ বন্ড প্রচলিত ছিল। প্রাইজ বন্ড টাকার মতই চলতি বা Liquid। ইচ্ছামত ইহা বিক্রয় করিয়া টাকা ফেরত পাওয়া যায়। প্রাইজ বন্ড ক্রয় করিলে কেবল যে সঞ্চয় হয় তাহা নহে, প্রাইজ বন্ডের উপর পুরস্কারও পাওয়া যাইতে পারে। পূর্বে প্রাইজ বন্ড পাঁচ টাকা ও দশ টাকা মূল্যের সিরিজে পাওয়া যাইত। প্রতি মাসে লটারীতে পুরস্কার ঘোষণা করা হইত।

সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধিতে প্রাইজ বন্ডের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া বাংলাদেশ সরকার অদূর ভবিষ্যতে দেশে প্রাইজ বন্ড স্কীম পুনরায় চালু করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।\* বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে এই সম্পর্কে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। বাংলাদেশের নতুন প্রাইজ বন্ডের ডিজাইন বা নক্সা ইতোমধ্যেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন মাধ্যম ছাড়াও সঞ্চয় স্ট্যাম্প ও এ্যানুইটি স্কীমের মাধ্যমেও সঞ্চয় করা সম্ভব। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জাতীয় সঞ্চয় অফিসে অথবা ডাকঘরে সহজেই পাওয়া যাইতে পারে।

### শেয়ার ক্রয়

বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমেও অর্থ সঞ্চয় করা যায়। শেয়ার ক্রয় করিবার সময় কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; কারণ ভাল কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করিলে যেমন লাভের সম্ভাবনা প্রচুর, খারাপ কোম্পানির শেয়ারে তেমনি লোকসানের আশংকা রহিয়াছে। বুদ্ধি বিবেচনার সহিত একটু দেখিয়া শুনিয়া শেয়ার ক্রয় করিলে শেয়ারের দাম ক্রমশ বাজারে বাড়িতে থাকে। শেয়ার-হোল্ডার কয়েক বৎসর পরে তাই নিজের শেয়ারের উপর বেশ কিছুটা লাভ করিতে পারেন। এইভাবে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কেবল যে সঞ্চয় সম্ভব তাহা নহে সঞ্চিত অর্থের বৃদ্ধিও সম্ভব। ভাল শেয়ার ক্রয় করিলে শেয়ার-হোল্ডার প্রয়োজনের সময় বাজারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শেয়ার সহজেই বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন, কারণ শেয়ার বাজারে এমন শেয়ারের চাহিদা সর্বদাই বিরাজ করিতেছে। শেয়ার ক্রয় করিবার একমাত্র অসুবিধা এই যে, এইক্ষেত্রে সঞ্চয়কারীকে কিছুটা ঝুঁকি লইতে হয়। যে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা হইবে তাহার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়াও সঞ্চয়কারীর উচিত।

\*লা জুন, ১৯৭৪ হইতে প্রাইজ বন্ড স্কীম চালু হইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের তদনুষ্ঠান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ জাতি-  
 সঙ্ঘ সক্রিয়ভাবে ছিল। সঙ্ঘ সম্পর্কিত দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল—জাতীয় বিনিয়োগ ট্রাস্ট  
 (National Investment Trust) এবং পাবনা জাতীয় বিনিয়োগ কর্পোরেশন (Investment  
 Corporation of Pakistan)। জাতীয় বিনিয়োগ ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বা মার্গদর্শক  
 এবং বিনিয়োগ কর্পোরেশনের মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ  
 করিয়া সঙ্ঘস্বত্ব সঞ্চার করা হইত। জাতীয় বিনিয়োগ ট্রাস্ট  
 প্রতিষ্ঠানকে একটি পাবনা জাতীয় বিনিয়োগ কর্পোরেশন  
 আলাদা করে বর্তমান করা হইত। এই দুই সংস্থা  
 আলাদা করে বর্তমান করা হইত।



## তৃতীয় অধ্যায়

# গৃহ-পরিচালনায় সময় এবং শক্তির ব্যবহার (MANAGEMENT OF TIME AND ENERGY)

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে গৃহ-পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদসমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদসমূহের সদ্যবহারের আব এক নামই গৃহ-পরিচালনা বা Home Management. সময় এবং শক্তি পরিবারের দুইটি প্রধান সম্পদ। সময় বস্তুগত বা Material সম্পদের একটি প্রধান অংশ। অপরপক্ষে শক্তি মানবিক বা Human সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা পরিবারের এই দুইটি বিশেষ সম্পদ—সময় এবং শক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিব।

সময় ও শক্তির ব্যবহার স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা দুষ্কর বলিয়া আমরা দুইটি সম্পদকে একই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। সময় ও শক্তি একে অপরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জড়িত বলিয়া সময়ের ব্যবহার বা পরিচালনা শক্তির ব্যবহার বা পরিচালনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। একইভাবে সময়ের ব্যবহার বা পরিচালনা শক্তির উপর নির্ভর করে। সময় ও শক্তি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি গুঢ় পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার কারণ মানবিক শক্তির (humane Energy) পরিমাণ ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন, কিন্তু সময়ের পরিমাণ প্রত্যেকের জন্য সমান—কাজ করিবার জন্য প্রত্যেকের হাতে দিনে ২৪ ঘণ্টা সময় রহিয়াছে। সময় এবং শক্তির সদ্যবহার না করিতে পারিলে ক্রান্তির উৎপত্তি ঘটে। ক্রান্তি সৃষ্ট কালের প্রতিবন্ধক বলিয়া ক্রান্তি এড়াইতে হইলে সময় এবং শক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রত্যেকের সতর্ক এবং যত্নবান হওয়া উচিত।

সময় ও শক্তির ব্যবহার আলোচনা করিয়া আমরা শেষে কাজ সহজকরণ বা work simplification-এ পৌছাইতে পারি। কাজ সহজকরণে সময় এবং শক্তির ন্যূনতম অপচয় হয়। বস্তুত সময় এবং শক্তি দুইটি সম্পদ কাজ সহজকরণ প্রক্রিয়ায় একে অপরের সহি সার্থকভাবে মিশিয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য কাজ সহজকরণ বা work simplification বিষয়টি আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

## কি কি বিষয় সময় ও শক্তির ব্যবহার প্রভাবিত করে (Factors that Affect the Use of Time and Energy)

সময় ও শক্তির ব্যবহার প্রত্যহ গৃহে করণীয় কাজের প্রকার ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বস্তুত, সময় ও শক্তির ব্যবহার প্রভাবিত করে এমন অনেক বিষয়ের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আমরা আমাদের আলোচনা প্রধান বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব। এই বিষয়গুলি হইল :

১. পরিবারের আকার এবং গঠন (Size and composition of the family)
২. পরিবারের আয় (Family Income)
৩. গৃহ-জীবনের মানসমূহ (Household standards)
৪. গৃহের অবস্থান (Location of the house)
৫. গৃহ এবং উহার সাজ-সরঞ্জাম (The house, its equipments and furnishings)
৬. পরিবারের সদস্যদের কাজ এবং কর্মতৎপরতা (Work and activities of the members of the family)
৭. সময়ের পরিবর্তন (Seasonal changes)

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

### পরিবারের আকার এবং গঠন

সময় এবং শক্তির ব্যবহার প্রথমত পরিবারের আকার এবং গঠনের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে পরিবারের আকার এবং গঠনভেদে সময় এবং শক্তির পরিবর্তনের কোনো বিশেষ বিশ্লেষণ বা গবেষণা এখনো করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে—বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—এই সম্পর্কে অনেক গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে। এইসব গবেষণার ফলে জানা যায় যে, পরিবারের আকার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের বিভিন্ন কাজে অধিকতর সময় ব্যবহার করিতে হয়, ফলে অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য লভ্য সময়ের পরিমাণ স্বভাবতই কমিয়া যায়। সময় সম্বন্ধে এই কথা যেমন খাটে, শক্তি সম্বন্ধেও ইহা তেমনি প্রযোজ্য। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মানবিক শক্তি যাহাই হউক না কেন পরিবারের আকার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আকার বৃদ্ধির পর গৃহের বিভিন্ন কাজে পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তি নিয়োগ করিতে হয়। পরিবারের আকার ছাড়াও পরিবারের গঠন (composition) সময় ও শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাই যদি সবলদেহী প্রাপ্তবয়স্ক বা বয়স্কা হন, তাহা হইলে সমস্ত পরিবারের লভ্য সময় ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। পরিবার এই ক্ষেত্রে সময় ও শক্তির সুষ্ঠু পরিকল্পনা করিতে

পারেন। অপরপক্ষে পরিবারে যদি অল্পবয়স্ক শিশু থাকে তাহা হইলে কিছুটা সময় ও শক্তি এই শিশুদের পর্যবেক্ষণ এবং যত্নে ব্যয় করিতে হয়। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ পলেনা নিকেল এবং জ্যা মুইর ডোরসি তাঁহাদের পুস্তক "Management in Family Living"—এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার তথ্যাদি উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত তথ্যাদি হইতে তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গৃহকত্রীর সময় এবং শক্তি ব্যবহারের ধরন শিশুদের যত্নের জন্য যতটা প্রভাবিত হয়, অন্য কোনো বিষয় দ্বারা ততটা হয় না। তাঁহাদের কথায় "...no other factor affects the time and energy spending pattern of the homemaker so much as the care of children।" উদাহরণস্বরূপ, শহর এলাকায় সময়ের ব্যবহারের উপর পরিবারের গঠনের প্রভাবসম্বলিত তথ্যাদি আমরা তাঁহাদের পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।\*

প্রতি সপ্তাহে কাজের সময় (ঘণ্টায়)

পরিবারের গঠনভেদ

পরিবারের যত্ন

গৃহের অন্যান্য কাজ

পরিবারে সবচাইতে ছোট

শিশুর বয়স ১ বৎসরের মধ্যে

ছোট শিশুর বয়স ১ হইতে ২ বৎসর

ছোট শিশুর বয়স ৩ হইতে ৫ বৎসর

ছোট শিশুর বয়স ৬ হইতে ৯ বৎসর

ছোট শিশুর বয়স ১০ হইতে ১৪ বৎসর

কেবল গৃহকত্রী এবং গৃহকর্তা

গৃহকত্রী, স্বামী এবং অন্যান্য

২৩.৮	৩৪.৬
১৫.৫	৩৭.০
২০.৮	৩০.৪
৫.৩	৩৬.৬
১.৩	৪১.২
০.০৫	৩৬.০
০.৩	৩৪.৭

উপরের তথ্যাদি হইতে সহজেই দেখা যায় যে, পরিবারের শিশুর বয়স ১ বৎসরের মধ্যে থাকাকালীন গৃহকত্রীকে সপ্তাহে প্রায় গড়ে ৫৮ ঘণ্টা (২৩.৮+৩৪.৬) কাজ করিতে হয়। ইহার মধ্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা (২৩.৮) শিশুর যত্নে অতিবাহিত হয়। শিশু বড় হইবার সঙ্গে এই সময়ের পরিমাণ ২.৩ ঘণ্টায় কমিয়া আসে (যখন শিশুর বয়স ১০ হইতে ১৪ বৎসর)। শিশুর বয়সের ভারতম্যে গৃহের অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পরিমাণেরও ভারতম্য ঘটে (শেষ কলাম)।

\* Paulena Nickell and Jean Muir Dorsey. op. cit. p. 152.

### পরিবারের আয়

পরিবারের আয়ের উপরও সময় ও শক্তির ব্যবহার নির্ভর করে। পরিবারের আয় যথেষ্ট হইলে গৃহকর্তা তাহার সময় এবং শক্তি যেইভাবে ব্যবহার করিতে পারেন, পরিবারের আয় কম হইলে এমন সুপারিকল্পিত ব্যবহারের স্বাধীনতা তাহার থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা ধনী পরিবারে গৃহকর্তা কাজের লোক নিয়োগ করিয়া নিজের সময় ও শক্তি বাঁচাইতে পারেন অথবা শ্রম লাঘবের বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া তিনি গৃহের বিভিন্ন কাজ সহজ এবং আরামদায়ক করিয়া তুলিতে পারেন। পরিবারের আয় কম হইলে অপরপক্ষে গৃহিণীকে সব কাজ প্রায় নিজের হাতে করিতে হয়। ইহাতে দৈনিক তাহাকে অধিকতর সময় ও শক্তি খাটাইতে হয়। আমাদের দেশে নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং গরীব পরিবারে গৃহিণীকে এবং গৃহের অন্যান্য সদস্য-সদস্যদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি। পরিবারের আয় যথেষ্ট হইলে অর্থের নিম্নমানে অহেতুক খাটুনির হাত হইতে অনেকটা নিষ্কতি পাওয়া যায়।

### গৃহ-জীবনের মানসমূহ

জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রত্যেক পরিবারে কিছুসংখ্যক মান (Standard) থাকে। এই মানসমূহ যে সর্বদা একই বা স্থির থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। গৃহ-জীবনের মানসমূহের তারতম্যও সময় ও শক্তির ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে। জীবনযাত্রার বা চালচলনের খার খুব উচুতে ধার্য করিলে পরিবারকে যে সময় এবং শক্তি ব্যবহার করিতে হয়, স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত কম উচু মানের জন্য ততটুকু সময় ও শক্তির প্রয়োজন পড়ে না। এই মানসমূহ কিছুটা পরিবারের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি এবং কিছুটা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক পরিবেশের উপর নির্ভর করায় চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই বিষয়গুলিও পরোক্ষভাবে সময় এবং শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে।

### গৃহের অবস্থান

গৃহের অবস্থানের উপরও সময় ও শক্তির ব্যবহার নির্ভরশীল। গৃহের অবস্থানভেদে সুযোগ-সুবিধা ভিন্ন হয়। এই সুযোগ-সুবিধাগুলির উপর পরোক্ষভাবে সময় ও শক্তির ব্যবহার নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, শহরের মধ্যস্থলে গৃহের অবস্থান হইলে পরিবারের সদস্য-সদস্যদের যাতায়াতে সময় ও শক্তি কম ব্যবহার করিতে হয়। স্কুল বাড়ির নিকটে অবস্থিত হইলে পরিবারের শিশুদের স্কুলে যাতায়াত করিতে যে সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয়, স্কুল বাড়ি হইতে দূরে হইলে উহার চাইতে অনেক বেশি সময় ও শক্তি ব্যবহৃত হয়। একইভাবে দৈনন্দিন বাজারের অবস্থান গৃহের সন্নিকটে হইলে গৃহিণী বা গৃহকর্তাকে বাজারের জন্য অযথা বেগ পাইতে হয় না; এইভাবে তাহার যে সময় ও শক্তি বাঁচাইতে পারেন, তাহা অন্যান্য অনেক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। গৃহের

পরিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নত হইলে পরিবারকে গৃহজীবনের মানসমূহ রক্ষা করিতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় করিতে হয় না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৃহের অবস্থান গৃহের পরিবেশ এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে পরিবারের সময় এবং শক্তির ব্যবহার অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

### গৃহ এবং তাহার সাজসরঞ্জাম

গৃহের অবস্থানের মত গৃহ এবং উহার সাজসরঞ্জামও সময় ও শক্তির ব্যবহার প্রভাবিত করে। সুপরিষ্কৃত গৃহে চলাচল খুব সহজ এবং বিভিন্ন কাজ কম পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে করা সম্ভব। এই কারণে সুপরিষ্কৃত গৃহে গৃহিণীর যে সময় ও শক্তি খরচ হয় অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কৃত গৃহে সময় ও শক্তি খরচ হইবে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, গৃহের পরিকল্পনায় কক্ষগুলি যদি এলোমেলো এবং খুব কাছাকাছি থাকে, তাহা হইলে কুল-বালি ইত্যাদি সহজেই জমিয়া উঠিতে পারে, আলো-বাতাস চলাচল ব্যাহত হইতে পারে। এইসব অসুবিধার প্রতিকার করিতেই গৃহিণীর অনেক সময় ও শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুপরিষ্কৃত উপযুক্ত আকারের এবং উপযুক্ত অবস্থানের গৃহে এমন অসুবিধার সম্মুখীন সহজে হইতে হয় না। একইভাবে গৃহের সাজসরঞ্জামের উপরও সময় ও শক্তির ব্যবহার নির্ভর করে। গৃহে উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম থাকিলে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে যথেষ্ট সময় ও শক্তি বাঁচান যায়। উপযুক্ত আকারের এবং কাপড়ের পর্দা ঘরে ব্যবহার করিলে তাহা সহজে মলিন এবং অব্যবহার্য হইয়া পড়ে না। ফলে গৃহিণীকে সময় ও শক্তি অযথা ব্যয় করিতে হয় না।

### পরিবারের সদস্যদের কাজ এবং কর্মতৎপরতা

পরিবারের গৃহকর্তা এবং অন্যান্য বয়স্ক সদস্য-সদস্যদের কাজের উপরও সময় ও শক্তির ব্যবহার নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, গৃহকর্তা যদি এমন চাকুরিতে নিয়োজিত হইলে যে, বাড়িতে হর-হামেশা পার্টি ইত্যাদি লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতই গৃহিণীকে তুলনামূলকভাবে অধিক সময় ও শক্তি ব্যবহার করিতে হয়। একইভাবে পরিবারের শিশুদের স্কুলের সময় যদি খুব সকালে হয়, তাহা হইলে গৃহিণীকে তাহাদের জন্য সকালবেলায় কিছুটা সময় ও শক্তি ব্যবহার করিতে হইতে পারে। পরিবারের সদস্যদের কর্মতৎপরতাভেদেও সময় ও শক্তির চাহিদার তারতম্য ঘটে। পরিবারে যদি উৎসাহপ্রবণ ব্যক্তির সংখ্যা বেশি হয় তাহা হইলে সব সময় বনভোজন, ভ্রমণ, আমোদ-হাস্য লাগিয়া থাকিবে। স্বভাবতই ইহার জন্য পরিবারকে অন্য একটি শান্ত পরিবারের তুলনায় অধিকতর সময় ও শক্তি খাটাইতে হইবে। অনেক পরিবারে—গৃহকর্তা বা গৃহিণী সমাজকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহবোধ করেন। এইক্ষেত্রেও সময় ও শক্তির চাহিদা অন্যান্য পরিবারের তুলনায় বেশি।

### সময়ের পরিবর্তন

সময় এবং ঋতুভেদে কর্মতৎপরতা কম-বেশি হয় বলিয়া সময় ও শক্তির ব্যবহারেও তারতম্য ঘটে। সময় ও ঋতুর পরিবর্তনের এই প্রভাব গ্রাম্য এলাকায় বেশি চোখে পড়ে। আমাদের দেশে ধান কাটার মৌসুমের সময় একটি গ্রাম্য পরিবারের কাজকর্ম অনেক বেশি বাড়িয়া যায়। ফলে পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় মাঠে কাটাইতে হয়।

### পরিবারের করণীয় বিভিন্ন কাজ

সময়ের সদ্ব্যবহার না করিলে অস্বাভাবিক সময়ের অপচয় হয়। এই অপচয় রোধ করিবার জন্য পরিবারের সময় পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কাজ করা উচিত। সময়-পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্বে পরিবারকে পরিবারের বিভিন্ন করণীয় কাজ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের করণীয় কাজসমূহকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিতে পারি :

১. দৈনন্দিন কাজ (Daily routine work)
২. নিয়মিত যতিময় কাজ (Regular periodic work)
৩. যতিহীন কাজ (Occasional work)
৪. আকস্মিক কাজ (Unforeseen work)

দৈনন্দিন কাজে এমন সব কাজ অন্তর্ভুক্ত যেইগুলি অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যহ করিতে হয়। উদহরণস্বরূপ, সকালের নাস্তা প্রস্তুত করা, ঘর ধোয়া-মোছার কাজ, দুই বেলায় খাবার প্রস্তুত করা ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

নিয়মিত যতিময় কাজসমূহ নিয়মিতভাবে কিছুদিন পরপর করিতে হয়। ধোপার নিকট সপ্তাহে একদিন কাপড় দেওয়া, বিছানার চাদর, বেড-কভার ইত্যাদি ধোয়া, সপ্তাহে একবার ঘর ধোয়া, কাপড় ইস্ত্রি করা ইত্যাদি কাজ নিয়মিত যতিময় কাজের মধ্যে পড়ে। ইহা ছাড়া বাড়িকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ঘর-দোর ধোয়া-মোছা করা, আসবাবপত্র হইতে ধুলাবালি অপসারণ, বাড়ির আশে-পাশের ময়লা পরিষ্কার, বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম ঝাড়িয়া-মুছিয়া পরিষ্কার রাখা—এককথায় গৃহ ও গৃহজীবনের তত্ত্বাবধান নিয়মিত যতিময় কাজের অন্তর্ভুক্ত।

যতিহীন কাজে কোনো বাধ্যধরা নিয়ম নাই। প্রয়োজনবোধে এমন কাজ করিতে হয়। উদহরণস্বরূপ, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফলের আচার, জেলী ইত্যাদি প্রস্তুত করা, বর্ষাকালে বাড়ির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, ঈদ, মহররম, পূজা ইত্যাদির সময় ধর্মীয় এবং সামাজিক কার্য সমাধান করা, প্রয়োজনবোধে বাড়ির বিভিন্ন অংশের মেরামত ও চুনকাম করা, আসবাব ও বাসনপত্র পালিশ করান ইত্যাদি যতিহীন কাজ। এই সকল কাজ যদিও সময়বিশেষে করিতে হয় তথাপি ইহাদের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নহে।

যেমন, সময়মত বাড়ির চুনকাম না করিলে দেওয়ালে শ্যাওলা ময়লা জমিয়া দেওয়াল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পরে একই চুনকামের জন্য বিস্তর টাকা অর্থ খরচ করিতে হয়।

আকস্মিক কাজ নিতান্তই আকস্মিক। উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের কোনো সদস্য হঠাৎ দুর্ঘটনায় কিংবা অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারেন। জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কিত আরো নানাপ্রকার আকস্মিক কাজ সময় সময় পরিবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

## সময়ের ব্যবহার

### (Time Management)

গৃহ-পরিচালনার সূত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, পরিচালনার মূল বিষয়বস্তু হইল ঠিকসময় লক্ষ্যসমূহে পৌঁছবার জন্য সম্পদসমূহের উপযুক্ত পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যায়ন। সময়ের ব্যবহার সম্পর্কেও এই কথা খাটে। সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া অহেতুক অপচয় বন্ধ করিতে হইলে আমাদের একটি সময়-পরিকল্পনা করিতে হইবে, সে, পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য নিয়ন্ত্রণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং পরিশেষে পরিকল্পিত সময়ের ব্যবহার কতটুকু এবং কি যোগ্যতার সহিত বাস্তবায়িত হইয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা (Planning), নিয়ন্ত্রণ (Controlling) এবং মূল্যায়ন (Evaluation) অপরিহার্য।

সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রথম পদক্ষেপ হইল সময়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিকল্পনা নামে অভিহিত এই পর্যায়টি তিনটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। প্রথমত, কি কি কাজ করা হইবে আমরা উহার একটি তালিকা প্রণয়ন করিতে পারি। গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী সময়ের সুবিধা অনুযায়ী এই তালিকাভুক্ত কাজগুলি একে একে করিতে পারেন। এমন ব্যবস্থাকে প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা বলা চলে না। দ্বিতীয় প্রকার সময়-পরিকল্পনায় কার্য-তালিকা প্রস্তুতের সময় একটি সময়-তালিকাও ধার্য করা হয় যদিও সেই সময়-তালিকায় কোন কাজ এবং কতটুকু সময়ে করা হইবে তাহাও ধার্য করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যিক। এমন সময়-পরিকল্পনায় সময়ের ব্যবহার এমনভাবে পরিচালিত করা হয় যে, পরিকল্পনাকারী লভ্য সময়ের মধ্যেই পকির্পিত সকল কাজ ঠিক সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন। সময়ের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মনযোগী হওয়ার অর্থই হইল এমন সময়-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ইহাকে যথাযথভাবে কার্যকর করা।

সময়-পরিকল্পনা কার্যকর এবং স্পষ্ট হইতে হইলে পরিকল্পনাকারীকে পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের প্রয়োজন, চাহিদা, উৎসাহ এবং কর্মপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন সময়-পরিকল্পনায় দৈনন্দিন, নিয়মিত, যতিময় এবং যতিহীন কাজের

যথার্থ স্থান নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য ইহাদের অন্তর্ভুক্তি সময়-পরিকল্পনার কাল বা মেয়াদের উপর নির্ভর করিবে। এই সকল কাজের সহিত সময়-পরিকল্পনার এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে আকস্মিক কাজসমূহ সম্পন্ন করায়ও অথবা বাধার সৃষ্টি না হয় এবং পরিকল্পিত সময়-তালিকায় মারাত্মক কোনো পরিবর্তন না ঘটে। সময়-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা একটু পরেই বিশদভাবে আলোচনা করিব।

সময়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিলেই যে সময়ের সব অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে এমন ভাবিবার কোনো কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এমন পরিকল্পনা সময়ের পরিমাণ বাড়াইতে সমর্থ নহে। পরিকল্পনা প্রণয়ন সময়-সম্পদের সদ্ব্যবহারের একটি হাতিয়ার বা কৌশল মাত্র। সময়ের স্বল্পতা এবং বিভিন্ন সময়ের উপযোগিতা সময়-পরিকল্পনায় ভালভাবে বিবেচনা না করিলে কেবল সময়-পরিকল্পনা কোনো লক্ষ্য অর্জন করিতে পারিবে না। ইহাতে পরিকল্পনা প্রণয়নে সময়ের অপচয়ই হইবে মাত্র। এতদ্ব্যতীত সময়-পরিকল্পনায় আকস্মিক কাজ করার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলে সমস্ত সময়-পরিকল্পনাটি অবাস্তব এবং অকেজো হইয়া পড়িতে পারে। সময়-পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনাকারীকে এই সমস্ত অসুবিধার কথা মনে রাখিতে হইবে।

সময়-পরিকল্পনা যাহাই হউক না কেন তাহা বাস্তবে প্রয়োগ না করিতে পারিলে তাহার কোনো সাধকতা থাকিবে না। পরিকল্পনা প্রণয়নের পর তাই পরিকল্পনাকারীকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় লইতে হইবে। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে প্রস্তাবিত সময়-পরিকল্পনার কার্যকরি বাস্তবায়ন সম্ভবপর করিয়া তোলা যায়। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন আকস্মিক কাজের ব্যবস্থা করিয়া কার্যকরি নিয়ন্ত্রণ সময়-পরিকল্পনাটিকে অধিকতর উপযোগী এবং বাস্তবমুখী করিয়া তুলিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তাহাতে কিছুটা সময় বাঁচাইয়া রাখা উচিত। তাহা ছাড়া বিভিন্ন কাজগুলিকে এমনভাবে ভাগ করা উচিত যাহাতে তাহাদের সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা গৃহিণী কর্তৃক একটি কাপড় তৈয়ারির কাজের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এইক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যদি কাপড় তৈয়ারির বিভিন্ন পর্যায়ের কাজগুলি স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণে কোনো অসুবিধা হয় না। প্রয়োজনবোধে কিছু সময় হাতে রাখিলে নিয়ন্ত্রণের সময় একটি পর্যায়ে কোনো ভুল-ত্রুটির সংশোধনও করা সম্ভব। সময়-পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণে গৃহিণীর যদি সময়জ্ঞান প্রখর হয় তাহা হইলে খুবই ভাল। উপযুক্ত অনুশীলনের সাহায্যে এমন সময়জ্ঞান বাড়াইয়া তোলা খুব কঠিন নহে। অনেক গৃহিণী সুনিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনাটিকে লিখিয়া রাখিতে পছন্দ করেন। প্রয়োজনবোধে এই লিখিত তালিকার দিকে তাকাইলে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রয়োজন স্পষ্ট হইয়া উঠে।



মূল্যায়ন ব্যতীত যে কোনো পরিকল্পনাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অন্যক্ষেত্রে যেমন, এইক্ষেত্রেও তেমনি পরিকল্পনার মূল্যায়ন সময়ের সদ্ব্যবহারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পরিকল্পনার মূল্যায়নে লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারবিবেচনা করা উচিত। পরিবারের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পরিকল্পনা কতটুকু সঠিক হইয়াছে ইহাই বিবেচনার মুখ্য বিষয়।

অনেক ক্ষেত্রে সময়-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কোনো একটি কাজের জন্য সব-চাইতে কম সময় খরচ করা। এইক্ষেত্রে সময়ের মূল্যায়নে পরিকল্পনাকারীর জন্য যে সময়টুকু লাগিয়াছে তাহা অন্যদের এমন সময়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ব্যক্তি এবং পরিবেশভেদে একই কাজের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হইলেও এমন একটি মোটামুটি তুলনা সম্ভব এবং ইহা মূল্যায়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। সময়-পরিকল্পনার আর এক প্রকার মূল্যায়ন সম্ভব, পরিকল্পনাটির কার্যকারিতা যাচাই করিয়া। পরিকল্পনাটি যদি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা সম্ভব না হইয়া থাকে তাহা হইলে এমন ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে। অনুসন্ধান ধরা পড়িলে পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবানুগ ছিল—কতটুকু নিয়ন্ত্রণের অভাবে করা সম্ভব হয় নাই, আর কতটুকুই বা আকস্মিক বিভিন্ন কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

মূল্যায়নে অন্যান্য কৌশলের সাহায্যও গ্রহণ করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে “গান্ট চার্ট” (Gantt Chart) নামক প্রত্যয়ের সাহায্যে মূল্যায়ন করা যাইতে পারে। নিম্নে এমন একটি “গান্ট চার্ট”—এর নমুনা দেওয়া হইল। এই ক্ষেত্রে আমরা মাত্র পাঁচ ঘণ্টার সময়-পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়াছি।

তারিখ ১১/১/৬৯ ইং

সময়	পরিকল্পিত কাজ	কি কি কাজ করা হইয়াছে বা হয় নাই			অপরিকল্পিত কাজ
		পুরাপূরি করা হইয়াছে	কিছুটা করা হইয়াছে	করা হয় নাই	
বিকাল ৫টা-৫.৩০মি.	চা নাস্তা খাওয়া	x			
৫.৩০মি.-৬টা	সাজসজ্জা	x			
সন্ধ্যা ৬টা-৭টা	ত্রমণ		x		
রাত ৭টা-৮টা	রাতের খাবার প্রস্তুত		x		
" ৮টা-৯টা	খাবার (রাতের)			x	অতিথির আগমন, বাড়ির ছোট
" ৯টা-১০টা	বিছানা গোছগাছ			x	শিশুর পা মচ কাইয়া যাওয়ায় ডাক্তারের কাছে লইয়া যাওয়া

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে “গান্ট চার্ট”—এ মূল তিনটি কলাম রহিয়াছে। প্রথম কলামে সময়সমূহ দেখান হয় এবং দ্বিতীয় কলামে পরিকল্পিত কাজসমূহ থাকে। তৃতীয় কলামে সেই কাজের বাস্তবায়ন এবং অপরিকল্পিত কাজের অন্তর্ভুক্তি দেখান হইয়া থাকে। “গান্ট চার্ট” সমস্ত দিন বা দিনের যে কোনো একাংশের সময়ের ব্যবহার দেখাইতে পারে। “গান্ট চার্ট”—এর অন্যান্য বিশেষত্বগুলি চার্টটি দেখিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

### সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সময়-পরিকল্পনার প্রস্তুতকরণ ও উহার বিভিন্ন পর্যায়

সময়ের ব্যবহারের প্রথম পদক্ষেপ যে সময়-পরিকল্পনা ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সময়ের পরিকল্পনাটি ভাল হইলে তাহা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিশেষে মূল্যায়ন অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। সময়-পরিকল্পনায় সাধারণত পরিকল্পনাকারী এক সপ্তাহ এবং একদিনের সময়-পরিকল্পনা করেন। দুইটি পরিবারের পরিবেশ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি ভিন্ন হওয়ায় একই সময়-পরিকল্পনা দুইটি পরিবারের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তথাপি এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সময়-পরিকল্পনার মূল স্তর বা পর্যায়গুলি সকল পরিবারের জন্যই মোটামুটি একই রকমের। যে কোনো সময়-পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত :

১. প্রথমে অধিক প্রয়োজনীয় কাজগুলির কথা বিবেচনা করিতে হইবে।
২. পরিবারের প্রয়োজনীয়তা, উৎসাহ, চাহিদা, কাজের ধরন ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কাজগুলি একের পর এক সাজাইতে হইবে।
৩. কয়েকটি কাজ একই সময়ে বা একের পর এক এমনভাবে সাজান যায় যে, অনেক সময় সহজেই বাঁচান সম্ভব।
৪. প্রত্যেক কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট সময় প্রত্যেক কাজের জন্য ধার্য করা উচিত।
৫. বিশ্রাম এবং ক্লান্তি হইতে মুক্তির জন্য কিছু সময়-পরিকল্পনা করিয়া রাখিতে হইবে।
৬. সময়-পরিকল্পনায় নিজস্ব কর্মতৎপরতার সহিত পরিবারের কর্মতৎপরতার একটি সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত।
৭. সপ্তাহের জন্য সময়-পরিকল্পনা করিলে কাজগুলি বিভিন্ন দিনে এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত যেন একটি বিশেষ দিনে অযথা বেশি চাপ না পড়ে।
৮. পরিকল্পনায় কঠিন কাজের পরিমাণ খুব বেশি হওয়া উচিত নহে। ভারি এবং হালকা কাজ এমনভাবে সাজাইতে হইবে যেন একটি ভারি কাজ করিবার পর একটি হালকা কাজ করা যায়।

৯. সময়-পরিকল্পনাটি এমন হওয়া উচিত যাহাতে অভাবিত আকস্মিক কাজসমূহও পরিকল্পনাটির মারাত্মক রদবদল না করিয়া করা সম্ভব হয়।
১০. করণীয় কাজগুলি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সকলেই কাজে কম-বেশি সমান অংশীদার হইতে পারে।

উপরের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সময়-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিতে হইবে। নিম্নে আমরা সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সময়-পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম পর্যায়ে পরিবারের করণীয় সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাজগুলি তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সময়-পরিকল্পনায় পরিবারের অবশ্য করণীয় সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাজগুলি যেন স্থান পায়।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে দৈনন্দিন নিয়মিত কাজসমূহের ব্যবহার ঠিক করিয়া ফেলিতে হয়। এমন দৈনন্দিন কাজসমূহ অনেকটা ছকে বাঁধা। এমন নিয়মিত কাজগুলির সময় ধার্য করিবার পর হাতে যে সময় থাকে তাহা সাপ্তাহিক নিয়মিত যতিময় কাজ এবং যতিহীন (Occasional) কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের তৃতীয় পর্যায়ে দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সকল কাজের সময় ধার্য করিয়া একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

চতুর্থ পর্যায়ে করণীয় কাজগুলি পরিবারের সদস্য-সদস্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। পরিবারের নিয়মিত (routine) কাজগুলি কে বা কাহারো করিবে তাহা পরিবারের অনেক দিনের কাজে প্রায় ঠিকই হইয়া থাকে। আকস্মিক বা অনিয়মিত কাজগুলি বণ্টনের সময় প্রয়োজনবোধে পরিবারের সদস্য-সদস্যরা একত্রিত হইয়া বিষয়টি স্থির করিয়া লইতে পারেন।

পরিকল্পনার সময়-কাল এক সপ্তাহের জন্য ধার্য না করিয়া অন্য সময়কালের জন্যও স্থির করা যায়। সাপ্তাহিক পরিকল্পনাগুলির অনেক বাস্তব সুবিধা রহিয়াছে বলিয়াই সপ্তাহকে সময়ের একক ধরিয়া সাধারণত সময়-পরিকল্পনা করা হয়। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ Irma H. Gross এবং Elizabeth Walbert Crandall সময়-পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত স্তর বা পর্যায়গুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন :

- ক. পরিবর্তনীয় এবং অপরিবর্তনীয় এই দুই মূল ভাগে বিভক্ত করিয়া সব কাজের একটি তালিকা প্রণয়ন ;
- খ. প্রত্যেক কাজের জন্য যতটুকু সম্ভব সঠিক সময়ের মূল্য-নিরূপণ ;
- গ. লভ্য সর্বমোট সময়ের সহিত নিরূপিত প্রয়োজনীয় মোট সময়ের একটি সামঞ্জস্য বিধান ;
- ঘ. সময়ের অনুক্রম স্থির করা ;

ঙ. সময়-পরিকল্পনা লিখিয়া ফেলা ;

চ. প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বিধান।

সময়-পরিকল্পনার এই ছয়টি স্তর বা পর্যায় সকল পরিকল্পনায় যে মানিয়া চলিতে হইবে এমন কোনো নিয়ম নাই। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন স্তর কিছুটা রদবদলও করিয়া লওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পরিকল্পনা লেখার বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে। লিখিত পরিকল্পনার অনেক সুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু অনেক সময় স্বল্পসময়-কালের জন্য পরিকল্পনা করিলে লিখিত পরিকল্পনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, বরং ইহাতে অযথা সময় নষ্ট হয়। লিখিত পরিকল্পনার সুবিধাগুলি আমরা এইখানে উল্লেখ করিতে পারি :

প্রথমত, লিখিত পরিকল্পনা থাকিলে অযথা বারবার বিভিন্ন সদস্য-সদস্যদের তাহাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, এমন লিখিত পরিকল্পনা মনের উপর সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে। ফলে কি কি কাজ একান্তই করিতে হইবে তাহা বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

তৃতীয়ত, লিখিত পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অতীত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য হিসাবে সাহায্য করে।

চতুর্থত, গৃহকর্ত্রী এইভাবে লিখিত পরিকল্পনা হইতে কাজ করিবার যথেষ্ট আশ্বাস ও ভরসা পান।

পঞ্চমত, লিখিয়া লইলে পরিকল্পনায় অযথা গোলযোগ সৃষ্টি হয় না এবং গৃহিণী সহজেই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

সবশেষে, লিখিত সময়-পরিকল্পনায় করণীয় কাজসমূহ ধার্য করিয়া রাখা হয় বলিয়া অভাবিত আকস্মিক কোনো কাজে প্রয়োজনমত মনোযোগ আরোপ করা সম্ভব।

## শক্তির ব্যবহার

### (Energy Management)

আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আমরা সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সময় ও শক্তির ব্যবহার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার জন্য সময়ের ব্যবহার স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। একইভাবে শক্তির ব্যবহার সম্পর্কেও পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ব্যক্তি বিশেষে শক্তির তারতম্য ঘটিলেও লভ্য শক্তির সদ্ব্যবহারের দিকে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। কোনো একটি কাজ এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সেই কাজে নূন্যতম শক্তি ব্যবহৃত হয়। অন্যকথায়, শ্রম লাঘবের বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে করণীয় কাজসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ যতটুকু সম্ভব কমাইয়া আনিতে হইবে। শ্রম লক্ষ্যে পরিশ্রম, অঙ্গচালনা এবং সময় এই তিনটি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিত। নিম্নে আমরা শ্রম লাঘবের বিভিন্ন উপায় আলোচনা করিতেছি।

### ক. সময়-পরিকল্পনার সাহায্যে শ্রম লাঘব

সময়-পরিকল্পনার সাহায্যে শ্রম লাঘব করা যাইতে পারে। উপযুক্ত সময়-পরিকল্পনায় নিয়মিত, নিয়মিত যতিময় এবং যতিহীন সকল কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলিয়া সমস্ত কাজে একটি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। ফলে সময়-পরিকল্পনা অথবা শক্তির অপচয় রোধ করে। সময়-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

### খ. শ্রম বিভাগের দ্বারা শ্রম লাঘব

গৃহে করণীয় সকল কাজ যদি কেবল গৃহকর্তা বা গৃহিণীর উপর ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে স্বভাবতই তাহাদের উপর কাজের চাপ বেশি পড়িবে। অনেক ক্ষেত্রে ইহার ফলে প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করা সম্ভব নাও হইয়া উঠিতে পারে। শ্রম লাঘবের জন্য শ্রম বিভাগের (Division of labour) গুরুত্ব অর্থাবিজ্ঞানে বহুকাল পূর্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। পরিবারের সদস্যদের বয়স, দক্ষতা এবং রুচি অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ ভাগ করিয়া দিলে অথবা পরিশ্রমের হাত হইতে বেহাই পাওয়া যায়। পরিবারের একজনের উপর বেশি কাজের চাপ না থাকায় তিনি সহজেই নিজের কাজের অংশটুকু সমাধা করিতে পারেন। তাহা ছাড়া নিজের ইচ্ছা এবং দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করবে কাজের একটি দিকে প্রত্যেকের বিশেষ পারদর্শিতা এবং দক্ষতা জন্মায়।

### গ. বাড়ির নক্সা ও বাড়ির অন্যান্য পরিকল্পনার সাহায্যে শ্রম লাঘব

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গৃহ-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বাড়ির নক্সা ও তদসম্পর্কীয় বিভিন্ন পরিকল্পনা পরিবারের শ্রম লাঘব করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। গৃহ নির্মাণের সময়ে গৃহের বিভিন্ন কক্ষের আয়তন ও অবস্থান ঠিক করিয়া লওয়া উচিত যাহাতে পরে গৃহিণীর অথবা পরিশ্রম করিতে না হয়। বিভিন্ন কক্ষের অবস্থান ঠিকমত হইলে প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যাদি এবং সাজসরঞ্জাম গৃহিণী প্রয়োজনমত হাতের কাছে পাইয়া থাকেন। ইনসুলেশন, ভাঁড়ার ঘর রান্নাঘরসংলগ্ন হওয়া উচিত। ইহাতে জিনিসপত্র

আনা-নেওয়ার জন্য বারবার চালফেরা করিতে হয় না। একইভাবে খাইবার ঘরে রান্নাঘর হইতে খুব দূরে না হইলে খাদ্য পরিবেশন সুবিধাজনক হইয়া উঠে। গৃহ নির্মাণের সময় বিভিন্ন কক্ষের মেঝে এবং দেওয়াল এমনভাবে তৈয়ারি করা উচিত যাহাতে পরে সেইগুলি সহজেই অল্প পরিশ্রমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। গৃহের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেমন, অন্যান্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তেমনি পূর্ব হইতেই শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা করিয়া রাখা সম্ভব। পরিবারের আসবাব এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ক্রমে পরে যাহার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের কথা স্মরণ রাখিলে প্রথম হইতেই মিতশ্রম জিনিসপত্র ক্রয় করা যাইতে পারে।

### ঘ. কাজের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং জিনিসপত্র রাখিবার সাহায্যে শ্রম লাঘব

কাজের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখিবার কৌশলের সাহায্যেও শ্রম লাঘব করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ নির্মাণে উপযুক্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া কক্ষগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী করিয়া তোলা সম্ভব। খাইবার ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি এমনভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত যাহাতে গৃহের সৌন্দর্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি নিজেদের ভূমিকা সুস্থভাবে পালন করিতে পারে। কেবল কক্ষ নির্বাচনেই নাহে, কক্ষের বস্তুসম্মিলনের ফলেও শ্রম লাঘব করা যায়। রান্নার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যদি গৃহিণী রান্নাঘরে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখেন, তাহা হইলে বাসন-কোশন হইতে আর হস্ত করিয়া মশলাপাতি পর্যন্ত গৃহিণী সময়মত হাতের কাছে পাইবেন। ইহাতে তাহাকে অর্থাৎ ছুটাছুটি করিয়া শ্রমের অপচয় করিতে হইবে না।

### ঙ. বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের সাহায্যে শ্রম লাঘব

বিভিন্ন মিতশ্রম-যন্ত্রের (Labour-saving devices) সাহায্যেও শ্রম লাঘব করা যাইতে পারে। এই মিতশ্রম-যন্ত্রের ব্যবহার রান্নাবান্না ও গৃহ-পরিষ্কারের ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি প্রয়োজ্য। উদাহরণস্বরূপ, বাড়িতে সাধারণ জ্বালানির উনুন না থাকিয়া যদি কেরোসিনের চুলা বা স্টোভ থাকে, তাহা হইলে রান্নাবান্না কম সময়ে এবং কম শ্রমে সহজেই করা যাইতে পারে। একইভাবে বাড়িতে “ইকমিক” বা “প্রেশার” কুকার থাকিলে রান্নাবান্না সহজে হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে শহরে গ্যাস বা ইলেকট্রিকের উনুনও পাওয়া যায়। টোস্টারের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে এবং শ্রম লাঘব করিয়া রুটি টোস্ট করা সম্ভব। ইচ্ছাড়া ডিম ফেটিবার যন্ত্র (egg beater), তরকারির খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র (vegetable peeler), মাংসের কিমা করিবার যন্ত্র (mincing machine), সবজি খুবইবাব যন্ত্র (grater) ইত্যাদি অনেক মিতশ্রম যন্ত্রের ব্যবহার ধনী পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। রূপড় ইস্ত্রি করিবার জন্য বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ব্যবহার করিয়া সময় ও শ্রম লাঘব করা যাইতে পারে। বিস্তারিত পরিবারে “ভ্যাকুয়াম ক্লিনার” (vacuum cleaner) ব্যবহার করিয়া গৃহিণী

সহজেই খাট, কাপেট, গদি, সোফা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া তুলিতে পারেন। মিতশ্রম যন্ত্রের ব্যবহারে এই কথা স্মরণ রাখা ভাল যে, এমন অধিকাংশ যন্ত্র বায়ুসাপেক্ষ বলিয়া আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারই এইগুলি ব্যবহার করিতে সমর্থ নহে। এমন মিতশ্রম যন্ত্রের ব্যবহার পাশ্চাত্য দেশে বহুল এবং সাধারণ।

### সাংসারিক বিভিন্ন কাজে শক্তির খরচ

পাশ্চাত্য দেশে বিভিন্ন সাংসারিক কাজে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন সেই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হইয়াছে। তথাকথিত কোফরানজি যন্ত্রের (Kofranyi apparatus) সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাসের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া পরোক্ষভাবে শক্তির খরচ বাহির করা হয়। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া লক্ষ্য করিয়া একটি বিশেষ কাজে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ ধার্য করার প্রচেষ্টাও চালানো হইয়াছে। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য পাশ্চাত্য দেশের গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানিগণ সাংসারিক বিভিন্ন কাজকে বিভিন্ন দল বা এলাকায় বিভক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এমন কোনো গবেষণা করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশের কাজের পরিবেশ আমাদের দেশের পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় তাহাদের অভিজ্ঞতা আমাদের এখানে সম্পূর্ণভাবে ঝাটে না। এইজন্য আমাদের নিজেদের পরিবেশ এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

কোন একটি কাজ করিতে বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা নিম্নলিখিত ধরনের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিতে পারি :

১. মানসিক প্রচেষ্টা (Mental effort)
২. চাক্ষুষ প্রচেষ্টা (Visual effort)
৩. কাষিক পরিশ্রম (Manual effort)
৪. আঁকা-বাঁকা হইয়া কাজ (Torsal effort)
৫. পদযুগলের কাজ (Pedal effort)

যে কোনো কাজেই মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। গৃহিণী রান্নাবান্না, কাপড় কাচা প্রভৃতি সাধারণ দৈনন্দিন যেইসব কাজ করেন সেইগুলি সম্পাদনেও তাহাকে কিছুটা চিন্তা করিতে হয়। এমন সব কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাহ্যিক নহে বলিয়া উপাত্তদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কোন মানসিক প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু অসল ইহা ঠিক নহে। একইভাবে সাধারণ দৈনন্দিন প্রায় সকল কাজেই চাক্ষুষ প্রচেষ্টারও প্রয়োজন; কারণ চোখ কাজটির বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় অনুধাবন করিয়া শরীরের হস্তপ্রত্যঙ্গকে চালিত করে। পরিবেশের কোনো পরিবর্তন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় কার্যবলী করিতে চোখই সাহায্য করে। সেলাই প্রভৃতি কাজে চাক্ষুষ প্রচেষ্টা আরো

ত্যাগ। কোনো কিছু টানা, তোলা, সরানো, ধরা প্রভৃতি কাজে কায়িক শ্রমের ভূমিকাই বর্ধিত। যেসব কাজে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সম্পূর্ণ শরীর ঝাঁকুতে হয়, সেইগুলিতে torsal effort-এর প্রয়োজন; যেমন, শোয়া হইতে উঠা, নুইয়া কোনো বস্তু সরানো, বসা ইত্যাদি। হাঁটা, দাঁড়ানো, চলা প্রভৃতি কাজে পায়ের ব্যবহার সব-সময়ই বেশি। এই ক্ষেত্রে pedal effort-এর ভূমিকাই মুখ্য। সংসারের দৈনন্দিন কাজে উপরোল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টার একাধিকটির ব্যবহার একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়।

## ক্লান্তি (Fatigue)

শারীরিক বা মানসিক যে কোনো পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অনুভূত হইতে পারে। ক্লান্তি দেখা দিলে কাজ করিবার স্পৃহা কমিয়া যায়। ক্রটিপূর্ণ সময়-পরিকল্পনা বা পরিকল্পনার ভাব এবং শক্তির অপচয় ক্লান্তির আবির্ভাব ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। ক্লান্তি কাজের পক্ষে তিক্তকর বলিয়া কাজে ক্লান্তির আগমন যত কমাইয়া রাখা যায় ততই মঙ্গল। নিম্নে আমরা ক্লান্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

বহুদিন পূর্বে হইতেই মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানীরা ক্লান্তির কারণ নির্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন। অর্থনীতিবিদগণও ক্লান্তির স্বরূপ ও বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছেন। শক্তির ব্যবহার প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় না। ক্লান্তির মাধ্যমে কতটুকু শক্তি খরচ করা যাচ্ছে উহার একটি আন্দাজ করা যায়। এই কারণে গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানিগণ সময় এবং শক্তির সদ্ব্যবহারের প্রসঙ্গে ক্লান্তিরও বিভিন্ন দিক তলাইয়া দেখিয়াছেন। বিশেষণের প্রথম দিক ক্লান্তি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা কাহারও ছিল না। ক্লান্তির প্রত্যয় তখন একই কারণের ছিল এবং বিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে কাজ করিবার পর শারীরিক কারণে ক্লান্তির উদ্ভব হয়। পরীক্ষাগারে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছিল যে কাজ করিবার পর হৃৎকয়েকটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে ল্যাকটিক এসিড (lactic acid) প্রধান। এই কারণ অনুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞানিগণ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, হৃৎকয়েকটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে ল্যাকটিক এসিড (lactic acid)-এর প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং ফলে ক্লান্তি সহজেই দূর হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার ফলে ক্লান্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। আজ আর ক্লান্তি এক প্রকারেই সীমাবদ্ধ নহে। এর ফলে ক্লান্তির



কারণও অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিজ্ঞানিগণ ক্লান্তির বিভিন্ন প্রকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ক্লান্তি মূলত দুই প্রকারের :

১. শারীরিক ক্লান্তি (Physiological fatigue)
  ২. মানসিক ক্লান্তি (Psychological fatigue)
- মানসিক ক্লান্তি (Psychological fatigue)-কে আবার দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে।
- ক. বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তি (Boredom fatigue)
  - খ. নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তি (Frustration fatigue)।

এইভাবে ক্লান্তিকে বিভক্ত করিবার ফলে ক্লান্তির কারণ অনুসন্ধান অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে কারণ অনুসন্ধান করিবার পর কোনো বিশেষ প্রকারের ক্লান্তির কুফল এবং সেই প্রকারের ক্লান্তি কিভাবে কমানো যায় তাহা ভাবিয়া অথবা আমাদের বেগ পাইতে হয় না। নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের ক্লান্তি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

### শারীরিক ক্লান্তি (Physiological fatigue)

কোন কাজ করিবার পর শারীরিক ক্লান্তি দেখা দিলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর উহার প্রভাব সহজে লক্ষ্য করা যায়। এমন ক্লান্তির প্রকাশ অনেকটা সুস্পষ্ট বলিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ইহার উদ্ভব এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা অনেকটা সম্ভব। শারীরিক ক্লান্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে হইলে দেহের অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া (basic metabolism of the body) সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইবে। এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কাজ করিবার সময় মাংসপেশীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইলে যদি দেহের জলীয় পদার্থসমূহ উহাদের স্বাভাবিক গঠন বজায় রাখিতে না পারে তবে শারীরিক ক্লান্তি দেখা দেয়। জলীয় পদার্থসমূহের গঠন যত অস্বাভাবিক হইবে ক্লান্তির পরিমাণ তত বেশি হইতে পারে। কাজের সময় অক্সিজেন গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া কায়িক পরিশ্রমে দেহকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে হয়। এই অক্সিজেন প্রস্তুত প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিলেই Lactic Acid এর উৎপত্তি হয় এবং শারীরিক ক্লান্তি দেখা দেয়। শারীরিক ক্লান্তি মাংসপেশী ব্যবস্থায়ই মূলত উৎপন্ন হয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রেও ইহার প্রভাব দেখা যাইতে পারে। কঠিন কাজ তাড়াতাড়ি শারীরিক ক্লান্তি ঘটায়। অধিক সময় এমন কাজ করিলে শারীরিক ক্লান্তি অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

### মানসিক ক্লান্তি (Psychological Fatigue)

মানসিক ক্লান্তির মূল স্নায়ুতন্ত্রে নিহিত। মানসিক ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তিও দেখা দিতে পারে। মানসিক ক্লান্তি শারীরিক ক্লান্তির মত বস্তুতান্ত্রিক (objective) নহে বলিয়া

ইহার সংজ্ঞা প্রদান বেশ কঠিন ব্যাপার। শারীরিক ক্লান্তির মত মানসিক ক্লান্তির বহিঃপ্রকাশ ততটা প্রত্যক্ষ বা তীক্ষ্ণ নহে। ব্যক্তিবিশেষেও মানসিক ক্লান্তির তারতম্য ঘটে। ইহার কারণ, করণীয় কাজের প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব এক থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, একই প্রকার কাজ করিয়া একজন গৃহিণী যতটুকু মানসিক ক্লান্তিতে ভুগিতে পারেন অন্য একজন গৃহিণী হয়তো তেমন ভুগিবেন না।

মানসিক ক্লান্তির একটি বিশেষ প্রকার হইল বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তি (boredom fatigue)। এই ক্ষেত্রে কাজের প্রতি ব্যক্তির বিরক্তি জন্মিয়া যায়। ইহাতে কাজ করিবার সময় কাজের গুণের অবনতি ঘটে। বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তিতে ব্যক্তির কাজ করিবার ক্ষমতা অবশ্য হ্রাস পায় না। বিভিন্ন কারণে বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তির উদ্ভব হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কাজ করিবার সময় গৃহিণী যদি আবহাওয়া, পরিবেশ, কোলাহল ইত্যাদির প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন তাহা হইলে প্রকৃত কাজে তাহার বিরক্তি জন্মিয়া উঠিবে। তাহার মনে হইতে পারে যে কাজটি অধিক সময় গ্রহণ করিতেছে। পরপর একই প্রকারের কাজ করিলেও বিরক্তি দেখা দিতে পারে। বিদেশে গৃহস্থালির কাজকর্মে, শিল্পক্ষেত্রে এবং অন্যান্য অনেক কর্মতৎপরতায় বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তি সম্পর্কে অনেক গবেষণা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে এমন কোনো পরীক্ষা না হওয়ায় কর্মতৎপরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তির উৎপত্তির কারণ, পরিমাণ, ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক কোনো মন্তব্য করা উচিত নহে।

### নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তি (Frustration fatigue)

ইহা মানসিক ক্লান্তির অপর এক বিভাগ। নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তি এক নহে। বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তিতে ব্যক্তি মূলত পরিবেশের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠে। তাহার মনে হয় এমন পরিবেশ এড়াইতে পারিলেই বোধ হয় ক্লান্তি চলিয়া যাইবে। অপরপক্ষে নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তিতে ব্যক্তি সাধারণভাবে কাজের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিতে পারে। এই বিমুখতা নানা কারণে ঘটিতে পারে এবং ব্যক্তি সর্বদাই উদ্ভূত ক্লান্তির ফলে তাহার কাজ করিবার অল্প ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া নৈরাশ্যে ভুগে। কাজের অসুবিধা এবং কর্মবিমুখতার অনুভূতিগুলিকে এই ক্ষেত্রে ক্লান্তির ক্ষণ না বলিয়া ক্লান্তির উপকরণ বলিয়াই আখ্যায়িত বা অভিহিত করা উচিত।

বিরক্তি উৎপাদক ক্লান্তির মত নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তিও নানা কারণে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, করণীয় কাজ হইতেই ক্লান্তির উৎপত্তি হইতে পারে। অনভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করিতে অসমর্থ হইলে কিংবা কাজের বাধা বিপত্তি দেখা দিলে তাহার পক্ষে নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তিতে ভুগাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সাংসারিক অনেক চিন্তা-ভাবনার ফলেও ব্যক্তি নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তির শিকার হইয়া পড়িতে পারে। তৃতীয়ত, কোনো একটি কাজে নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তি দেখা দিলে, একই ধরনের অন্য কাজে এমন ক্লান্তি

শ্রমিকের সজাবনা প্রচুর। চতুর্থত, ঘন ঘন অসাফল্যের ফলেও ব্যক্তি নৈরাশ্যজনিত ক্লান্তিতে ভুগিতে পারেন।

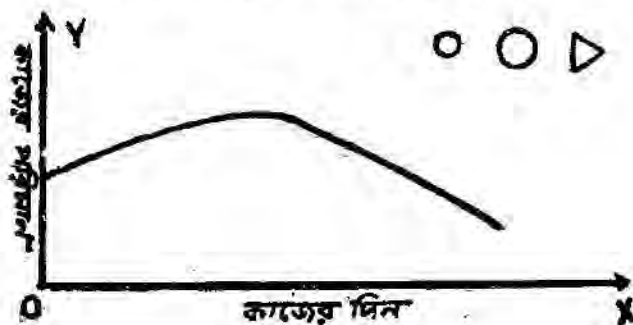
কিভাবে ক্লান্তি কমানো যায়

কাজ করিলে ক্লান্তি দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। সাংসারিক, দৈনন্দিন কাজে ক্লান্তি একেবারে পবিত্র করিয়া চলা সম্ভব নহে। সেইজন্য কর্মতৎপরতা ও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কাজের ফলে উদ্ভূত ক্লান্তির পরিমাণ যতটুকু সম্ভব কমাইয়া আনা উচিত। বিভিন্ন প্রকারে ক্লান্তি কমানো যাইতে পারে। ক্লান্তির বিভিন্ন রকমভেদ এবং উহাদের উৎপত্তির কারণ হইতেই ক্লান্তি কমানোর পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে শারীরিক ক্লান্তি দূর করিতে হইলে আমাদের সময়-পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। করণীয় বিভিন্ন কাজ এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে অধিক শক্তির অপচয় হইয়া ঘন ঘন ক্লান্তির উৎপত্তি না হয়। সময়-পরিকল্পনার সঙ্গে শক্তির ব্যবহার সম্পর্কেও সজাগ থাকা প্রয়োজন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক পরিশ্রম হইতে শারীরিক ক্লান্তির উৎপত্তি হয়। শ্রম লাঘবের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শারীরিক ক্লান্তি কমানো সম্ভব। কাজ সহজ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করিব। কাজ সহজ করিয়া তুলিবার প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করিলে সময় ও শক্তির সদ্যবহার সুনিশ্চিত করিয়া অহেতুক শারীরিক ক্লান্তির উদ্ভব রোধ করা যায়।

শারীরিক ক্লান্তি কমাইতে হইলে বিভিন্ন কাজের মধ্যে বিশ্রামকালেরও প্রয়োজন। এই বিশ্রামের সময় ক্লান্তিজনিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি দেহ হইতে অপসারিত হয়। ফলে অধিকাংশ শারীরিক ক্লান্তি পর্যাপ্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিলে দূরীভূত হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে “কাজের রেখা” বা work curve সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা যায়।  
কাজের রেখার একটি সম্ভাব্য কাজের রেখা বা work curve দেখান হইল।



কাজের রেখা

এই work curve যে, কোনো গৃহিণীর জন্য আঁকা সম্ভব। গৃহিণী যদি নিজের work curve সম্পর্কে অবগত থাকেন তাহা হইলে ক্রান্তি কমাতে তাহাকে খুব বেশি সাহায্য হইবে না।

শারীরিক ক্রান্তি কমাওয়ার আর একটি পদ্ধতি হইল পরিচালনা-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্রম প্রয়োগ। এই ক্ষেত্রে প্রথমে পরিকল্পনা প্রণয়নে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কখন কখন কাজ করা হইবে তাহা আগেই স্থির করিয়া লওয়া উচিত। কখন কাজ করা হইবে তাহা আবার সময়-পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। কাজ করিবার সময় শরীরের অবস্থান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে। শরীরের অবস্থান যাহাতে সঠিক হয় এবং মাৎসপেশী কার্যকরিতাবে চালিত হয় উহার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। একই লয়ে ছন্দের (rhythm) নীতি অনুসরণ করিয়া কাজ করিলে ক্রান্তি কমিয়া যায়। জিনিস নাড়াচাড়া করিবার সময় শরীর এবং জিনিসের মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে আবার স্বচ্ছন্দ গতিবিধির সাহায্যেও ক্রান্তি কম করা যায় (taking advantage of momentum)।

মানসিক ক্রান্তি দূর করিতে হইলে প্রথমে এমন ক্রান্তির কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান অবহিত হইতে হইবে। বিরক্তি উৎপাদক ক্রান্তি কমাতে হইলে আমাদের এমন বিরক্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিবার প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কাজের সময় ক্রান্তি যাহাতে অথবা ক্রান্তি অনুভূত না হয় উহার জন্য কাজে যতটুকু সম্ভব বিভিন্ন ক্রান্তি দূর করিতে হইবে। পরিবেশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াও কাজে অগ্রহ ধুঁকি সঞ্চারিত হইবে। অনেক ক্ষেত্রে কয়েকজন মিলিয়া একত্রে কাজ করিলে বিরক্তি অনেকটা হ্রাস পায়। এই কথায়, বিরক্তির কারণ দূরীভূত করিয়াই বিরক্তি উৎপাদক ক্রান্তির প্রতিকার করা সম্ভব।

একইভাবে নৈরাশ্যজনিত ক্রান্তিতেও নৈরাশ্যের কারণ আমাদের প্রথম অনুসন্ধান করিতে হইবে। নানা কারণে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিরক্তি সঞ্চারিত তাহার লক্ষ্যসমূহ খুব উঁচুতে ধার্য করেন তবে তাহার পক্ষে পরিশ্রম করিয়াও লক্ষ্য পৌঁছা সম্ভব নাও হইতে পারে। ফলে অকৃতকার্যতার জন্য তিনি নৈরাশ্যে ডুবিয়া বসিয়া পড়েন। আবার পরিবেশের সঙ্গে ঝাপ খাওয়াইতে না পারিলেও নৈরাশ্যের উদ্ভব হইতে পারে। কেহ কেহবা বহির্জগতের সঙ্গে ভাল মিলিয়াই চলিতে না পারিয়া নৈরাশ্যে ডুবিয়া পড়েন। বিরক্তি উৎপাদক ক্রান্তির মত নৈরাশ্যজনিত ক্রান্তিতেও কারণ অনুসন্ধান করিয়া উচিত প্রতিকার করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে, গভীর মানসিক অনুসন্ধান এবং পরিবেশের সঙ্গে নৈরাশ্যজনিত ক্রান্তি দূর করা যায় না। শারীরিক ক্রান্তির মত নৈরাশ্যজনিত ক্রান্তিতেও ক্রান্তি পরিমিত বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে কমপক্ষে আহতুক উত্তেজনার কারণে ক্রান্তি হইতে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়  
কাজ সহজ করিবার পদ্ধতি  
(WORK SIMPLIFICATION)

সময় ও শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। কাজ সহজ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সময় ও শক্তির সদ্যবহার নিশ্চিত করা যায়। গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানে কাজ সহজ করিবার পদ্ধতিকে ইংরেজিতে *work simplification* নামে অখ্যায়িত করা হইয়াছে। এইক্ষেত্রে সময় বা শক্তির উপর স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া দুইটি সম্পদের সদ্যবহার একত্রে আলোচনা করা হয় যাহাতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা শক্তিতে অধিকতর কাজ করা যাইতে পারে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য কম সময় বা শক্তি বা দুইটিরই প্রয়োজন পড়ে। *Work simplification*-এর সংজ্ঞা নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যাইতে পারে। “Work simplification may be defined as accomplishing more work with a given amount of time and energy, or as reducing the amount either or both to accomplish a given amount of work.”<sup>১</sup>

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাজ সহজ করিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সময় ও শক্তির সদ্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

কাজ সহজ করিবার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিসমূহ ইদানীং গৃহস্থলীর বিভিন্ন প্রকার কাজে প্রয়োগ করা হইলেও প্রথমে কল-কারখানায়ই *work simplification* সম্পর্কে গবেষণা শুরু হইয়াছিল। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের খরচ কমানিবার জন্যই গবেষণাকারীরা কম সময়ে বা কম শক্তিতে বেশি কাজ করিবার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সময়ের অতিক্রমে ক্রমশ কল-

১ Irma H. Gross and Elizabeth W. Crandall. *Management for Modern Families*, New York. Appleton Century Crofts p. 277.

কারখানা এবং কৃষিকারখানার ইত্যাদিতে কাজ সহজ করিবার প্রক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করা হইতে থাকে। কলকারখানা এবং ক্ষেত-খামারলব্ধ অভিজ্ঞতা গার্হস্থ্য অর্থ-বিজ্ঞানিগণ গৃহ-পরিচালনার বিভিন্ন কাজে গ্রহণ করেন। ইহাতে বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু গৃহিণীদের জন্য কাজ সহজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি অত্যন্ত সহায়ক হইয়া উঠে।

কাজ সহজ করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিদেশে অনেক দিন হইতেই যথেষ্ট গবেষণা চালানো হইয়াছে। বহু পূর্বে ১৯৩০ সালে M. K. Heiner এবং N. Vedder *Journal of Home Economics*-এ "Studies in Dishwashing Methods"<sup>২</sup> নামে একটি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধটি গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজ সহজ করিবার পদ্ধতির গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই সম্পর্কে ১৯৩৪ এবং ১৯৪৫ সালে আরো গবেষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালে G. M. Nelson, Process Chart-এর সাহায্যে বাসনপত্র ধোয়ার চারটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অন্যান্য যে বিষয়গুলি সম্পর্কে গবেষণা করা হয়, সেইগুলি হইল বিছানা প্রস্তুত (bed-making), ধৌতকরণ (cleaning), খাদ্য-প্রস্তুত (food-preparation), কাপড়-চোপড় ইস্ত্রি করা (ironing) ইত্যাদি। এইসব বিষয়ে গবেষণা ছাড়াও রান্নাঘরের বিভিন্ন কাজ এবং রান্নাঘরের পরিবেশ সম্পর্কেও বিদেশে অনেক গবেষণা করা হইয়াছে। গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞান আমাদের দেশে বিলম্বে স্বীকৃতিলাভ করায় আমাদের দেশে কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা এখন পর্যন্ত করা হয় নাই। একথা যদিও সত্য যে, বিদেশের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা আমরা কিছুটা নিজেদের গৃহ-পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারি, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, গৃহপরিচালনায় আমাদের দেশে বিদেশী পরিবেশ, সমাজ ব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি না থাকায় লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্পর্গ দক্ষতার সহিত বাংলাদেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। কাজ সহজ করিবার পদ্ধতিসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমাদের নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং পরিবেশের আলোকে কাজ সহজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা চালাইতে হইবে। পাশ্চাত্য গার্হস্থ্য অর্থবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত গবেষণার বিভিন্ন কলা-কৌশলের সাহায্য অবশ্য আমরা আমাদের নিজেদের গবেষণায় লইতে পারি। এই ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য দেশের মত প্রাচুর্য এবং সাজসরঞ্জাম আমাদের দেশে নাই।

বহু বৎসরের গবেষণার ফলে গৃহপরিচালনায় কাজ সহজ করিবার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হইয়াছে। এই কলাকৌশলগুলি নিম্নরূপ :

<sup>২</sup> Mary Koll and N. Vedder, "Studies in Dishwashing Methods", *Journal of Home Economics*, vol. 22, May, 1930, pp. 393-407

১. প্রোসেস চার্ট (Process chart)
২. অপারেশন চার্ট (Operation chart)
৩. পাথওয়ে বা ফ্লো চার্ট (Pathway or Flow chart)
৪. মাইক্রোমোশন ফিল্ম বিশ্লেষণ (Micromotion film analysis)

### ১. প্রোসেস চার্ট (Process chart)

কোন একটি কাজ সম্পূর্ণরূপে করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনাই অন্য কথায় প্রোসেস চার্ট। প্রোসেস চার্ট-এ কয়েকটি প্রতীক বা সংকেতের সাহায্যে বিভিন্ন পর্যায়গুলি বর্ণনা করা হয়। শিল্প-গবেষণা হইতে রদবদল করিয়া এই প্রতীকগুলি নিম্নরূপে দেখান যাইতে পারে :

প্রতীক	প্রতীকের অর্থ
○	একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন
★	সক্রিয় কাজ
□	কাজের পরিমাণ বা গুণ তত্ত্বাবধান
▼	বিলম্ব
⊗	একই সঙ্গে গতিবিধি এবং সক্রিয় কাজ

এই প্রতীক বা সংকেতগুলির আরো একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম ক্ষুদ্র বস্তুর দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, কর্মী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছেন। বৃহৎ বৃত্ত নতুন স্থান অবস্থায় হাতে কাজ করা নির্দেশ করে। বর্গাকৃতি সংকেতের সাহায্যে আমরা যে কাজ করা হইয়াছে উহার ফলাফল তত্ত্বাবধান বুঝাইতে পারি। ত্রিভুজাকৃতি সংকেতটি কাজের দুই পর্যায়ের মধ্যে বিলম্ব দেখায়। সবশেষে দুই বৃত্তবিশিষ্ট সংকেতের সাহায্যে একই সঙ্গে গতিবিধি এবং হাতে কাজ করা বোঝান যায়।

প্রোসেস চার্ট-এর বেশ কয়েকটি সুবিধা আছে। প্রথমত, এমন চার্ট করা খুব কঠিন নয়। দ্বিতীয়ত, এমন চার্ট করিলে কোনো একটি কাজের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরকে কয়েকটি নকশা গোষ্ঠে বিভক্ত করা সম্ভব। প্রোসেস চার্ট প্রণয়নের প্রধান অসুবিধা হইল, প্রোসেস চার্ট প্রস্তুত করিতে কমপক্ষে দুইজনের প্রয়োজন। একজন কাজ করিতে থাকিলে অন্যজন তত্ত্বাবধান করিয়া লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন পর্যায় লিখিয়া রাখিবে। প্রোসেস চার্ট-এর আরেকটি অসুবিধা এই যে, ইহাতে সময়ের প্রতি যথার্থ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ H. Gross এবং Elizabeth W. Crandall-এর অনুসরণে আমরা নিম্নে একটি প্রোসেস চার্ট বাংলায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রোসেস চার্ট টেবিল সাজানো দেখানো হইয়াছে

ক্রমিক সংখ্যা	সুবিধা	সময়	স্থান	পরিচালনা	বিবরণ
১	○	○	△	□	প্রতিদিন সকালে সকালে টেবিলে বসান
২	○	○	△	□	কিছু হাত দিয়ে মিনিট, হাট এবং সন্ধ্যার টেবিলে রাখা
৩	○	○	△	□	সন্ধ্যার টেবিলে রাখা
৪	○	○	△	□	কিছুদিন পরে টেবিলে রাখা হইলে কিম্বা অন্যদিন সন্ধ্যার টেবিলে রাখা
৫	○	○	△	□	সন্ধ্যার টেবিলে রাখা
৬	○	○	△	□	কিছুদিন পরে টেবিলে রাখা
৭	○	○	△	□	সন্ধ্যার টেবিলে রাখা হইলে কিম্বা অন্যদিন
৮	○	○	△	□	কিছুদিন পরে টেবিলে রাখা
৯	○	○	△	□	সন্ধ্যার টেবিলে রাখা হইলে কিম্বা অন্যদিন
১০	○	○	△	□	সন্ধ্যার টেবিলে রাখা হইলে কিম্বা অন্যদিন
১১	○	○	△	□	সন্ধ্যার টেবিলে রাখা
১২	○	○	△	□	সন্ধ্যার টেবিলে রাখা হইলে কিম্বা অন্যদিন



হাতের কাজে ষষ্ঠস্তরে কালো গোল (●) সংকেতের সাহায্যে প্রকৃত কাজ দেখানো হইবে। এই চার্টের তথ্যাদি সংক্ষেপ করিলে সর্বমোট পদক্ষেপের পরিমাণ জানা যাইবে।

স্থানান্ত	○	৪ পদক্ষেপ বা স্তর
হাতের কাজ	★	৫ " "
বিলম্ব	△	২ " "
সর্বমোট পরিদর্শন	□	১২ " "

## ২. অপারেশন চার্ট (Operation Chart)

অপারেশন চার্ট অনেকটা প্রোসেস চার্টের মত হইলেও ইহাতেও কাজের সমস্ত প্রক্রিয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া সমস্ত প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ স্তর বা পর্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই স্তর বা পর্যায়কে আরো বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন অংশে দুই হাতের কাজ সমস্তরূপে দেখান হয়। অপারেশন চার্টেও প্রোসেস চার্টের মতো প্রতীক বা সংকেত গ্রহণ করা হইতে পারে, যদিও এই ক্ষেত্রে প্রতীক বা সংকেতগুলির ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্নরূপ হইবে। নিম্নে আমরা সংকেতগুলির ব্যাখ্যা দিতেছি।

সংকেত	সংকেতের অর্থ
○	হাতের গতিবিধি
★	হাতের আঙ্গুলের গতিবিধি হাত কমবেশী নিশ্চল
▼	হাত এবং আঙ্গুল উভয়ের সম্পূর্ণ নিশ্চলতা

অপারেশন চার্টের উপকারিতা প্রোসেস চার্টের অনুরূপ। অপারেশন চার্টের একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, অপারেশন চার্ট প্রস্তুত করিতে প্রোসেস চার্ট হইতে অনেক বেশি দক্ষতার প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে film analysis ছাড়া দুই হাতের গতিবিধিসমৃদ্ধ অপারেশন চার্ট প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য দুইজন পর্যবেক্ষককারী যদি স্বতন্ত্রভাবে দুইটি হাতের গতিবিধি নির্ধারণ করেন, তাহা হইলে এই অসুবিধা অনেকটা দূরীভূত করা সম্ভব হইতে পারে। অপর পন্থায় Irma H. Gross এবং Elizabeth W. Grandall-এর অনুসরণে আমরা একটি অপারেশন চার্ট বাংলায় অনুবাদ করিয়া দেখাইলাম।

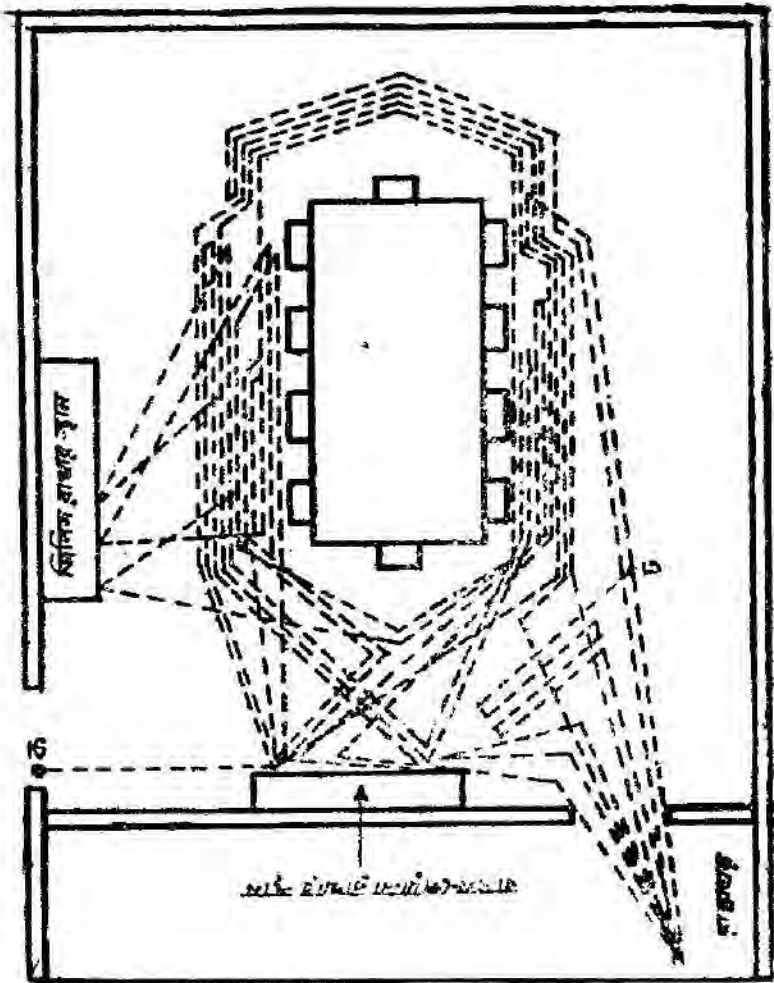
পদক্ষেপ	বাম হাত		ডান হাত	
	বিবরণ	প্রতীক	প্রতীক	বিবরণ
১	দুইখিন্দিগোলা আক হাতের পাতে লইয়া যান			হাতের পাতে গায়ে হাতের আবেশন
২	আক পাতে রাখেন			আক কাটা ছুরি হাতে নিখেলান আলহাত
৩	হাত আক হাতের পাতে ফিরাইয়া আসেন			
৪	হাতস্থায়ী আক নাড়াডাড়া করেন			হাতের পাতে ৩ পরে আকেক শিকে হাতের গতি
৫	আক পাতের উপরে উঠান			কাটার জন্য ছুরির আবেশন শিক করা
৬	কাটার জন্য আবহ প্রস্তুত			
৭	বাম হাতে আক ধরুন			আক কাটা

অপারেশন চার্টে শাক কাটা দেখানো হইয়াছে

প্রোসেস চার্টের অনুরূপ আরেকটি কৌশল হইল multi-man chart প্রস্তুত করা। যে সকল কর্মতৎপরতায় একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে কাজ করেন তাহাদের বিশ্লেষণে এমন কৌশল অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রোসেস চার্টের মতো একই প্রকার সংকেত এইক্ষেত্রেও গ্রহণ করা যায়।

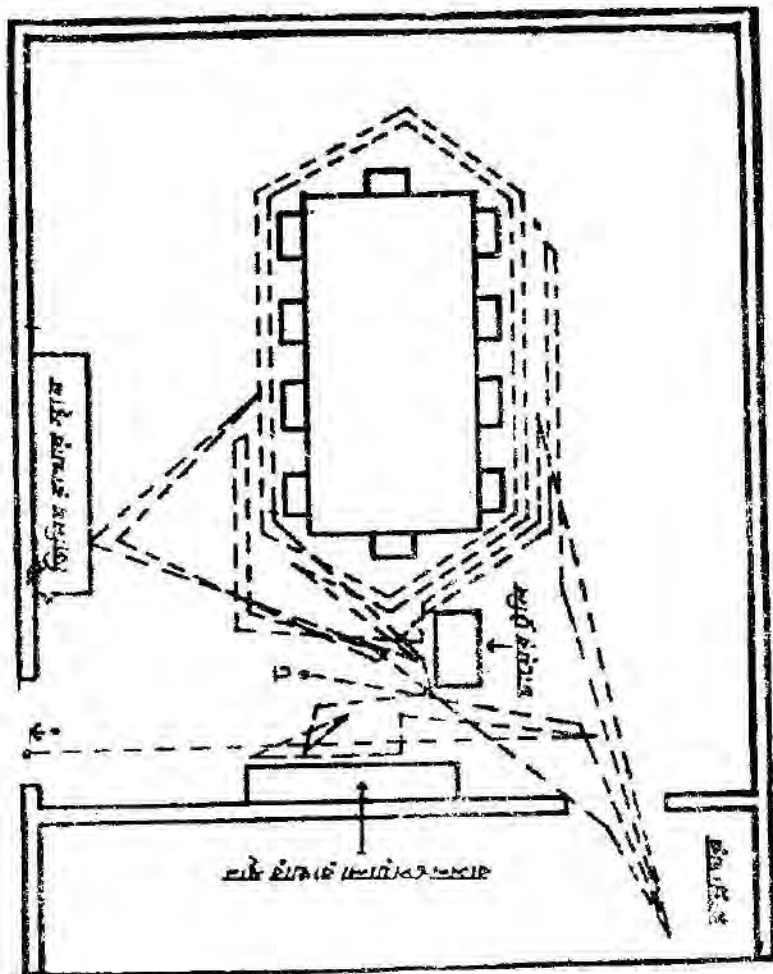
৩. পাথওয়ে চার্ট (Pathway chart)

পাথওয়ে চার্টে গৃহের মেঝের একটি আয়তন স্কেলের সাহায্যে (১" = ... দূরত্ব) কাগজে আঁকিয়া ড্রইং বোর্ডের উপর লাগানো হয়। গৃহিণী মেঝের যে স্থানে দিক পরিবর্তন করেন



পাথওয়ে চার্ট (মূল চার্ট)

কাগজের অনুরূপ সেই স্থানে পিন বসাইয়া তাহার পায়েচলা পথ সূতার সাহায্যে কাগজের উপর দেখানো হয়। এমন কৌশলের সাহায্যে গৃহিণীর কাজের একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কাজ সহজ করিবার জন্য গৃহিণীর কম পায়েচলা পথ দেখাইয়া সংশোধিত আরেকটি পাথওয়ে চার্ট প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইভাবে যে দুইটি চার্ট প্রস্তুত করা হয় উহাদের



পাথওয়ে চার্ট (সংশোধিত চার্ট)

তুলনা করিয়া গৃহিণী অথবা হাঁটাইটিতে সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করিতে পারেন। উপরে পাথওয়ে চার্টের মূল এবং সংশোধিত রূপ দেখান হইল।

### ৪. মাইক্রোমোশন ফিল্ম বিশ্লেষণ (Micromotion Film Analysis)

এই কৌশলটি যদিও অন্যান্য কৌশল হইতে অধিক কার্যকর এবং সঠিক তথাপি ইহা ব্যয়-সাপেক্ষ। মাইক্রোমোশন ফিল্ম বিশ্লেষণে কোনো একটি বিশেষ কাজের ছবি তুলিয়া রাখিয়া পরে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়। গতিবিধির সময় নির্ধারণ করার জন্য এমন বিশ্লেষণে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সচরাচর ব্যবহৃত 'Stopwatch' ব্যবহার করা যাইতে পারে। গৃহস্থালীর যে কোনো কাজের Micromotion Film Analysis করা যাইতে পারে।

### কাজ সহজ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায়

এই অধ্যায়ে এখন পর্যন্ত আমরা কাজ সহজ করার পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এখানে কাজ সহজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায়গুলির উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাইতে পারে।

সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কাজ সহজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায় গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদগণের মনোযোগ বহু পূর্ব হইতেই আকর্ষণ করিয়াছে। Marvin E. Mundel পাঁচ প্রকার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।<sup>৩</sup> এই পাঁচ প্রকার পরিবর্তন হইল :

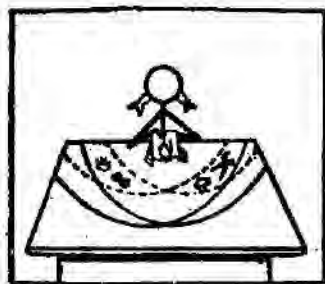
১. দেহের অবস্থান এবং গতির পরিবর্তন (Change in body position and motions) ;
২. কাজের স্থান এবং কাজের সাজসরঞ্জামে পরিবর্তন (Change in tools, working place and equipment) ;
৩. উৎপাদনের অনুক্রম বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবর্তন (Change in production sequence) ;
৪. উৎপাদিত দ্রব্য পরিবর্তন (Change in finished product);
৫. কাঁচা মালের পরিবর্তন (Change in raw-materials);

নিম্নে আমরা এই পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

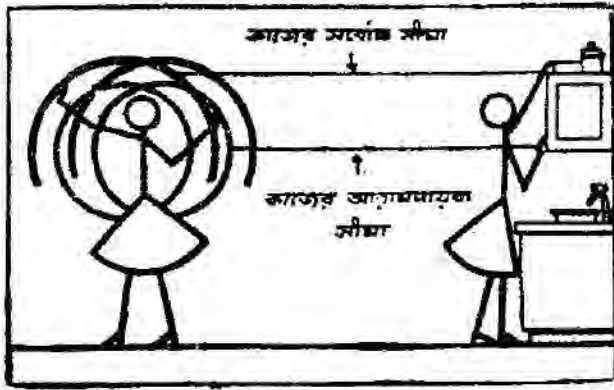
<sup>৩</sup> Marvin E. Mundel, *Systematic Motion and Time Study*, New York, Prentice-Hall, 1947, pp. 22-23.

### ১. দেহের অবস্থান এবং গতির পরিবর্তন

এই প্রসঙ্গে মূল বিষয়বস্তু হইল দেহের অবস্থান পরিবর্তনসমূহ হ্রাস এবং অধিকতর কার্যকর করা। দেহের অবস্থান পরিবর্তনের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া সময় ও শক্তি দুইই বাঁচানো যাইতে পারে। গৃহ পরিচালনার সময় কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে অহেতুক সময় ও শক্তির অপচয় বন্ধ করা যায়। একইভাবে কোনো কাজ করিবার পূর্বে উহা সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া লইলে সহজতম উপায়ে স্থলপ সময় এবং শক্তি ব্যয় করিয়া কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব। পাথওয়ে চাট এইক্ষেত্রে সহায়ক হইতে পারে। যে কোনো কাজ করিবার সময় সর্বোচ্চ এবং স্বাভাবিক কাজের পরিচয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কাজের পরিসর এমন হওয়া উচিত যাহাতে স্বাভাবিক পরিসরে কাজটি করা যায়। নিম্নে আমরা দুইটি চিত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ এবং স্বাভাবিক কাজের পরিসর দেখাইয়াছি।



কাজের সহজ সীমার মধ্যে জিনিসপত্র রাখা উচিত



### কাজে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত প্রসারণ ক্লান্তিদায়ক

চিত্র দুইটি হইতে বোঝা যায় যে, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম হাতের সহজ নাগালে থাকিলে ভাল হয়। একই সরঞ্জাম লইয়া ঘন ঘন কাজ করিতে হইলে একটি করিবার পর তাহা তুলিয়া না রাখিয়া হাতের নাগালেই ফেলিয়া রাখা ভাল। সব কাজেরই একটি ছন্দ (rhythm) থাকে। এই ছন্দ জানা থাকিলে কাজের একই তাল ও নয়ে অধিক কাজ করা যাইতে পারে। এমন ছন্দজ্ঞান যাহার আছে তাহাকে ঘন ঘন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ খাল-বাসন ধোয়ার সময় একই গতিতে, একই ছন্দে গৃহিণী যতটুকু কাজ করিতে পারিবেন ছন্দজ্ঞান না থাকিলে বারবার ধামিয়া তিনি ততটুকু কাজ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে মাধ্যমকর্ষণ শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়াও কাজ সহজে করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বটি-দার সাহায্যে শাক-সবজি কাটিবার সময় উপর হইতে নিচ দিকে গতি থাকিলে কাজ খুব সহজে করা যায়। কাজের চাপে ক্লান্তি আসিয়া পড়ে বলিয়া গৃহিণীকে বিভিন্ন অবস্থায় অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত। তিনি দাঁড়াইয়া বসিয়া বা ঝুঁকিয়া যেভাবেই থাকুন না কেন তাহাকে এমন অঙ্গভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত যাহাতে মাংসপেশী, হাঁটু এবং কনুই ইত্যাদি বিভিন্ন সংযুক্তির এলাকায় ন্যূনতম চাপ পড়ে। দেহের অবস্থান সঠিক করিয়া লইলে এমন অহেতুক চাপের ফলে উদ্ভূত ক্লান্তি এবং পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

## ২. কাজের স্থান এবং কাজের সাজসরঞ্জামে পরিবর্তন

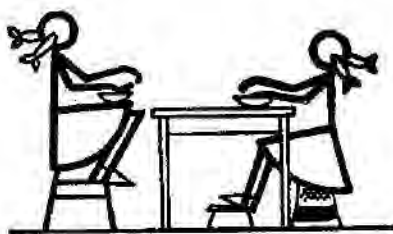
কাজের স্থান ও সাজসরঞ্জামে প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন করিয়া কাজ সহজ করিয়া তোলা যায়। প্রথমে কাজের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক কাজের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকে এবং সেই স্থানে কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিলে সময় ও শক্তির অহেতুক অপচয়ের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, বাড়িতে খাইবার ঘর থাকিলে রান্নাঘর হইতে খাইবার ঘরে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিতে যে সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয় অন্য কোনো কক্ষে খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে উহার চাইতেও অধিক সময় ও শক্তি লাগিবে। কাজের স্থান সম্পর্কে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রশান্ততা এবং



উচ্চতা সঠিক হয়। উদাহরণস্বরূপ, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিতে সুবিধার জন্য জিনিসপত্র এমনভাবে রাখা উচিত যাহাতে তাহা হাতের নাগালে পাইতে অসুবিধা না ঘটে। বসিবার চেয়ার, টেবিল, টুল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উচ্চতার হইলে কাজ সহজেই করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া যে স্থানে কাজ করা হইবে সেই স্থানটিতে যাহাতে উপযুক্ত আলো থাকে উহার



প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। গৃহিণী দিনের অনেকটা সময় রান্নাঘরে অতিবাহিত করেন বলিয়া রান্নাঘরের পরিবেশ সম্পর্কে তাকে সবিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। নিম্নে কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে কাজ করিবার সুষ্ঠু পরিবেশ দেখান হইল।



মন্দ অবস্থান

ভাল অবস্থান

পাত্র উঠাইবারকালে অবস্থান

ছবিগুলি হইতে কাজ সহজ করিবার জন্য সাজসরঞ্জামে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনেরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, রান্নাঘরের সাজসরঞ্জামের কথা ধরিলে, গৃহিণীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে রান্নাবান্নার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামগুলি যেন তাহার হাতের কাছে থাকে। হাঁড়ি-পাতিল যে স্থানে রাখা হয়, সেই স্থানে খালা-বাসন ইত্যাদি রাখার প্রয়োজন নাই, কেননা রান্নাবান্নার সময় হাঁড়ি-পাতিল এবং রান্নাবান্নার পরে খালাবাসনের প্রয়োজন দেখা দেয়। একইভাবে গৃহিণীকে যদি কাপড় ইস্ত্রি করিতে হয় তাহা হইলে তাকে একটি ভাল ইস্ত্রির সাহায্যে উপযুক্ত উচ্চতায় ইস্ত্রি করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন সময় বাঁচিবে, অন্যদিকে তেমনি অযথা শক্তি অপচয় করিয়া গৃহিণীকে ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিতে হইবে না। সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিবার সময় পরিবারের আর্থিক

সাধ্যানুসারে সর্বাপেক্ষা ভাল এবং কার্যকরি সাঙ্গসরঞ্জাম ক্রয় করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, টোস্ট করিবার জন্য পরিবার যদি ইলেকট্রিক টোস্টার ক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে রুটি সৈঁকার জন্য 'তাওয়া' ক্রয় করিবার কোনো মানেই হয় না; একইভাবে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিবার সামর্থ থাকিলে কয়লার ইস্ত্রি ব্যবহার করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় নিবৃদ্ধিতার পরিচায়ক। রান্নাঘরের সাঙ্গসরঞ্জাম এবং উহাদের অবস্থান পরিবর্তন করিয়া কিভাবে সময় ও শক্তি বাঁচান যাইতে পারে ইহা লইয়া বিদেশে অনেক গবেষণা হইয়াছে। আমাদের দেশে এমন কোনো গবেষণা এখনো করা হয় নাই।

সাজসরঞ্জাম এবং কাজের পরিবেশে উন্নতিসাধন করিতে হইলে গৃহিণীকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি অনুধাবন করা উচিত।

১. কাজের মূল সাঙ্গসরঞ্জামগুলির অবস্থান কি সঠিক?
২. কাজ করিবার স্থানের উচ্চতা এবং প্রশস্ততা কি সন্তোষজনক?
৩. কাজ করিবার সময় ব্যবহৃত চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি কি আরামদায়ক?
৪. যে সাঙ্গসরঞ্জাম ক্রয় করা হইয়াছে সেইগুলি কি সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক?
৫. ছোট সাঙ্গসরঞ্জাম এবং খাওয়া-দাওয়া কি এমন স্থানে রক্ষিত যেখানে তাহাদের সচারচর ব্যবহার হয় এবং সচারচর হাতের নাগালে থাকে?

এই প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়া অনুধাবন করিলেই গৃহিণী তাহার কাজের পরিবেশ এবং কাজের সাঙ্গসরঞ্জামে সংশোধনীয় দোষ-ত্রুটি ধরিতে পারিবেন। ইহাতে কাজ সহজ করিয়া তোলা সম্ভব হইবে।

### ৩. অহেতুক কাজকর্ম ও চলাফেরা বন্ধ করিবার জন্য উৎপাদনের অনুক্রমে পরিবর্তন

যে কোনো জিনিস প্রস্তুত বা উৎপাদন করিবার একটি পদ্ধতি বা প্রণালী থাকে। সেই পদ্ধতি বা প্রণালীর অনুক্রমে পরিবর্তন সাধন করিয়াও কাজ সহজ করিয়া তোলা যাইতে পারে। অহেতুক অনেক কাজ এবং হাঁটাইটি এইভাবে বন্ধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বাড়ি পরিষ্কার করিবার সময় বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর স্বতন্ত্রভাবে ধোয়া-মেছা না করিয়া প্রথমে সমস্ত বাড়িটি ঝাড়ু দিয়া পরে ধুইয়া লইলে কাজ কম হইবে। একইভাবে শাক-সবজি বা তরিতরকারি কাটিবার সময় রান্নার পাত্রটি নিচে রাখিলে শাক কাটিয়া একবার পাতে রাখিয়া পরে অন্য পাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন করে না। স্বভাবতই এমন কাজে সময় ও শক্তি কম লাগে। গৃহিণী ভাত চড়াইয়া দিয়া ভাত হইবার পূর্বে হাতের আরো বেশ কয়েকটি কাজ সারিয়া লইতে পারেন। আমাদের দেশে গৃহিণীরা এই সকল বিষয় যে জানেন না এমন নহে। তাহারা কেবল বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন নহে। সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে গৃহিণী বিভিন্ন কাজের সঠিক অনুক্রম আবিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। অনুক্রমে অহেতুক কাজ বাদ দিয়া কিংবা অনুক্রমের রদ-বদল করিয়া গৃহিণী সময় ও শক্তি বাঁচাইতে পারেন।

### ৪. উৎপাদিত দ্রব্যে পরিবর্তন

উৎপাদিত দ্রব্যে পরিবর্তন সাধন করিয়াও সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক গৃহিণী পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য ইস্ত্রি করা টেবিলকুথের পরিবর্তে ন্যাট ব্যবহার করেন। অনেকে আবার খাদ্য প্রস্তুতকার্য সংক্ষেপ করিয়া সময় ও শক্তি বঁচাইতে পারেন। এইক্ষেত্রে গৃহিণী বাজার হইতে রুটি কিনিবার সময় কাটারুটি কিনিয়া কটার পরিশ্রম এড়াইতে পারেন। উৎপাদিত দ্রব্যে পরিবর্তন সাধন করিয়া কাজ সংক্ষেপ করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত জিনিসে কিছুটা রদবদল হয়। যেমন কেক ও প্যাস্টি তৈয়ারি করিতে এক সময় না লাগিলেও কেক ও প্যাস্টির স্বাদ এক নহে। চতুর গৃহিণী ব্যবহারিক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া উৎপাদিত দ্রব্যে এমনভাবে পরিবর্তন সাধন করেন যাহাতে সময় ও শক্তির অধিক ব্যবহারে তিনি সহজে ক্লান্তিভারাক্রান্ত না হইয়া পড়েন।

### ৫. কাঁচামালে বা উৎপাদনের বিভিন্ন সামগ্রীতে পরিবর্তন

যান্ত্রিক সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজকর্ম সহজ ও সংক্ষেপ করিয়া তুলিবার জন্য আজকাল অনেক নতুন জিনিস এবং উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বাজারে সহজে প্রাপ্য এমন সব জিনিস ব্যবহার করিয়া গৃহিণী সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আজকাল অনেক বাড়িতেই আমরা কাগজের তোয়ালে, ন্যাপকিন ইত্যাদি দেখিতে পাই। এইসব জিনিস একবার ব্যবহার করিয়াই ফেলিয়া দেওয়া যায়, ফলে ধোয়া-মোছার জন্য সময় ও শক্তি খরচ করিতে হয় না। ধোয়া, ইস্ত্রি করা ইত্যাদির ঝামেলা এড়াইবার জন্যই আজকাল অনেকে নাইলন, ডেকরন ইত্যাদি কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। পর্দা এবং দরবানের জন্য আজকাল এমন সব দ্রব্য ব্যবহার করা হইতেছে যেইগুলি দৈনন্দিন পরিষ্কার করিতে হয় না।

কাজ সহজ করিয়া তুলিবার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা উপরে আলোচনা করিয়াছি। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, কাজ সহজ করিবার উপায়সমূহ বর্ণনায় আমরা দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার ভূমিকা আলোচনা করি নাই। নিঃসন্দেহে গৃহিণীর দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা তাহাকে গৃহ পরিচালনায় সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে সাহায্য করে। কাজ করিবার সর্বোত্তম পন্থাটি অভিজ্ঞতার সাহায্যে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া অভিজ্ঞ গৃহিণী অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন। আলোচ্য অধ্যায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা না করা হইলেও কাজ সহজ করিবার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনায় এমন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভূমিকা বিস্তারিত কর হইতে পারে।

## পঞ্চম অধ্যায়

# সিদ্ধান্ত গ্রহণ

### (DECISION MAKING)

সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানবজীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বড় কিংবা ছোট হোকই হউন মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অপেক্ষকৃত অধিক বা অল্প প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। সিদ্ধান্ত যে কেবল গৃহকত্রীকেই গ্রহণ করিতে হয় তাহা নহে, প্রশাসক শিক্ষক, ছাত্র সকলকেই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিল মানসিক প্রক্রিয়া বলিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হইতে হইলে মানবহৃদয় এবং ইহার বুদ্ধি-জ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কেও আমাদের ধারণা থাকা উচিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে পূর্বে বিশেষ কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় নাই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রগতি বস্তুত আধুনিক প্রচেষ্টারই ফল

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিব আমাদের আলোচনায় মূলত পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাহাকে বলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর বা পর্যায় কি কি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে ইত্যাদি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইতে পারে।

পরিবার পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সময়ে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তসমূহ স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী হইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে সাধারণত স্বল্পমেয়াদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ পরিবারের খাদ্য-তালিকা একদিন কেমন হইবে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তগ্রহণ পরিবারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহের উপর নির্ভর করে। লক্ষ্যসমূহ অপরিবর্তনীয় না হইলেও সাধারণত তাহাদের ধ্রুবক হিসাব ধরিয়াই দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণও অন্যকথায় আরেক প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে মূল্যবোধের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। মূল্যবোধ (values) লক্ষ্যসমূহ (goals) এবং মান (standards) একে অপরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে ইহার কাজ করে। মূল্যবোধ হইতেই লক্ষ্যসমূহের উৎপত্তি হয়

একইভাবে, মানুষের উৎপত্তিও মূল্যবোধে নিহিত যদিও সব সময় মূল্যবোধ ও মানের সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ নহে। লক্ষ্য এবং মানসমূহের মূল মূল্যবোধে নিহিত, বলিয়া এক কথায় আমরা মূল্যবোধকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতিউৎপাদক শক্তি (motivating force) বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। যে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে তাই ব্যক্তি বা পরিবারের চালনাকারীর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কথা হইল একাধিক কার্যক্রম বা বস্তু হইতে একটি বিশেষ কার্যক্রম বা বস্তু বাছাই বা পছন্দ করা। গার্ডিন্স অর্থনীতিবিদ ইরমা এইচ.গ্রস (Irma H. Gross) এবং এলিজাবেথ ওয়ালবার্ট ক্র্যান্ডাল (Elizabeth Walbert Crandall) সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।<sup>১</sup>

"The making of a decision, or choice-making is the selecting of one action from a number of courses of action or the choosing of no action."

গৃহ পরিচালনার প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বহিয়াছে। পরিবারের মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গৃহীত সিদ্ধান্ত এক বা একাধিক হইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পর সংযুক্ত (interrelated)। গৃহ পরিচালনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া অনেকে তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে পরিচালনার ভিত্তি বলিয়া আখ্যায়িত করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না (Decision making is the heart crux of management)। অন্যভাবে দেখিতে গেলে, গৃহীত কোনো একটি সিদ্ধান্ত গৃহ-পরিচালনার সব ক্ষেত্র একক বা unit। অন্য কথায় গৃহ পরিচালনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমষ্টিগত অবিচ্ছিন্ন রূপ।

সকল প্রকার নির্বাচন বা বাছাই করাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা উচিত নহে। অনেক ক্ষেত্রে আপত্তদৃষ্টিতে মনে হয় যে, একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিভাবকের দ্বারা অনেক নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, টাইপ পরিবার সময়ে একটি বিশেষ অক্ষর লিখিবার কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি। কাগজে টাইপ-রাইটারের সাহায্যে কোনো একটি অক্ষর তুলিতে হইলে দুই হাতের দশটি আঙ্গুলের যে কোনো একটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অভিভাবকের দ্বারা তন্ত্রিত হইয়া একটি বিশেষ আঙ্গুলই টাইপ-রাইটারের 'কী-বোর্ডের' ঈষ্পিত অক্ষরটির উপর পড়ে। এমন ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে মনে হইলেও আসলে সচেতনভাবে কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয় নাই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলিতে আমাদের সচেতন

<sup>১</sup> Irma H. Gross এবং Elizabeth Walbert Crandall লিখিত Management for Modern Families পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। পৃ. ৬৩।

কাজে যোগ্যতা, জ্ঞান, দক্ষতা, উদ্ভাবন, ইত্যাদি।

১. সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা (Defining the problem to be decided)

২. বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান (Seeking alternative solutions)

৩. বিকল্প সমাধানগুলিকে সম্মুখে রাখা (Thinking through alternatives)

৪. একটি সমাধান নির্বাচন (Selecting an alternative)

৫. গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ (Accepting responsibility for the decision)

১. সমস্যার সংজ্ঞা (Defining the problem to be decided)

২. বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান (Seeking alternative solutions)

৩. বিকল্প সমাধানগুলিকে সম্মুখে রাখা (Thinking through alternatives)

৪. একটি সমাধান নির্বাচন (Selecting an alternative)

৫. গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ (Accepting responsibility for the decision)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় (Step in Decision Making)

১. সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা (Defining the problem to be decided)

২. বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান (Seeking alternative solutions)

৩. বিকল্প সমাধানগুলিকে সম্মুখে রাখা (Thinking through alternatives)

৪. একটি সমাধান নির্বাচন (Selecting an alternative)

৫. গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ (Accepting responsibility for the decision)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় (Step in Decision Making)

১. সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা (Defining the problem to be decided)

২. বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান (Seeking alternative solutions)

৩. বিকল্প সমাধানগুলিকে সম্মুখে রাখা (Thinking through alternatives)

৪. একটি সমাধান নির্বাচন (Selecting an alternative)

৫. গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ (Accepting responsibility for the decision)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় (Step in Decision Making)

১. সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা (Defining the problem to be decided)

২. বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান (Seeking alternative solutions)

৩. বিকল্প সমাধানগুলিকে সম্মুখে রাখা (Thinking through alternatives)

৪. একটি সমাধান নির্বাচন (Selecting an alternative)

৫. গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ (Accepting responsibility for the decision)

কঠিন সমস্যার, উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের বড় মেয়েটির ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে। বাবা চাহিতেছেন, মেয়েটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রহণ করুক। অন্যদিকে মায়ের আকর্ষণ, বাংলা ভাষা অধ্যয়নের প্রতি। মেয়েটি নিজে কি পড়িবে, তাহা সঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই ক্ষেত্রে সমস্যাটি বেশ জটিল। মেয়েটির ভবিষ্যৎ শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে বাংলা এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতির তুলনামূলক গুণাগুণ, চাকুরীর ক্ষেত্রে এই বিষয় দুইটির সম্ভাবনা, বিহীন দুইটি অধ্যয়নের তুলনামূলক খরচ, মেয়েটির ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ইত্যাদি অনেক বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে, পূর্বে বর্ণিত সমস্যাটি হইতে এখনকার এই সমস্যাটি নিঃসন্দেহে অধিকতর কঠিন এবং জটিল। ফলে সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধিও অপেক্ষাকৃতভাবে অধিকতর দুষ্কর।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী সোপান হইল বিভিন্ন বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান (seeking alternative solutions)। যে কোনো সমস্যা সমাধানের অনেক বিকল্প সমাধান থাকিতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বিতীয় স্তরে তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সকল সম্ভাব্য বিকল্প সম্পর্কে জানা উচিত। খিওরির দিক হইতে এমন জ্ঞান অর্জন সম্ভব হইলেও বাস্তবে ইহা কার্যকর নহে। ইহার কারণ, মানুষের সময় এবং অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। তাহা ছাড়া জ্ঞানের পরিসরও বিকল্প অনুসন্धानে সীমারেখা (limit) নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে অবশ্য বিকল্প সমাধানের অনুসন্ধান পর্যাপ্তভাবে করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, গৃহকর্তা বাজারে শাড়ি কিনিতে গেলে তাহার সময় এবং অভিজ্ঞতা খটাইয়া ইচ্ছানুযায়ী শাড়ি ক্রয় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারেন। শাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি যত সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য ব্লাউজের কাপড় কিনিতে তিনি ততটা সাবধান এবং খুঁত-খুঁতে হইবেন না। উহার কারণ, ঘরোয়া ব্লাউজের কাপড়ের তুলনায় শাড়ি অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘস্থায়ী এবং মূল্যবান। বিকল্প সমাধানের যথাসম্ভব অনুসন্ধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলদায়ক হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক বিকল্পের অনুসন্ধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে হতবুদ্ধি করিয়া দিতে পারে। অসংখ্য বিকল্প থাকিলে সেইগুলির মধ্য হইতে সমাধান বাহির করা বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়িতে পারে।

বিকল্প সমাধানসমূহ সম্পর্কে চিন্তা (thinking through alternatives) সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৃতীয় স্তর বা পর্যায়। এই ক্ষেত্রে বিকল্প সমাধানসমূহের ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কোন বিকল্প গ্রহণ করিলে কি ফল পাওয়া যাইবে তাহা বুঝিবার মত দূরদর্শিতা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর থাকা উচিত। বাস্তবে অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, ভবিষ্যতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে যাহার ফলে নির্ধারিত এবং পরিকল্পিত ফল লাভ সম্ভব নাও হইতে পারে। অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় কোনো বিকল্পের ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন নির্ধারিত মূল্যায়ন হইতে

অনেকটা পৃথক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। আরেকটি বিষয় এই স্তরে একটি সীমাবদ্ধতক  
আরোপ করিতে পারে। ইহা হইল সময়। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নই যে,  
বিভিন্ন বিকল্প অনুসন্ধান এবং উহাদের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হইতে হইলে যথেষ্ট  
সময়ের প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের চতুর্থ স্তর বা পর্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে বিভিন্ন বিকল্প  
সমাধানসমূহের মধ্য হইতে একটি বাছিয়া লইতে হইবে (selecting an alternatives  
সিদ্ধান্তগ্রহণের তৃতীয় স্তর একটু অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইবে যে বিভিন্ন বিকল্প  
সমাধানসমূহ এবং উহাদের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত হওয়া সম্ভব  
হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চতুর্থ সোপানের কোনো প্রয়োজনই থাকিত না বিকল্প  
সমাধানগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণের চতুর্থ স্তরে  
সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে একটি সমাধান বাছিয়া লইতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দৈবক্রমে মন এক  
বা একাধিক সমাধানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এমন আকৃষ্ট হওয়া পারিপার্শ্বিক  
অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বাজারে শাড়ি কিনিতে গেল হলে  
এমন হইতে পারে যে, বাজারের সাজানোর অবস্থা হইতে লাল বা হলুদ শাড়ি অধিকতর  
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বভাবতই পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ  
দৃষ্টি লাল বা হলুদ রঙের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়াও নির্ভর  
গ্রহণকারীর বয়স, চাহিদা, আয় ইত্যাদির উপরও বিকল্প সমাধান গ্রহণ অনেকদূর নির্ভর  
করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বশেষ সোপান হইল গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ  
(Accepting responsibility for the decision)। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে তহর গৃহীত  
সিদ্ধান্তের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কেহ গ্রহণ না করিলে পূর্ব  
বর্ণিত স্তরসমূহের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দায়িত্বহীনতার অভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত  
কার্যকর করা নাও যাইতে পারে। যিনি বা যাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তিনি বা তহর  
সিদ্ধান্তের ফলাফলের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই শেষ  
পর্যায় বা স্তরকে অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না বা ইহার গুরুত্ব খাতিয়ে করিবার চেষ্টা  
করেন। কিন্তু বাজেট প্রণয়নে বাজেটের মূল্যায়ন যেমন প্রয়োজনীয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ গৃহীত  
সিদ্ধান্তের দায়িত্বও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

কি কি বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবান্বিত করে  
(Factors that affect Decision-making)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি সিদ্ধান্ত গ্রহণ  
একটি দীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন বিষয়—সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবান্বিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ  
এমন তিনটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিব :



- ক. সিদ্ধান্তের চিরস্থায়ী প্রকৃতি (Self perpetuating nature of decisions) ;  
 খ. সিদ্ধান্তের পরস্পরের সম্পর্ক (Interrelatedness of decisions) ;  
 গ. সময় সম্পর্কিত পশ্চাৎ এবং সম্মুখদৃষ্টি (Time perspectives) ।

সিদ্ধান্তের চিরস্থায়ী প্রকৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবান্বিত করে। অনেক সময় একই প্রবণতা বা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পুরাতন সিদ্ধান্তসমূহের অনেকাংশে পুনরাবৃত্তি করিয়া বসেন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একজন ভদ্রলোক যদি নৃত্যপ্রিয় হন, তাহা হইলে নৃত্যানুষ্ঠানের কথা শুনিলেই তাহার সেই নৃত্যানুষ্ঠানে যাইবার ইচ্ছা বা প্রবণতা থাকিবে। এই ক্ষেত্রে তাহার পুরাতন সিদ্ধান্ত তাহার নতুন সিদ্ধান্তের গতিধারা বা প্রকৃতি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতেছে। পুরাতন সিদ্ধান্তসমূহ ঘন ঘন পরিবর্তন করা কষ্ট এবং ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ স্বভাবতই একই প্রকারের হইতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত প্রথমে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পরে একই প্রকৃতির আরো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুসামঞ্জস্য সীমাবদ্ধ নয় বলিয়া একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একটি পূর্ত বা সঙ্গত কর্মধারায় আবদ্ধ হইয়া পড়েন (committed to a consistent line of action)। ফলে পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহের প্রকৃতি এই কর্মধারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। একটি উদাহরণের সাহায্যে সিদ্ধান্তসমূহের এই চিরস্থায়ী প্রকৃতি সুন্দরভাবে বোঝান যায়। মনে করা হউক, গৃহিণী একটি বিশেষ স্টাইল অনুসরণ করিয়া তাহার বসিবার ঘর আসবাবে সজ্জিত করিতে চাইতেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি যদি অপেক্ষাকৃত গোলাকার আকৃতির এবং হালকা নীল রঙের সোফা ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাকে পরে একই আকৃতির এবং একই বর্ণের টেবিলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে বিশেষ স্টাইল বা ধারাটি বজায় থাকিবে না। স্পষ্টত গৃহিণীর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত তাহার পরবর্তী সিদ্ধান্তের পরিসর ঋাটো করিয়া তুলিতেছে। এমনকি সোফা ক্রয় করিবার সময় তাহারা সিদ্ধান্ত পূর্বকালীন অন্য কোনো সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। যেমন প্রথমে তিনি কামরার জন্য হালকা সবুজ ডিস্টেম্পারের সিদ্ধান্ত লইয়া থাকিলে পরে হালকা-নীল সোফা ক্রয় তাহার পক্ষে স্বভাবতই বেমানান হইবে।

সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশ পরের ক্ষেত্রে একে অপরের সহিত জড়িত বলিয়া একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর এই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। পরের সিদ্ধান্ত কতটুকু পূর্বের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হইবে তাহা পূর্বের সিদ্ধান্তের আকার এবং প্রকারের উপর নির্ভর করে। প্রথম সিদ্ধান্ত যত বড় হইবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত তত বেশি প্রথম সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম স্তর বা পর্যায়ে আলোচিত পরিবারের বড় মেয়েটির সমস্যার কথা আবার উল্লেখ করিতে পারি। এই ক্ষেত্রে মেয়েটি যদি গার্হস্থ্য অর্থনীতি অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করে, তবে পরে জীবিকা অনুসন্ধান তাহাকে

গার্হস্থ্য অর্থনীতি সম্পর্কীয় কোনো জীবিকা সন্ধানে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে। অনুসন্ধান অনেক সিদ্ধান্তও গার্হস্থ্য অর্থনীতি অধ্যয়নের প্রথম সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

সময় সম্পর্কিত পশ্চাৎ এবং সম্মুখদৃষ্টিও (time perspectives) সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃতি, সামাজিক শ্রেণিভেদ, ব্যক্তিবিশেষ এবং তাহাদের বয়সের উপর নির্ভর করে। অতীতপ্রিয় সংস্কৃতির লোকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্বের সিদ্ধান্তের দ্বারা যতটা পরিচালিত হইবেন বর্তমানমুখী প্রগতিবাদী সংস্কৃতির বহুকাল ততটা হইবেন না। একইভাবে শ্রেণিভেদের জন্য সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের সম্মুখ এবং পশ্চাদিকে তাকাইবার যতটুকু সুযোগ রহিয়াছে, সমাজের নিম্নস্তরের দিনমজুরদের ততটুকু নাই। ব্যক্তিবিশেষেও সময় সম্পর্কিত পশ্চাৎ এবং সম্মুখদৃষ্টির তারতম্য ঘটে। অনেকে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করিতে ভালবাসেন। তাহাদের গৃহীত সিদ্ধান্তে অতীত সিদ্ধান্তের যতটুকু ছাপ থাকে অন্য অনেকের সিদ্ধান্তে তেমন থাকে না। ব্যক্তিবিশেষ বয়সের তারতম্যেও এই সময়দর্শিতার তারতম্য ঘটে। একজন বয়স্ক অভিজ্ঞ সিদ্ধান্তকারী সময়কে যতটুকু যাচাই করিতে পারেন, কম বয়স্ক একজনের নিকট হইতে স্বতন্ত্রই তাহা আশা করা যায় না।

**ব্যক্তিগত বনাম দলীয় সিদ্ধান্ত : পারিবারিক সিদ্ধান্ত**

**(Individual versus Group decision : Family decision)**

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিল প্রক্রিয়াটি এতক্ষণ আমরা ব্যক্তির স্তরে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে একজন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ মূলত একক ব্যাপার অর্থাৎ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ব্যক্তিবিশেষই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তথাপি দলীয় সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করা যাঁহাতে পরে এমন দলীয় সিদ্ধান্তে দলের সদস্য বা সদস্যাবৃন্দ অল্প-বিস্তর অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। চূড়ান্তভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত দলের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকায় তাহাব সক্রিয়ভাবেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং তদসম্পর্কিত নীতিসমূহ ক্রমে প্রাধান্য লাভ করায় এমন দলীয় সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি বিশেষ রূপ বল হইতে পারে। অন্য দলীয় সিদ্ধান্তের মত পারিবারিক সিদ্ধান্তেও পরিবারের বিভিন্ন সদস্য সদস্যগণ কার্যকরি ভূমিকা অবলম্বন করেন। এমন দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হইতে অধিকতর জটিল। J. N. Morgan

২ J. N. Morgan লিখিত "Household Decision Making" প্রবন্ধ হইতে আলোচিত প্রবন্ধ। N. N. Foote সম্পাদিত Household Decision Making Consumer Beh... Volume IV পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। New York, New York University Press.

দলীয় সিদ্ধান্তকে দুইটি বিশেষ পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার যতে, দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে দলের একজন সদস্য তাহার নিজস্ব চাহিদা, প্রয়োজন, জ্ঞান ইত্যাদির আলোকে একটি সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে দলের অন্যান্য সদস্যদের সহিত তাহার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাহার সিদ্ধান্ত রদ-বদল করিবার কথা চিন্তা করেন।

দলীয় এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের তুলনামূলক গুণাগুণ সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে। অনেকের মতে দলীয় সিদ্ধান্ত দলের নেতা বা নেত্রীর সিদ্ধান্তেরই মোটামুটি প্রতিফলন। তাহাদের মতে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যত সহজে গ্রহণ করা যায়, দলীয় সিদ্ধান্ত তত সহজে গ্রহণ করা যায় না। তাহা ছাড়া দলীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ দলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উৎকর্ষ অপেক্ষা কম।

অপরপক্ষে দলীয় সিদ্ধান্তের সমর্থকরা দাবি করেন যে, দলীয় সিদ্ধান্ত অধিকতর কার্যকর। দলীয় সিদ্ধান্তে দলের সদস্যসংখ্যা একের বেশি হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বিতীয় পর্যায়ে বা স্তরে অনেক বেশি বিকল্প সমাধান সহজেই পাওয়া যায়। তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিকল্প সমাধান বিবেচনা করিবার সময় অপ্রয়োজনীয় অহেতুক অনেক কার্যক্রম সহজেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে। দলীয় সিদ্ধান্ত একটি দল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় দলের সদস্য-সদস্যরা তাহার প্রতি অধিকতর অনুগত থাকে। ফলে এমন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সম্ভাবনা সর্বাধিক।

উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কেই অনেক সারবস্তু রহিয়াছে। দলীয় সিদ্ধান্ত বলিয়া কোনো জিনিস নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে। বাস্তব জগতে ব্যক্তিগত এবং দলীয় সিদ্ধান্ত উভয়ই বিদ্যমান।

দলীয় সিদ্ধান্তে দলের সকল সদস্য একমত হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু সব সময় সব ক্ষেত্রে যে এমন হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বরং আমরা দেখিতে পাই যে, দলের বিভিন্ন সদস্য-সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। বহুপূর্বে ১৯২৪ সালে M. P. Follet তাঁহার পুস্তক *Creative Experience*-এর মতানৈক্যে চারিটি স্তর দেখাইয়াছেন।<sup>৩</sup>

- ক. মতবিরোধ এবং পরিশেষে এক পক্ষের জয়। ইহার ফলে এক পক্ষের প্রাধান্য অপর পক্ষের উপর স্থাপিত হয় ;
- খ. এক পক্ষের স্বেচ্ছাসমর্পণ (voluntary submission of one side) ;
- গ. আপোষ-নীমাংসো (Compromise) ;
- ঘ. একত্রীকরণ (Integration) :

<sup>৩</sup> M. P. Follet *Creative Experience* : (New York : Longmans, 1924.)

গার্হস্থ্য-অর্থনীতিবিদ Irma H. Gross এবং Elizabeth Walbert Cranda এই চারিটি স্তরের সঙ্গে আরো দুইটি স্তর যোগ করিয়াছেন। সেইগুলি হইল :

ঙ. পরিবর্তন (Conversion)। এই পরিবর্তন সেচ্ছাসমর্পণ, আপোষ-মীমাংসা বা প্রাধান্য (Dominance)-এর যে কোনো একটির ফল হইতে পারে।

চ. বিভেদসমূহ স্বীকার (Acceptance of differences)।

এইক্ষেত্রে একত্রীকরণ বা একক কার্যক্রম প্রয়োজনীয় বা সম্ভবপর নাও হইতে পারে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলীয় মতবিরোধের ফলে উদ্ভূত এই ছয়টি স্তর সম্পর্কে অল্পব সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। দলের সদস্যসংখ্যা ন্যূনপক্ষে দুই হইতে হইবে। দুই দল করা হউক ক ও খ এমন একটি দলের দুইজন সদস্য।

ক ও খ-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ক বা খ-এর একজন মতবিরোধের ক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারে। অথবা ক ও খ-এর নিকট কিংবা খ ও ক-এর নিকট সেচ্ছায় হস্তসমর্পণ করিতে পারে। নিম্নের নক্সার<sup>৪</sup> সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝানো যায় :

মতবিরোধের সময়	কার্যক্রমের ধারা		কার্যক্রম সম্পর্কে অনুভূতি		
	ক	খ	ক	খ	
মতবিরোধের পরে					
ক বিজয়ী হইলে	কখ ←		ক	খ	
খ বিজয়ী হইলে		→ কখ		ক	খ

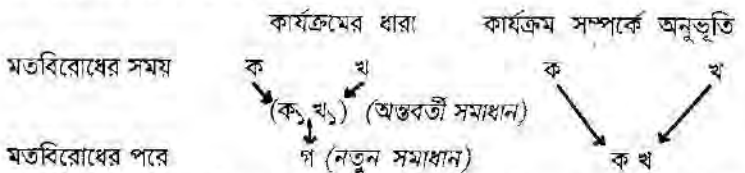
আপোষ-মীমাংসায় (compromise) ক ও খ উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও সেচ্ছায় উভয়ে কিছুটা ত্যাগস্বীকার করিয়া একটি আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হয়। অর্থাৎ আপোষ-মীমাংসা হইয়াছে বলিয়াই যে উভয়ের মতবিরোধ একেবারে দূরীভূত হইয়াছে বা উভয়ের মধ্যে মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে মতৈক্য স্থাপিত হইয়াছে এমন কথা ভাবিবের কারণ নাই। মতবিরোধের এই আপোষমীমাংসা নক্সায় নিম্নরূপ দেখানো হইতে পারে :

<sup>৪</sup> এই নক্সাটি এবং পরের নক্সাগুলি Irma H. Gross এবং Elizabeth Walbert Cranda এর *Management For Modern Families* পুস্তকের হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

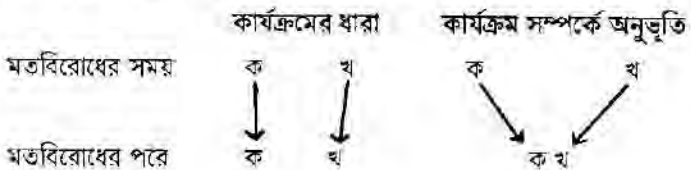
	কার্যক্রমের ধারা		কার্যক্রম সম্পর্কে অনুভূতি	
মতবিরোধের সময়	ক	খ	ক	খ
মতবিরোধের পরে	→ক খ←		ক	খ

আপোষ-মীমাংসায় সিদ্ধান্ত যে চূড়ান্ত হইবে এমন কথা বলা যায় না। সিদ্ধান্ত কতদূর সাফল্যমণ্ডিত এবং সার্থক হইবে তাহা সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা, সমস্যার গুরুত্ব, ক ও খ-এর শক্তি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। আপাতদৃষ্টিতে আপোষ-মীমাংসা হইলেও পরে ক ও খ-এর মধ্যে আবার মতবিরোধের ফলে অন্যান্য সমস্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

Integration বা একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় উভয়পক্ষ ক ও খ প্রথমে একটি নতুন সমাধানে উপনীত হইতে ক ও খ-কে মূল সমস্যার উপর একমত হইতে হইবে। নতুন সমাধান হইতে অন্যান্য অনেক বিভেদ দূর করিয়া ক ও খ চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছাবে। এ ক্ষেত্রে ক ও খ-এর মধ্যে সিদ্ধান্ত শেষে অনেক বিষয়ে মতবিরোধ থাকিতে পারে। নিম্নে নব্বার সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হইল :



বিভেদসমূহ স্বীকার করিয়াও মতবিরোধ দূর করা যায়। এই ক্ষেত্রে অবশ্য মতবিরোধ মতৈক্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। নব্বার ভাষায় :



পারিবারিক সিদ্ধান্ত : সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কে বা কাহারো?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পারিবারিক সিদ্ধান্ত দলীয় সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ রূপ। পরিবারে পারিবারিক সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করে সেই সম্পর্কে অনেকদিন ধরিয়া বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ যে কেবল এই বিষয়ে মাথা ঘামাইয়াছেন তাহাই নহে, সমাজবিজ্ঞানীরা পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় পারিবারিক সিদ্ধান্ত-সম্পর্কীয় গবেষণাসমূহ মূলত পাশ্চাত্য দেশসমূহেই করা হইয়াছে।

আমাদের জানা মতে আমাদের দেশে এখনো এমন কোনো সুষ্ঠু গবেষণা পরিচালিত হয় নাই। উপযুক্ত গবেষণার অভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্তসমূহে কে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করেন আমাদের দেশের পক্ষে তাহা বলা মুশকিল। পাশ্চাত্য দেশে পরিচালিত গবেষণা হইতে কয়েকটি তথ্য উদ্ধৃত করিয়া পরে আমরা আমাদের দেশের পরিবারিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলিব।

আর্থিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে দেখা গিয়াছে যে, মূলত স্বামী এবং স্ত্রীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। মতবিরোধ থাকিলে তাহা পূর্বে বর্ণিত যে কোনো স্তরের মাধ্যমে বা সাহায্যে যতটা সম্ভব মিটমাট করিয়া ফেলা যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যাপোহ-মীমাংসা (compromise) বা একত্রীকরণ (integration)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। গৃহের বিভিন্ন কাজে স্ত্রী এবং বহির্জগতের কাজে স্বামীর প্রাধান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে লক্ষ্য করিয়াছে পেনসিলভানিয়ায় গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, শতকরা প্রায় একশতজন স্বামী-স্ত্রীই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তসিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেন। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনই মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও ভূমিকা থাকা উচিত।

পাশ্চাত্যদেশের অভিজ্ঞতা সম্ভবত কমবেশী আমাদের দেশেও খাটিবে। পরিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই ক্ষেত্রেও স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকাই মুখ্য। সংসারের বিভিন্ন কাজে স্ত্রী এবং বহির্বিষয়ের সহিত সম্পর্কে স্বামী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আমাদের সমাজে মাতা অপেক্ষা পিতার ভূমিকা অধিকতর স্পষ্ট হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতবিরোধ দেখা দিলে পরিশেষে সাধারণত পিতার জয় হয় এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলেই ইহা বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। শহর এলাকায় শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়া যাওয়ায় সাধারণ মতবিরোধে আপোহ-মীমাংসা (compromise) বা একত্রীকরণের (integration) মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীরা পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় তুলনামূলকভাবে সাধারণত অধিক স্বামীভক্ত হওয়ায়, অনেকক্ষেত্রে আবার স্ত্রী স্বৈচ্ছাসমর্পণ করিয়া (voluntary submission of the wife) মতবিরোধের অবসান ঘটাইতে সাহায্য করেন। পরস্পরের বিভেদসমূহ স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উদাহরণ আমাদের দেশে বিরল।

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও একটি গৌণ ভূমিকা থাকে। সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু তাহাদের উৎসাহ এবং কর্মতৎপরতার সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকিলে তাহাদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, পরিবারের জন্য টেলিভিশন ক্রয় করিবার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে পরিবারের ছেলেমেয়েরা অদম্য উৎসাহে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করিয়া গৃহীত সিদ্ধান্তকে অনেক

প্রভাবিত করিবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতবিরোধ দেখা দিলে পূর্বে বর্ণিত উপায়ে উহার সমাধান হইবে।

এককথায়, পারিবারিক সিদ্ধান্ত দলীয় সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ প্রকার হওয়ায়, পারিবারিক সিদ্ধান্ত দলীয় সিদ্ধান্তের মতই গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতবিরোধ বা মতৈক্য দেখা দিলে দলীয় সিদ্ধান্তের মত পারিবারিক সিদ্ধান্তও পূর্বে বর্ণিত কোনো স্তরের মাধ্যমেই উদ্ভূত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তে স্বৈচ্ছাসমর্পণ আপোষ-মীমাংসা, একত্রীকরণ, বিভেদসমূহ স্বীকার ইত্যাদির কোনটি কাজ করিবে তাহা সিদ্ধান্তের প্রকার ও গুরুত্ব, পরিবারের গঠন ও সদস্য-সদস্যদের প্রভাব ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

**গ্রন্থপঞ্জি**  
**(Bibliography)**

1. Agan, Tessie, *The House, Its Plan and Use*, New York, J. B. Lippincott Company, 1956.
2. Gross, Irma H. and Elizabeth Walter Crandall, *Management for Modern Families*, New York, Appleton Century Crofts, 1963.
3. Goodyear, M. R. and, M. C. Klohr, *Managing for Effective Living*, New York, Wiley & Sons Inc., 1954.
4. Landis, Paul H., *Your Marriage and Family Living*, New York, McGraw-Hill Book Company Inc., Second Edition, 1954.
5. Nickell, Paulena and Jean Muir Dorsey, *Management in Family Living*, New York, John Wiley and Sons Inc., Second Edition, 1940.
6. Meyer, Elizabeth Buris, *Decorating Livable Homes*, New York, Prentice-Hall Inc., Second Edition, 1947.
7. McDermot, Irene and Florence, W. Nicholas, *Home Making for Teenagers*, Book 1, New York, Chas. A. Bennett Co. Inc., Third edition, 1955.
8. Follett, M. P., *Creative Experience*, New York, Longmans, 1924.
9. Foote, N. N., edited, *Household Decision-Making, Consumer Behavior*, Vol. IV, Published by New York University Press, New York, 1961.
10. Syed, S. Z. H., *Materials of Construction*, Published by Oxford University Press, Pakistan Branch, 1967.
11. The I.C.P. Investors Hand Book 1 ;  
The I.C.P. Investors Hand Book 2 ;  
Two brochures published by the I.C.P., Karachi.
12. পাকিস্তান বিনিয়োগ কর্পোরেশন সাধারণ জ্ঞাতব্য বিহয়।
13. The Third I.C.P. Mutual Fund.
14. "Why Worry ? Solution of Your Problems" a brochure published by The Eastern Federal Union Insurance Co. Ltd.
15. জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা।  
A booklet published by the Central Directorate of National Savings, Islamabad.
16. বসু, অধ্যাপিকা নারায়ণী এবং অধ্যাপক মনোরঞ্জন। উচ্চতর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। Calcutta, India : Calcutta Book House, 1982.
17. Government of Pakistan, *The Third Five Year Plan, 1965-1970*